নলচরিত কাব্য।

শ্রীমৎ শ্রীহর্ষপ্রণীত সংস্কৃত নৈষধ চরিত কাব্য হইতে

শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বিদ্যারত্নকর্তৃক

প্রণীত

শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তথা
শ্রীপ্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমত্যনুসারে

শ্রীরামপুর "[illegible]" যন্ত্রালয়ে
শ্রীযুত বেহারিলাল দত্তদ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইল।

বিজ্ঞাপন।

ভারতবর্ষীয় মহাকবি প্রণীত কাব্যকদম্বের মধ্যে সমস্ত কবিমণ্ডলীর হৃদয়মণ্ডনস্বরূপ রস ভাবগর্ভ শব্দালঙ্কারে অলঙ্কৃত শ্রীমৎ শ্রীহর্ষ প্রণীত সুশ্রাব্য নৈষধ চরিতাখ্য কাব্য ভাবুকগণের যাদৃশ মানসহর্ষ বিস্তার করিয়া থাকে, এমত মহাকাব্য প্রায় সভ্যসমাজকর্তৃক শ্রাব্য হওয়া অসম্ভাবনীয়। যাঁহারা সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন নাই তাঁহাদিগের উক্ত কাব্যের সমস্ত মর্ম্মগ্রহ হওয়া দুর্ঘট, এতৎপ্রযুক্ত আমি ভাবুকগণের মনোরঞ্জনাভিলাষে পূর্ব্ব নৈষধ গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদ করিলাম, কিন্তু প্রকৃত সংস্কৃত কাব্যে যাদৃশ রসাস্বাদন হইয়া থাকে, ভাষান্তরে অনুবাদ করিতে হইলে তাদৃশ রসাস্বাদন হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবনীয় না হইলেও তৎপক্ষে যত্নের ত্রুটি হয় নাই। তথাপি গুণগ্রাহক পাঠকমণ্ডলীর অপার করুণার প্রতি নির্ভর করত অনুবাদিত উক্ত কাব্যের অবিকল ফলস্বরূপ সুধাকর কলিমণ্ডলীর হৃদয় নভোমণ্ডলে সমুদিত হইলে আমার সমুদয় পরিশ্রমকে সফল জ্ঞান করিয়া ভবিষ্যতে উত্তর নৈষধ অনুবাদে সাহসী হইব ধিকং মিতি।

শ্চ আমি শ্রীনারায়ণ চউরাজ প্রণীত পূর্ব্ব নৈষধের প্রথম চারি প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই কাব্যখানি অনুবাদ করিলাম ইতি।

১৭৮৭ } শ্রীযাদবচন্দ্র শর্ম্মা।

নলচরিত কাব্য।

শ্রীমৎ শ্রীহর্ষ প্রণীত সংস্কৃত নৈষধ চরিত কাব্য হইতে

শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বিদ্যারত্নকর্ত্তৃক

প্রণীত

শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তথা
শ্রীপ্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমত্যনুসারে

শ্রীরামপুর "[illegible]" যন্ত্রালয়ে
শ্রীযুত বেণীমাধব মজুমদার মুদ্রাঙ্কিত হইল

নলচরিত কাব্য।

প্রথম সর্গ।

পুরাকালে নিষধনগরে সুবিখ্যাত মহা তেজস্বী নলনামক এক সার্ব্ব-ভৌম ছিলেন। যাঁহার জাজ্বল্যমান প্রতাপসমূহ সুবর্ণদণ্ড-সদৃশ হই-য়া তাঁহার নির্ম্মল কীর্ত্তিরূপ শ্বেতছত্র তদীয় মস্তকে ধারণ করিয়াছিল, এবং যাঁহার সচ্চরিত্রাদিসূচক কথারূপ সুধাসমূহ শ্রবণপুটে পান করত বিবুধবৃন্দ অসাধারণ সুধার প্রতিও সমাদরপর হইতেন না। এবং যেমন রস (সলিল) প্রক্ষালনদ্বারা সমস্ত বস্তুরাশি পবিত্র হয়, তদ্রূপ নলরাজার সুমধুর ও সুরস বচননিচয়দ্বারা ভূমণ্ডলপ্রভৃতি পবিত্রতা লাভ করেন। মহারাজ স্বকীয় ভুজবীর্য্যদ্বারা এই অষ্টাদশ দ্বীপের জয়লক্ষ্মী উপার্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার রসনারূপ রঙ্গ-ভূমির নর্ত্তকীরূপা সরস্বতীও অষ্টাদশ দ্বীপের জয়লক্ষ্মীকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত স্বয়ং অষ্টাদশ মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছিলেন। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, সার্ব্বভৌম রাজা দেবতার অংশে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন, একারণ নলরাজার স্বাভাবিক নেত্রদ্বয়ের অতিরিক্ত শাস্ত্র-রূপ অপর যে এক নেত্র ছিল, তাহাতেই তিনি ত্রিনেত্রবিশিষ্ট মহা-দেবের অংশরূপে সুস্পষ্টভাবে প্রকট হইয়াছিলেন। [illegible] রত্ত সত্যযুগে স্বীয় সাম্রাজ্য সময়ে যখন চতুষ্পাদদ্বারা [illegible] করিয়াছিলেন, তখন পৃথিবীতে এমত কোন ব্যক্তিই ছিল না যে, বিফল তপস্যায় বৃথা কাল হরণ করিয়াছিল। [illegible] তৎকালে স্বয়ং ধর্ম্মও এক পদের কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা [illegible] ঘোরতর তাপসের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। [illegible]

কে জয় করিয়াছিলেন। এবং চারুদৃষ্টি হইয়াও স্বয়ং বিচারদৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। ফলতঃ নলরাজার সুবিখ্যাত নির্ম্মল যশোরূপ চন্দ্র ও তাঁহার প্রদীপ্ত প্রতাপরূপ সূর্য্যের প্রতি বিশ্বনির্ম্মাতা যখন২ নেত্রপাত করিতেন, তখন২ গগণস্থ চন্দ্র ও সূর্য্যাকে নিষ্প্রয়োজনীয় বোধে তিনি তদ্দ্বয় ভ্রমদ্বারা বিধাতা সৃষ্ট বলিয়া জ্ঞাপনার্থ পরিবেশচ্ছলে চন্দ্র সূর্য্যে ভ্রমসূচক কুণ্ডলাকার চিহ্ন প্রদান করিতেন, সুতরাং অদ্যাপি তাহা কখন২ চন্দ্র সূর্য্যের মণ্ডলরূপে পরিদৃশ্য হইয়া থাকে। মহারাজ আপন বদান্যতাদ্বারা দরিদ্র যাচক সমূহের দারিদ্র নিবারণ করিয়াও তাঁহাদিগের ললাটে "ইহারা দরিদ্র হইবে" এইরূপ যে বিধি লিপি ছিল, তাহা অন্যথা করেন নাই, যেহেতু তিনি তৎসমূহের দরিদ্রতার অভাব রূপ দারিদ্র্য স্থিরতর রাখিয়াছিলেন। এবং তিনি স্বর্ণগিরি সুমেরু দান করিয়া অর্থির প্রতি বিতরণ করিতে পারেন নাই ও উৎসর্গ জলের বায়দ্বারা মহাসমুদ্রকে মরুভূমি করণে সক্ষম হয়েন নাই, এই প্রযুক্ত স্বীয় মস্তকস্থিত কাক পক্ষ যুগলকে উক্ত অযশোদ্বয়ের চিহ্ন বলিয়া জ্ঞান করিতেন। অপর যেপ্রকার সূর্য্যদেব আপন সন্নিধিস্থিত কবি ও বুধ গ্রহদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়া সময় যাপন করতঃ দিনে২ উদয় প্রাপ্ত হয়েন, সেই প্রকার নলরাজা আপন সভাপস্থ কবি ও বুধ এতদুভয়ের সহিত মিলিত হইয়া সময় যাপন করত দিনে২ উদয় (সমুন্নতি) প্রাপ্ত হইতেন। বিধাতা যখন স্বীয় সুমহৎ শিল্পনৈপুণ্যদ্বারা নলরাজার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন তখন তাঁহার মনে এইরূপ বিবেচনা হইয়াছিল যে, এই রাজার চরণদ্বয় অধোভাগস্থ অঙ্গ হইয়াও সময় ক্রমে স্বকীয় শোভার দ্বারা প্রফুল্ল কমল ও নবীন পল্লবকে অধোভাগগামী করিবে এবং এই চরণদ্বয় অখিল নৃপতিকুলের উর্দ্ধাঙ্গে প্রদত্ত হইবে, অতএব তিনি তাঁহার সেই চরণদ্বয়কে উর্দ্ধরেখাদ্বারা অঙ্কিত করিয়াছিলেন। অধিরাজ আপন শৈশবাবস্থাতেই অষ্টাদশ দ্বীপস্থ সমস্ত নৃপতিগণকে পরাজয় করত তাহাদিগের ধনলুণ্ঠনদ্বারা রাজকোষ পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। পরে তদীয় শরীরে যখন যৌবনাবস্থার আবির্ভাব হইয়াছিল, তখন, যেরূপ স্বাভাবিক কমনীয় কান্তিযুক্ত কুসুম অঙ্কুর

আগমনে অতি সৌন্দর্য্য ধারণ করে, সেইরূপ তিনি সহজ সুন্দরাঙ্গ হইয়াও যৌবনকালাগমে অধিকাধিক সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছিলেন।

যৌবনকালে নলরাজার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এমত সৌন্দর্য্যশালি হইয়াছিল যে, তৎকালে তাঁহার চরণদ্বয় স্বীয় সৌকুমার্য্য সৌন্দর্য্যাদি দ্বারা প্রফুল্ল কমল দলের প্রতি ঘৃণা করিত, সুতরাং নবীন পল্লবকুল, তাঁহার করতল শোভার লেশও ধারণ করিতে পারিত না। এবং শরৎকালীয় পূর্ণচন্দ্রও তাঁহার আস্যের দাস্যে উপযুক্ত হইত না। হায়! বিধাতা যখন নলরাজার রমণীয় রূপলাবণ্যযুক্ত কলেবর বিরচন করিয়াছিলেন, তখন কি তিনি তদীয় শরীরের লোমচ্ছলে কোটিং সূক্ষ্মং রেখাদ্বারা তাঁহার গুণ সমূহ পরিসংখ্যা করেন নাই? না কোটিং রোমকূপ নির্ম্মাণচ্ছলে নলরাজা যে, দোষশূন্য তাহা সপ্রমাণ করণার্থ সূক্ষ্মং বিন্দু সকল তদ্দেহে বিন্যাস করেন নাই? প্রত্যুত অবশ্যই তিনি তাহা সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পরন্তু রাজার প্রলম্ব অথচ পীন বাহুদ্বয় এবং বিস্তীর্ণ বক্ষঃস্থল দৃষ্টে বিবেচনা হইত, যে মহারাজা যে প্রকারে শত্রুকুলকে সমরে আকুল করিয়া তাহাদিগের দুর্গস্থিত অন্যান্য মণিমুক্তা প্রভৃতি লুণ্ঠন করতঃ যথা যোগ্য অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাহাদিগের দুর্গদ্বারস্থিত কবাটস্তম্ভক অর্গলার দীর্ঘতা ও পীনতা ও লুণ্ঠন করিয়া স্বীয় বাহুদ্বয়ে এবং উক্ত কবাটের দৃঢ়তা ও বিস্তারতাও লুণ্ঠন করিয়া স্বকীয় বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। নলরাজার যে মুখ, ঈষৎ হাস্যরূপে ক্রীড়ালেশদ্বারা ইন্দুকে নিন্দা করিত এবং যাহা স্বীয় এক দেশস্থিত নয়নদ্বয়দ্বারা সরোজের সৌন্দর্য্যকে ভৎসনা করিত, তাঁহার সেই সংপূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট মুখের তুলনার স্থান চরাচর বিশ্বের মধ্যে বিদ্যমান ছিল না। এবং যখন নলরাজার মুখমণ্ডলের এক দেশবর্ত্তি নেত্রযুগলদ্বারা প্রফুল্ল কমলদল পরাভূত হইয়াছিল ও যখন তাঁহার মুখের এক প্রদেশস্থিত অধরের ঈষৎ হাস্য সুধাকরের সৌন্দর্য্য পরাজয় করিয়াছিল, তখন পৃথিবী মধ্যে আর এমত মনোহর বস্তু কোথায় কি ছিল যে, তাহার সহিত সে মুখের তুলনা হইতে পারিত? সুতরাং তাঁহার মুখের উপমার পাত্র বিষয়ে মহীতে মহতী দরিদ্রতা হইয়াছিল।

নলরাজার মস্তকস্থিত সুচারু চিকুর রাশির শোভা সন্দর্শন করিয়া চমরী যে স্বকীয় পুচ্ছ আন্দোলন করিত তাহার অভিপ্রায় এইরূপ ছিল যে, বুঝি চমরীর পুচ্ছ অধিরাজের কেশকলাপের সৌন্দর্য্যের তাদৃশ লাভ নিমিত্ত অভিলাষ করিয়া শেষে স্বাভিলাষ সিদ্ধি করিতে না পারায় চমরী ভয়প্রযুক্ত নিজ পুচ্ছ চালন করত স্বপুচ্ছের বালচাপল্য বিস্তার করিতে ব্যগ্র হইত, অর্থাৎ যদি বালক স্বীয় চাপল্য বশতঃ কোন অসম্ভব অভিলাষ করে অথচ যদি তাহার সেই অভিলাষ সিদ্ধও না হয়, তথাপি বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহার প্রতি উপহাস করেন না ইহা জানিয়াই বুঝি চমরী আপন পুচ্ছের অপরাধ মার্জ্জনার্থ তাহার কেশচাঞ্চল্য প্রবন্ধ করিত।

অপর নলরাজার কামদেবের ন্যায় কমনীয় কান্তিপ্রযুক্ত ও যুবরাজ আমার প্রাণবল্লভ হউন এতাদৃশ বাসনাবশতঃ ত্রিলোকবর্ত্তিনী মহিলাকুলের দুই প্রকার মন্মথ বিভ্রম হইয়াছিল, অর্থাৎ তাঁহার শরীর সৌন্দর্য্যাতিশয় থাকায় মনোভব ভ্রম হইয়াছিল, এবং তাঁহার প্রতি আকাঙ্ক্ষা নিবন্ধন কামাধান হাব ভাব কটাক্ষাদি প্রকাশ করিয়াছিল। যে সময় নলরাজা পৃথিবীতে বিরাজমান ছিলেন, সেই সময় স্বর্গমহিলাগণ নিমেষশূন্য নেত্রে যে, তাঁহার দেহ-সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহারা অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাপি নির্নিমেষ নেত্রে অবস্থিতি করিতেছেন। নাগগণ স্বভাবতঃ চক্ষুর্দ্বারা শ্রবণ করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত তৎপ্রেয়সীকুল নলরাজার রূপলাবণ্য শ্রুত হইয়া স্বং নেত্রের প্রতি স্তুতি ও নিন্দা করিয়াছিল। অর্থাৎ তাহাদিগের নয়নাবলি নলরাজার অতুল্য সৌন্দর্য্য শ্রবণ করণে সক্ষম হইয়াছিল, কিন্তু তাহা দর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই। অতএব তাহারা স্বং নেত্রের প্রতি এক পক্ষে প্রশংসা এবং অন্য পক্ষে নিন্দা করিতেও বাধিত হইয়াছিল। মানব রমণীগণ নলরাজার সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া নিরন্তর মনোমধ্যে তাহাই ভাবনা করিত। সুতরাং তাহাদিগের তদীয় রূপলাবণ্য নিরীক্ষণকালে নয়নের নিমেষও বিঘ্নকর হইতে পারে নাই। অর্থাৎ নর সীমন্তিনীগণ যখন নলের রূপ দর্শন করিত, তখন তাহা-

দিগের দর্শন বিরোধি নয়নের নিমেষ উপস্থিত হইলেও তাহারা হৃৎপদ্মে নলরাজার মনোহর রূপ অনায়াসেই উদয় দেখিত, অতএব তাহাদিগের নয়ন নিমেষদ্বারা নল সন্দর্শন নিবারণ হয় নাই। অপর এই অবনী মধ্যে কোন্ ললনা এরূপ ধৈর্য্যবতী ছিল যে, সে নলরাজাকে স্বপ্নে অবলোকন করে নাই, না ভ্রমক্রমে এক ব্যক্তিকে আহ্বান করিতে তাহার মুখে নলের নাম উচ্চারিত হয় নাই, প্রত্যুত সকলেই এইরূপ ব্যবহারের অনুগামিনী হইয়াছিল। এই জগতীতল মধ্যে দময়ন্তীভিন্ন অপর কোন্ রূপবতী ছিল, যে, সে নলরাজার যোগ্যা মহিলা বটে কি না এইরূপ পরীক্ষার্থ দর্পণ আলোকন করত দীর্ঘ নিঃশ্বাসদ্বারা তাহা মলিন করে নাই, প্রত্যুত দময়ন্তী ভিন্ন জগতীস্থ সমস্ত কামিনীই আদর্শ দর্শনকালে আপনাকে নলরাজার অননুরূপ জ্ঞান করিয়া খেদে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করত তদুদ্ভূত বাষ্পদ্বারা মুকুরবিম্ব মলিন করিয়াছিল।

পূর্ব্বে যে প্রকার উষাহরণ প্রসঙ্গে বাণনামক মহাপণ্ডিতকর্ত্তৃক কন্দর্পের পুত্র অনিরুদ্ধ নিরুদ্ধ হইলে স্বয়ং মন্মথ ভোগভোজি বয়োদ্বারা বাহিত হইয়া অনল পরিশাবৃত বাণরাজার নগরে হঠাৎ প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেইরূপ দময়ন্তীর ভোগভোজি বয়কর্ত্তৃক (সুখ সম্ভোগশীল যৌবনকর্ত্তৃক) বয়স্যাকর্ত্তৃক বিতক্যমান পুষ্পায়ুধকে তাহার নলাবৃত মানসে সহসা প্রবেশিত করিয়াছিলেন। দময়ন্তী চরবিন্দপ্রভৃতির বাচনিক বহুবার নলরাজার রূপ গুণাদি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আপন রূপসম্পত্তির অনুরূপ জানিয়া কন্দর্পের আজ্ঞায় মন্মথ বশীভূত চিত্ত মন নলের প্রতি বিশেষরূপে অর্পণ করিয়াছিলেন। একারণ তিনি প্রতিদিন স্বীয় পিতার সভায় আগমন করিয়া সূত বন্দিকর্ত্তৃক উচ্চারিত নলরাজার গুণ নামাদি শ্রবণ করত পুলকিত হইতেন। তদ্ভিন্ন যখন তিনি অন্তঃপুর মধ্যে থাকিতেন, তখন তাঁহার সখীগণ যদি কথা প্রসঙ্গে নলনামক তৃণ বিশেষের নাম উচ্চারণ করিত, তবে তিনি ভোজন পান ক্রীড়াদি সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎকথা শ্রবণ লালসায় কর্ণদ্বয়কে নিযুক্ত করিতেন। কখন২ নলগুণ শ্রবণ নিমিত্ত গাঢ় উৎকলিকাকুলা

হইয়া স্বীয় সখীবৃন্দের প্রতি জিজ্ঞাসা করিতেন, "সখি! ত্রৈলোক্যের মধ্যে সর্ব্বোত্তম যুবা কে?" তাহাতে তাঁহার সখীগণ ত্রিভুবন মধ্যে নল ভিন্ন অপর কোন পুরুষকেই সর্ব্বোত্তম না দেখিয়া শেষে নলকেই সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে বর্ণন করিলে দময়ন্তীর মন প্রমোদ সিন্ধু সলিলে নিমগ্ন হইত। যদি কদাচিৎ নিষধদেশহইতে দ্বিজ বন্দিচারণ প্রভৃতি কেহ স্বীয় পিতৃরাজধানীতে আগমন করিত তবে তাহাদিগের মুখে নলের গুণ গ্রামাদি শ্রবণ মানসে ছলক্রমে জিজ্ঞাসা করিতেন, "তোমাদিগের দেশের রাজা কে? ও তাঁহার গুণ কেমন?" তাহাতে তাহারা যখন নলরাজার নাম উল্লেখ করত তদীয় সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি কীর্ত্তন করিত তখন দময়ন্তী সাদরে তাহা কর্ণপুটদ্বারা পান করিয়া বহুক্ষণপর্য্যন্ত সোৎকণ্ঠিতে অবস্থান করিতেন। পরন্তু তিনি স্বীয় মনোরথদ্বারা কল্পিত নিজ প্রিয়পতি নলকে স্বপ্নাবেশে প্রতি রজনীতেই সাক্ষাৎ লাভ করিতেন, কেননা অদৃষ্টবশতঃ অদৃষ্টবস্তুও স্বপ্নাবেশে লোকের নয়নাতিথি হইয়া থাকে। যাহাহউক দময়ন্তীর প্রিয়সখীরূপা স্বপ্নদূতী তাঁহার প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রকাশপূর্ব্বক তদীয় অপূর্ব্ব দৃষ্ট ও অতি গোপ্য নলকে এমত সংগোপনে দর্শন করাইত যে, তৎকালে তাঁহার শরীরস্থিত নয়নদ্বয়ও নিমীলিত থাকিত এবং অপরাপর ইন্দ্রিয় সংসর্গি অন্তরিন্দ্রিয়ও নিদ্রা ভাবাপন্ন থাকিত। কারণ যদ্যপি নয়নদ্বয়ের উন্মীলন কালে বা অন্তঃকরণের অন্যান্য বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহিত সংসর্গকালে অতি রমণীয় নলরূপ তাঁহার দর্শন হইত, তবে দময়ন্তী তদ্দর্শনে যেরূপ ব্যাকুল্য হইয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহার নয়নদ্বয়ও ব্যাকুল হইলে কিম্বা মন ব্যাকুল হইয়া আপন অধীন অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের নিকট তাহা প্রকাশ করিলে সকলেই ব্যাকুলতা অবলম্বন করত কুলকামিনীকে অবশ্যই অকুল সমুদ্রে নিপাতিত করিত।

দময়ন্তীকে নলরাজার সৌন্দর্য্যাদি স্মরণ জন্য স্মরহুতাশনে সর্ব্বদা সন্তাপিতা, তাহাতে আবার তৎপ্রতি হেমন্তকালীয় দিবা ও নিদাঘ কালীয় রাত্রি অতি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করত দিন২ নিজ২ দীর্ঘতা দর্শন করাইয়াছিল। বিদর্ভরাজনন্দিনী যেরূপ নলরাজার রূপগুণাদি শ্রবণ

করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগিনী হইয়াছিলেন, নলরাজাও সেইরূপ স্বকীয় কান্তির কীর্ত্তিরূপ মুক্তাবলীর গ্রন্থনোপযুক্ত গুণরূপ দময়ন্তীর গুণসমূহ শ্রবণ করিলে নলের অঙ্গ সৌন্দর্য্যদ্বারা পরাজিত কন্দর্প মাৎসর্য্য বশতঃ দময়ন্তীদ্বারা তাঁহাকে পরাভব করিতে বাঞ্ছা করিয়াছিলেন। এই হেতু নলরাজা যে সময়ে দময়ন্তীর গুণসমূহ শ্রবণাতিথি করিয়াছিলেন, সেই সময়ে কন্দর্পও তাঁহার ধৈর্য্য ধ্বংসনার্থ কুসুমময় বাণ লক্ষ্যোন্মুখ করত নিজ শরাসনের গুণকে শ্রবণাতিথি করিয়াছিলেন। মকরধ্বজ যখন নলরাজাকে পরাভব করণার্থ সুদৃঢ় সাহস অবলম্বন পুরঃসর স্বীয় শরাসনের সংযোগ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ত্রৈলোক্য জয়লব্ধ যশঃ সংশয় সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ মন্মথ, নিজ মোহনাস্ত্রে নলরাজাকে মুগ্ধ করিতে পারেন না পারেন এইরূপ সন্দেহ তাঁহার মানসে প্রকাশ হইয়াছিল। তথাচ রতিনায়ক স্বীয় শায়কদ্বারা নলরাজার ধৈর্য্যরূপ অভেদ্য কবচ যে ছেদ করিয়াছিলেন; তাহাতে কেবল বিশ্বনির্ম্মাতার অমোঘ ইচ্ছাই কারণ ছিল। কেননা দময়ন্তীর সহিত নলের ভাবি পরিণয় যাহা বিধাতাকর্তৃক নির্ব্বন্ধীকৃত হইয়াছিল, তাহা বন্ধ করিতে কেহই ক্ষমবান ছিল না। বিশেষতঃ মদনের মোহনাস্ত্র অতি দুর্নিবার্য্য; যদ্দ্বারা তাপিত হইয়া স্বয়ং বিধাতাও স্বীয় শরীর সুশীতল করণার্থ ভগবান্নারায়ণের নাভিপদ্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন। দেখ, যখন ব্রহ্মার প্রাচীন অবস্থাতেও মন্মথ বাণের এরূপ ভয় দৃষ্ট হয়, তখন যুবাগণের যে তদ্দ্বারা ধৈর্য্য ধ্বংস হইবে তাহাতে বৈচিত্র কি? অপিচ কন্দর্প যে সময় নলরাজার প্রতি লক্ষ্য করত বাণ নিঃক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই সময় নলরাজা তাঁহাকে নিজ তনুচ্ছায় জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে লঙ্ঘন করিতে সক্ষম হয়েন নাই। অর্থাৎ যে প্রকার কেহ আপন তনুচ্ছায়া লঙ্ঘন্ করিতে পারে না, তদ্রূপ নলরাজাও তাদৃশ বোধে কন্দর্পকে লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। পরিন্তু বিদর্ভরাজনন্দিনী দময়ন্তী স্বয়ং ক্ষীণাঙ্গী হইয়াও যে, নিজ লজ্জারূপা দুষ্পার তরঙ্গিনী সন্তরণপূর্ব্বক নলরাজার হৃদয়ে প্রবিষ্টা হইয়াছিলেন, তাহা বুঝি তাঁহার যৌবনরূপ কুলালদ্বারা নির্ম্মিত ও নবো-

জিতেন্দ্রিয়মণ্ডলীর অগ্রগণ্য হইয়া জঘন্য মনোভবের বশম্বদ হইলে সুতরাং তাঁহাকে জনসমাজে সঙ্কুচিত হইতে হইল। যুবরাজের মনে মনসিজ-চাঞ্চল্য উদয় হইলে তাঁহার বিবেকাদি গুণগণ তাহা নিরুদ্ধ (নিবারণ) করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। কারণ বিধাতার সৃষ্টির ইহাই প্রসিদ্ধ স্বভাব যে, প্রিয়ানুরাগে আসক্ত হইলে কন্দর্প রোধাভাব (অনিরুদ্ধ) উৎপাদন করে। এতাবতা মহীনায়কের মানসিক ভাব যখন নিতান্ত অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল, তখন তাহা রাজসভায় গোপন করণার্থ উপবন বিহারস্থলে নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থান করিতে মনন করিলেন, এবং আপন রহস্য ভাবজ্ঞ বয়স্যগণের সহিত উপবন গমনার্থ যান আনয়ন করিতে নৈদেশিকগণকে আজ্ঞা করিলেন।

অনন্তর রাজাজ্ঞামাত্র কিঙ্করগণ মন্দুরায় গমন করিয়া যে অশ্ববরের চঞ্চল ক্ষুরাঞ্চলদ্বারা নিরন্তর মন্দুরোদর ক্ষুব্ধ হয়, ও যাহার পরিমাণ পৌরুষ প্রমাণাধিক এবং যাহার বেগবত্তা অশেষ বীর-পুরুষাপেক্ষা সমধিক, তাদৃশ শুক্লবর্ণ সদশ্ব নানা পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া রাজ সমীপে আনয়ন করিল। আহা! নলরাজার হয়বরের কি অদ্ভুত প্রভাব! তাহার চরণ চতুষ্টয়দ্বারা ক্ষুন্ন ক্ষৌণীর রেণুসমূহ সন্দর্শন করিলে জ্ঞান হয়, যেন, মনুষ্যদিগের মন সকল তদীয় বেগাতিশয় শিক্ষা করণার্থ সর্ব্বদা অশ্বের চরণ সেবন করিতেছে। অশ্ববর স্বীয় চঞ্চল নাসিকাদ্বারা ফুৎকার করত সে পুনরায় মৌনাবলম্বন করিল, তাহাতে বোধ হইল যেন, সে নিজ বেগদর্প নলরাজার নিকট কহিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার অশ্বশিক্ষায় মহা নৈপুণ্য থাকা বিবেচনায় তন্নিকটে আত্মবেগ মহিমা প্রকাশ করা নিরর্থক জানিয়া নিবারিত রহিল। তুরোঙ্গমোত্তম গমনকালে স্বভাবতঃ মুখোত্তলন করিবায় এক একবার নিজ দন্তশ্রেণী প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতে বোধ হইয়াছিল যেন, সে একাকী মহারথ নলরাজাকে বহন করত গর্ব্বিত হইয়া সূর্য্যের মহারথ বহনকারী অশ্বগণকে পরস্পর সাপেক্ষ জ্ঞানে দন্তাবলী প্রকটনদ্বারা উপহাস করিয়াছিল। পরন্তু অশ্বের অগ্রভাগস্থ শুক্লবর্ণ কেশর ও তাহার পশ্চাৎ ভাগস্থ শুভ্র পুচ্ছের আন্দোলনদ্বারা তদীয় অশ্বরাজত্ব

খ্যাপন হইয়াছিল, অর্থাৎ মহারাজার উভয় পার্শ্বে যে প্রকার শ্বেত চামর আন্দোলিত হয়, সেইরূপ তাহার পুচ্ছ কেশর শুক্ল চামরদ্বয় অগ্র পশ্চাৎ উভয় ভাগে দোদুল্যমান রহিয়াছিল।

অশ্ববর আপন মুখে অনুসক্ত আয়ত অথচ মনোহর যে দন্তালিকা চর্ব্বণ করিতেছে তাহাতে বোধ হয় যেন, সে আপন বেগদ্বারা গরুড়ের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াও অবশিষ্ট তাহার যে সর্পভক্ষণ নিমিত্তক দর্প ছিল তাহাও সর্পতুল্য দন্তালিকা ভক্ষণদ্বারা লঘু করিতেছে। যে অশ্ব স্বয়ং সিন্ধুদেশজাত ও শীতরশ্মি সহোদর (চন্দ্রতুল্য শুক্লবর্ণ) হইয়া সিন্ধুজাত অথচ শীতরশ্মি সহোদর উচ্চৈঃশ্রবার উচ্চ শোভা হরণ করিয়াছে, সেই অশ্বোপরি অখিল ক্ষমাভৃৎ বিজয়ী ও অনল্প লোচনধারী (বিপুল বিলোকনশালী) ক্ষিতীন্দ্র নলরাজা আরোহণ করিলেন। পুনরায় স্বকীয় সদশ্বে আরূঢ় হইলে তাঁহার রত্নসজ্জাতা বয়স্যগণ আপনং অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজার পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। নলরাজা সদ্বেশ ধারণ পুরঃসর স্বকীয় সৌন্দর্য্যদ্বারা মহাবেগবান অশ্বকে ভূষিত করত যখন রাজপথে প্রস্থিত হইলেন, তখন নগরীয় প্রাণীবৃন্দ আনন্দে নিষ্পন্দ নয়ন হইয়া সকলে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

অনন্তর ইন্দুতুল্য উজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্ট অথচ ইন্দ্রতুল্য প্রতাপশালী মহারাজ পবনাশ্বের বেগবিশিষ্ট সদশ্ব সমারোহণে নগরীয় প্রজাসমূহের দৃষ্টিরূপ বৃষ্টির সহিত ক্ষণকাল মধ্যে নগরের বহির্ভাগে উপনীত হইলেন। তৎকালে তদীয় অশ্বারোহী সৈন্য ভাগদ্বয় রাজাভিমুখে আগমনপূর্ব্বক পল্লবতুল্য সুকোমল শলা উত্তোলন করত ছিন্ধি ছিন্ধি শব্দে পরস্পর কৌতুকরূপ কপট যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সৈন্যদ্বয়ের কৌতুক যুদ্ধাবসরে তাহাদিগের বাজিরাজির চরণদ্বারা যে রজ উত্থিত হইতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল যেন, অশ্বগণ অসীম বেগদর্পে দর্পিত হইয়া নিজং গতিবিরোধি সমুদ্রপরিখা পরিপূরণার্থ বুঝি চরণদ্বারা পৃথিবী খনন করিয়া মহারজ উত্থিত করিতেছে। আবার, উক্ত অশ্বগণ স্বামং পুরোবর্ত্তি পদদ্বয় বেগে আকাশপথে উত্তোলন

করিয়া প্রত্যেকে তাহারা যে পৃথিবীতে পুনরায় অবতরণ করিল, তাহাতে বিবেচনা হইল, বুঝি উক্ত অশ্বগণ সকলেই একেবারে আকাশ-পথে গমন করিতে উদ্যত হইয়া অগ্রবর্ত্তী পদদ্বয় উত্তোলন করত মনেং করিল যে, "ভগবান হরি ত্রিবিক্রম রূপ ধারণকালে একপদদ্বারা আকাশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, আমরাও হরি হইয়া যদি পাদচতুষ্টয় দ্বারা আকাশ আক্রমণ করি, তবে আমাদিগের হরিকুলের লজ্জা হইবে" ইহা ভাবিয়াই তাহারা আকাশপথে গমন সময়ে অর্দ্ধ বিক্রম প্রকাশ করত অমনি নম্রমুখে অবনীতে অবতরণ করিল। রাজসৈন্যগণ উক্ত রূপে ক্রীড়া করত রাজসমভিব্যাহারে যখন নগরের বহির্ভাগবর্ত্তি বিহারদেশ প্রাপ্ত হইল, তখন তাহাদিগের সিন্ধুদেশজ অশ্বগণ স্বস্ব জন্মভূমিস্থ বুদ্ধভক্ত লোকের ন্যায় মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

নল ও তদনুগামী অশ্বারূঢ় সৈন্যদলের অশ্ব সকল বিহারদেশ পরিভ্রমণকালে বুঝি মনেং এই চিন্তা করিয়াছিল যে, "নলরাজার বিপক্ষকুল সকলে ভয়াকুল হইয়া সকল দিক উল্লঙ্ঘন করিয়াছে এবং যশঃ সমুদ্র লঙ্ঘন করত বিস্তৃত হইয়াছে; অতএব উক্ত সকল কর্ম্ম করিয়া আমরা কিহেতু পিষ্টপেষ হইব" ইহা ভাবিয়াই তুরঙ্গমগণ মণ্ডলাকার গতিদ্বারা বিহারভূমি বিভূষিত করিল। আহা! নলরাজার অশ্বশিক্ষার কি আশ্চর্য্য কৌশল! যদ্দ্বারা তিনি আপন মস্তকস্থিত আতপত্রের অধোভাগের সীমা অতিক্রম না করিয়াও যাদৃশ বেগে অশ্বের মণ্ডলাকার গতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাদৃশ বেগশিক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রভঞ্জন অদ্যাপি বাত্যাচ্ছলে কখনং অভ্যাস প্রযত্ন অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যে প্রকার ভগবান্নারায়ণ শয়ন অভিলাষে প্রবাল রাগরঞ্জিত ঘনচ্ছায় সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করেন, সেই প্রকার নলরাজা মনের ধৈর্য্য অভিলাষে প্রবাল রাগরঞ্জিত ঘনচ্ছায় বিলাসবন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। যুবরাজ ক্রমেং বিলাস কাননের অভ্যন্তরবর্ত্তী হইলে পুরবাসিগণের দৃষ্টিপ্রকর তাঁহাকে দৃষ্টি না করিয়া সুতরাং নিবৃত্ত হইল। নলরাজা বিলাসবন প্রবেশমাত্র উদ্যানপালকগণ বিনয়পূর্ব্বক অঙ্গুলি নির্দ্দেশদ্বারা উপবন শোভা দর্শন করাইতে লাগিল। যে প্রকার

বানপ্রস্থাশ্রমী বৃদ্ধ মুনিগণ বয়ঃপাত নিমিত্ত উৎপন্ন বাতদ্বারা কম্পিত হস্তে অভ্যাগত ব্যক্তির আতিথ্য করেন, তদ্রূপ কাননস্থ বৃক্ষগণ বয়ঃপাত (পতত্রিকুলের পতন) নিমিত্ত উৎপন্ন বাতদ্বারা কম্পিত পল্লব রূপ হস্তে ফলপুষ্প আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার আতিথ্য করিতে উপস্থিত হইল। নলরাজা উদ্যানস্থ অন্যান্য কুসুমবল্লী দর্শনের পূর্ব্বেই ভ্রমরাবলি মণ্ডিত বিকচ কেতকাপুষ্প দর্শন করত বিবেচনা করিলেন, যে, ভগবান মহাদেবকর্ত্তৃক উক্ত পুষ্প বর্জ্জিত হওয়ায় তাহার দুর্যশঃ সকল ভ্রমরাকার কৃষ্ণরেখায় তদুপরি দৃষ্ট হইতেছে। কেতকীপুষ্প স্বভাবতঃ কামোদ্দীপকহেতু তৎপ্রতি বিরহীবৃন্দের বিদ্বেষ ঘটিবার সম্ভাবনা, সুতরাং নলরাজা তদ্দর্শনে সমধিক ব্যথিত হইয়া কহিলেন, অরে দুর্বৃত্ত কেতক! তুমি স্বরূপতঃ কণ্টকাকীর্ণ কন্দর্পের কর্ণিশর সদৃশ হইয়া বিরহিবৃন্দে বিদ্ধ হওতঃ যেহেতু বহুকাষ্ঠেও নির্গত হও না, সেই হেতু মদনারি পশুপতিকর্ত্তৃক ঘৃণিত হইয়াছ। অরে পুষ্পাধম! তোমার মত নিষ্ঠুর জগতে আর কে আছে? তুমি আপন পাত্রের উভয় পার্শ্বস্থিত করপত্রদ্বারা বিরহিবৃন্দের নীরস কাষ্ঠসম হৃদয় বিদারণ কর, এবং তোমার অগ্রভাগস্থিত সূচীদ্বারা মানকেতন বিরহী যুবক যুবতীর যশোরূপ বসন সঙ্কৃত করে। ফুলধনু মদন, যখন স্বীয় শরাসন নিঃসৃত মধুধারায় আর্দ্রহস্ত হইয়া আমার প্রতি শর সন্ধানে অক্ষম হয়, তখন তোমার পরাগরূপ ধূলিদ্বারা হস্ত শুষ্ক করিয়া পুনর্ব্বার বাণাকর্ষণের ক্ষমতা লাভ করে। যুবরাজ এই বিবেচনা করিয়া কেতকীকে আক্রোশপূর্ব্বক অবলোকন করিতে লাগিলেন।

নলরাজা কেতকীকুসুমের প্রতি প্রস্তাবিতমতে ভর্ৎসনা করিয়া অন্য দিকে গমন করত উদ্যান মধ্যস্থিত যেসকল দাড়িম্ববৃক্ষের দ্রুত ফল পাকের নিমিত্ত অধোভাগে, দোহদ ধূম প্রদত্ত হইয়াছে সেই সকল বৃক্ষের ফলসমূহ দর্শনমাত্র বিবেচনা করিলেন, বুঝি এই দাড়িম্বফল সকল দময়ন্তীর কুচের তুল্য তুঙ্গতা লাভ করণার্থ অধোমুখে ধূমপানরূপ তপস্যা করিতেছে। তদ্ভিন্ন অপরাপর যে সকল দাড়িম্বীবৃক্ষ আছে তাহাদিগকে দর্শন করিয়া বিরহিণী তুল্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। কারণ

বিরহিণীবৃন্দ যেরূপ বিরহকালে নিজ প্রিয়তমকে স্মরণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ ধারণ করে, তদ্রূপ ঐ দাড়িমীবৃক্ষাবলী স্বীয়২ শরীরস্থিত কণ্টক নিচয়রূপ রোমাঞ্চ ধারণ করিয়াছে, এবং যে প্রকার বিরহিণীর বিরহ তাপদ্বারা স্ফুটিত কুচদ্বয় যুক্ত হৃদয়ে কন্দর্প বিদ্ধ পলাশ পুষ্পময় বাণ দৃশ্য হইয়া থাকে, সেই প্রকার স্বভাবতঃ বিদীর্ণ দাড়িমীফলের সুস্বাদু রস আস্বাদনার্থ আগত হইয়া শুকপক্ষী যে নিজ চঞ্চুপুট প্রবিষ্ট করিয়াছে তদ্দর্শনে তিনি তাহার বক্ষঃস্থল বিদারক কন্দর্পের পলাশ-পুষ্পময় বাণসদৃশ বোধ করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর তিনি স্বীয় পুরোভাগপ্রতি নেত্র প্রচার করত বিকসিত পলাশ পুষ্পের বৃন্ত অবলোকন করিয়া বিবেচনা করিলেন, যে, কন্দর্পের অর্দ্ধচন্দ্র বাণতুল্য এই পলাশপুষ্প, বুঝি বিয়োগ কষ্ট বিরহীগণের হৃদয় বিদীর্ণ পলাশন করিয়াছে, তাহাতেই ইহার প্রান্তে বিরহীদিগের যকৃৎজাত অংশ সংশ্লিষ্ট হওয়ায় বৃন্তসকল কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। অনন্তর যে প্রকার কোন সুগন্ধি দ্রব্যবাহক জনকর্তৃক চুম্বিতা অথচ সাত্ত্বিক ভাবোদয়জন্য বিন্দু২ স্বেদ কণিকাদ্বারা আবৃতা এবং ঈষৎ হাস্যযুক্তা কোন কামিনীকে অন্য কোন বিরহী ব্যক্তি ভয় ও আদরের সহিত অবলোকন করে, সেইরূপ নলরাজাও গন্ধবহ চুম্বিতা ও বিন্দু২ মকরন্দ শীকরদ্বারা আবৃতা এবং কিঞ্চিৎ বিকসিত মুকুলোদ্‌গমচ্ছলে ঈষৎ হাস্যযুক্তা নবলতাকে অবলোকন করিলেন। ফলতঃ যখন তাঁহার কাননস্থ চম্পক-কলিকার প্রতি দৃষ্টিপাত হইল, তখন তিনি তৎসমুদয়কে কন্দর্পের পূজোপহার নিমিত্ত দীপাবলী তুল্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। কারণ যেরূপ সামান্য দীপাবলীর শীখাগ্রভাগে ধূমরূপ কর্জ্জল দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ তাহাতে কর্জ্জলাকার ভ্রমরাবলী নেত্রগোচর হইয়াছিল তদ্দ্বারা যুবরাজ এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন, বুঝি এই চম্পককলিকারূপ দীপাবলি ভ্রমরাবলিরূপ ধূম উদগারণচ্ছলে বিরহীরূপ পতঙ্গের প্রাণবিনাশ-জন্য আপনার অপুণ্য কর্ম্ম প্রকাশ করিতেছে।

অনন্তর তিনি উক্ত চম্পকপুষ্পের অভ্যন্তরস্থিত পরাগপুঞ্জ দর্শন করিয়া মনেং বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যে বুঝি পুরাকালে কন্দ

এই সকল চম্পকপুষ্পদ্বারা বাণ রচনা করিয়া ভগবান ভবানীপতির প্রতি নিঃক্ষেপ করিয়াছিল, তাহাতেই উহাতে তাঁহার অঙ্গস্থিত ভস্ম-কণা সলংগ্ন হইয়া অধুনা পরাগরূপে দৃষ্ট হইতেছে, তাহা না হইলে উহাতে দৃষ্টিপাতমাত্র বিরহীবৃন্দের নেত্রদ্বয় অন্ধীভূত হইবে কেন? অনন্তর রাজাধিরাজ বায়ুদ্বারা চঞ্চল স্থল-কমলিনী সকল দর্শন করিয়া ভাবিলেন, বুঝি এই সকরুণ কাননমধ্যে স্থিত করিয়া এই স্থল কমলিনীকুল অলিকুলের কলনাদদ্বারা বিরহাকুল ব্যক্তিবৃন্দের দুর্দ্দশা শ্রুত হইয়া অসহ্যক্রমে বায়ুলোল স্বীয় পুষ্পরূপ হস্ত চালন করত "না, না, দুঃখিদিগের কথায় আর প্রয়োজন নাই" পুনঃ২ ইহাই কহিতেছে। অপর যখন তাঁহার মুকুলিত রসাল পল্লবের প্রতি অবলোকন হইল, তখন তিনি বোধ করিলেন, বুঝি এই রসাল তরুচয় সাতিশয় ক্রোধময় হইয়া শব্দায়মান মধুকরের ঝঙ্কারচ্ছলে বায়ুলোল মুকুলরূপ অঙ্গুলি-ভঙ্গী করিয়া বিরহীগণকে তর্জ্জন করিতেছে। ঐ রসাল শাখোপরি পিক নামক যে দ্বিজ আরক্তনয়নে অবলোকন করত বিরহীবৃন্দের প্রতি আক্ষেপ উক্তিদ্বারা "অরে পথিক! তোর দিন২ কলেবর ক্ষীণ হউক, ও তুই ক্ষণে২ মূর্চ্ছালাভ কর এবং তোর শরীর তাপে তাপিত হউক" এইরূপ শাপ প্রদান করিতেছিল, তাহাকে খেদের সহিত দর্শন করিলেন এবং তিনি শঙ্কিত হইয়া অধীর দৃষ্টিদ্বারা ভ্রমরশ্রেণী-ভূষিত কেশর কুসুম অবলোকন করিয়া তৎপ্রতি বিরহীদিগের আসন্ন বিপদ-সূচক ধূমকেতু বলিয়া মনে২ বিবেচনা করিলেন। অথচ তাহার যে সকল প্রস্ফুটিত পুষ্প ভ্রমণশীল ভ্রমরাবলীর আন্দোলন বেগে পরাগ রাশি মোচন করিতেছিল, তদ্দৃষ্টে তাঁহার তৎপ্রতি মন্মথের নারাচাস্ত্রের তীক্ষ্ণতা কারণ যোগ্য শাণযন্ত্র বলিয়া বোধ জন্মিল, কারণ উক্ত প্রফুল্ল নাগকেশর কুসুম স্বভাবতঃ শাণযন্ত্রবৎ চক্রাকার ও তাহাহইতে নিঃসৃত অরুণবর্ণ পরাগসমূহ অস্ত্র নির্গত অগ্নিকণা-সদৃশ ছিল। অপর কাননস্থ অন্যান্য পুষ্পপুঞ্জে যে সকল মধুকর নিকর মধুপান করিতেছিল, তাহারা নলরাজার অঙ্গ গন্ধে মোহিত হইয়া পুষ্প পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গুণ২ শব্দ করত নলের অভিমুখে প্রধাবিত হইতে আরম্ভ

করিল। তাহাতে কন্দর্প আপন শরাসনের গুণ স্পর্শমাত্র স্বীয় কর-হইতে রীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া শব্দায়মান বাণের অকস্মাৎ বিচ্যুতি বিবেচনায় লজ্জিত হইলেন। যাহাহউক যখন নলরাজা বায়ুলোল পল্লবস্থিত কণ্টকদ্বারা ক্ষত বিক্ষত অথচ স্বয়ং পঙ্কজন্য সুগন্ধে চর্চ্চিত গৌরবর্ণ বিল্বফলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন তৎপ্রতি নায়কের নখ-ক্ষত ও সুগন্ধি চন্দনাদিদ্বারা সংলিপ্ত গৌরাঙ্গী যুবতীর স্তন বিবেচিত হইয়া তাঁহার বিরহানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কাননমধ্যে সূচ্যাকার কেশরসমূহদ্বারা গর্ব্ববিবর পরিপূর্ণ যে সকল পাটলা পুষ্পের স্তবক প্রকাশিত ছিল তদ্দর্শনে তিনি তৎসমূহের প্রতি কন্দর্পের শরপূর্ণ তূণ বোধ করিয়া অতিশয় কম্পিত হইলেন।

তদনন্তর কাননস্থিত অগস্ত্যবৃক্ষের যে সকল শ্যামলবর্ণ নবীন মুকুল হইতে চন্দ্রকলার ন্যায় অল্পং রূপে শুভ্রবর্ণ কিশলয়-পুঞ্জ নিঃসৃত হইতেছিল, তৎসমস্ত দর্শন করিয়া গ্রহণ মোক্ষকালে অল্পঃ রূপে চন্দ্রকলা উদ্বমনকারী রাহুতুল্য বলিয়া তাঁহার জ্ঞান হইয়াছিল। পরন্তু যেরূপ কোন সজ্জন ব্যক্তি বাল্যকালে নিজ ধাত্রীর ক্রোড়ে স্থিত হইয়া বৃদ্ধিলাভ করত পশ্চাৎ জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া ফলগৌরব হেতু নত মস্তক দ্বারা তাঁহাকে নমস্কার করেন, সেইরূপ পাদপসমূহ যে ধাত্রীর ক্রোড়ে স্থিত হইয়া বিশালতা লাভ করিয়াছে পরে সেই ধাত্রীকে যেন ফল গৌরব-হেতু অত্যন্ত নত হইয়া প্রণাম করিতেছে। তাহা দেখিয়া নল রাজা তাহাদের প্রতি শতং ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। আর যে প্রকার চন্দ্র চন্দ্রিকা বিরহিদিগের মদনানল বৃদ্ধি করে, সেই প্রকার ঐ পুষ্পবাটিকা মধ্যে দিবাকরের করও তৎকালে তাঁহার মন্মথবর্দ্ধক হইয়াছিল। যেহেতু তথায় মিহিরের কিরণাবলী স্বভাবতঃ উত্তপ্ত হইয়াও কাননের শীতলতাবাহী সমীরণদ্বারা কৌমুদী তুল্য স্নিগ্ধ ও পুষ্প নিঃসৃত মকরন্দদ্বারা সুধাময়া এবং কেতকী-কুসুমের পরাগদ্বারা শুভ্রবর্ণাও হইয়াছিল।

কাননমধ্যে যে সকল কোকিলকুল রসাল শাখায় ক্রীড়া করিতেছিল তাহারা মহারাজের পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মুখচন্দ্র অবলোকন করিয়া "এ

রাজা প্রিয়-বিয়োগী হইলেও ইহার মুখ মলিন না হইয়া এখনও পূর্ণ চন্দ্রতুল্য প্রকাশমান আছে এই ভাবিয়া ক্রোধে আরক্ত নেত্র হওত কুহু২ শব্দে চন্দ্রের শত্রু অমাবস্যাকে আহ্বান করিতে লাগিল। রাজা যখন অশোক-তরুকুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন বোধ হইল যেন এই অশোকতরু আপন নাম সার্থক করিবার নিমিত্ত নিজ পল্লব হস্তদ্বারা স্বীয় কুসুমরূপ জাজ্বল্যমান কন্দর্পের শরসমূহ ধারণপূর্ব্বক প্রিয় বিয়োগাতুর পথিকগণের সঙ্কট নিবারণদ্বারা তাহাদিগের শরণ্য হইতেছে। কেননা সামান্যতঃ যদ্যপি কোন ব্যক্তিদ্বয়ের পরস্পর সংপ্রহার আরম্ভ হয়, তবে অন্য দয়াশীল মধ্যস্থ ব্যক্তি তাহাদিগের পরস্পর নিঃক্ষিপ্ত অস্ত্র আপন হস্তে ধারণ করত উভয়কে নিষ্ঠুর কর্ম্ম হইতে নিষেধ করে, এইরূপ লোকে সুপ্রসিদ্ধ আছে।

লোকে বলে ভাগ্যবান ব্যক্তি যে স্থানে গমন করে, সেই স্থানেই তাহার ভোগ লাভ হয়, অতএব বনমধ্যেও নলরাজাকে তৌর্য্যত্রিক সকল সেবা করিয়াছিল। কারণ বিলাসবনস্থ জলাশয়ের তটে মন্দ২ সমীরণদ্বারা আন্দোলিত তদীয় তরঙ্গসমূহের শব্দ সকল বাদ্যতুল্য ও কোকিল ভ্রমরগণ গায়কতুল্য এবং নর্ত্তনশীল ময়ূর সকল নটতুল্য হইয়াছিল। এবঞ্চ বনপালকের রাজার স্তুত্যর্থে যে সকল শুক শারিকা প্রভৃতি পক্ষীগণকে অধ্যয়ন করাইয়া কাননমধ্যে ত্যাগ করিয়াছিল, সেই সকল শুক শারিকা প্রভৃতি বাকপটু পক্ষীগণ আপন২ স্বরদ্বারা মহারাজের শৌর্য্য বীর্য্যাদিসূচক সুযশঃ গান করিয়াছিল। এইরূপে মহারাজ, কোকিলকর্ত্তৃক উপগীত ও শুক শারিকাগণকর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া নানা পুষ্পের পরিমলে-পূরিত বিলাস-কাননমধ্যে ভ্রমণ করত বাহ্যে আমোদলাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিদর্ভরাজ-নন্দিনীর বিরহে আন্তরিক আমোদলাভ করিতে পারেন নাই। ফলতঃ তিনি যখন প্রাগুক্ত বিলাস কাননমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন কাননস্থ ব্যক্তিগণ মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিল, যে ছয় ঋতুদ্বারা সেবিত এই বিপিনমধ্যে স্বীয় প্রিয়সখা বসন্ত ঋতুর অন্বেষণার্থে বুঝি নরবেশে মদনকেতন কাননস্থ তরুনিকরের আলবালসিক্ত

জলে নিজ কেতনরূপ মীন পাছে নিমগ্ন হয় এই ভয়ে তিনি আপন হস্তস্থ মীনরেখাচ্ছলে তাহাকে করে ধারণ করিয়া কাননে ভ্রমণ করিতেছেন। বস্তুতঃ নলরাজার অসামান্য রূপলাবণ্য ও করে মীনাকৃতি চিহ্ন থাকায় সুতরাং তত্রস্থ জনগণের তাঁহাকে মীনকেতন বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

অনন্তর নলরাজা কাননস্থ বল্লীরূপা অবলাগণের নৃত্য-শিক্ষক ও বিবিধ কুসুমপুঞ্জের সুগন্ধি অপহারক এবং মকরন্দরূপ সুগন্ধি জলে স্নাতক সমীরণকর্ত্তৃক (অর্থাৎ শৈত্য সৌগন্ধ্য ও মান্দ্য এই গুণত্রয় সম্পন্ন সমীরণকর্ত্তৃক) সেবিত হইয়া বনমধ্যে ভ্রমণ করত এক রমণীয় সরোবর নয়নগোচর করিলেন। আহা! সেই সরোবরের কি মনোহর শোভা! যদ্দর্শনে বোধ হয় যেন, রত্নাকর দেবাসুরের মন্থনভয়ে আপনার চিরসঞ্চিত রত্নরাশি গোপনার্থ নলরাজার বিলাসবনে আগত হইয়া সরোবরচ্ছলে তথায় লুক্কায়িতরূপে অবস্থান করিতেছেন। যেহেতু ঐ সরোবরের তটভূমি ভেদ করিয়া উত্থিত শেষনাগের পুচ্ছতুল্য শুভ্র অথচ জলদ্বারা অর্দ্ধভাগাচ্ছাদিত মৃণালসমূহ দর্শন করিয়া বিবেচনা হয়, যেন, তাহাতে যে, বহুশত ঐরাবত হস্তী নিমগ্ন রহিয়াছে তাহাদিগের শুভ্রবর্ণ বিশাল দন্তসকল মৃণালচ্ছলে প্রকাশ পাইতেছে। এবং সরসীর তট প্রান্তভাগে নলরাজার বাহনোপযুক্ত যে সকল অশ্বগণ বাস করিতেছে, তাহাদিগের প্রতিবিম্বচ্ছলে শতঽ উচ্চৈঃশ্রবানামক ঘোটকাবলি সরোবরের তরঙ্গরূপ কশাদ্বারা তাড়িত হইয়া জল মধ্যে অবস্থান করিতেছে। অপর সরোবরে যে সমস্ত শুভ্রবর্ণ বিকশিত শতপত্র নিকর বিরাজিত আছে তৎসমূহের উপরিভাগাস্থিত অলিবৃন্দের শ্যামলতার শোভা দেখিয়া বোধ হয় যেন, অন্ধকার-সদৃশ শ্যামলবর্ণ কলঙ্কদ্বারা লাঞ্ছিত শতঽ চন্দ্রগণ তাহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

সরোবরে যে সকল নলিনীকুলের সুম্বকদম্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতে বোধ হয় যেন, সেই ছলে ভগবান্ বিষ্ণুকায় ব্যূহদ্বারা বহুরূপ ধারণ পুরঃসর তথায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। কারণ, বিষ্ণু যেরূপ রথাঙ্গ (সুদর্শনচক্র) ধারণ ও কমলানুষঙ্গ অবলম্বন ও শিলীমুখ (সায়ক) সমূহের

সখ্যগ্রহণ এবং মৃণালশেষাহিভূ অবলম্বন করেন, সেইরূপ কমলিনীর স্তবকদম্বও রথাঙ্গ (চক্রবাকপাক্ষী) ধারণ ও কমলানুষঙ্গ (জলসঙ্গ) অবলম্বন এবং শিলীমুখসমূহের (ভ্রমরনিকরের) সখ্যগ্রহণ ও মৃণাল শেষাহিভূ (শেষ সর্প সদৃশ মৃণালহইতে উৎপত্তি) অবলম্বন করিয়াছে। যে প্রকার সমুদ্র, আপন কান্তারূপা তরঙ্গিনীসমূহ ধারণ ও প্রবালাঙ্কুর নিকর বহন করে, সেই প্রকার ঐ সরোবর স্বকীয় তরঙ্গছলে তরঙ্গিনীবৃন্দ ধারণ ও ঈষচ্চুম্বিত কোকনদ কোরকছলে প্রবালাঙ্কুর নিবহ বহন করিয়া থাকে। মহারাজ নল, উক্ত সরোবরস্থিত সলিলমধ্যে শুক্ল ও শ্যামলবর্ণ সরোজরাজী সন্দর্শন করিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যে বুঝি সিত শ্যামল পঙ্কজচ্ছলে চন্দ্র ও কালকূট একত্র অবস্থিতি করিতেছে। এবং ইহাতে যে সকল শৈবালমালা তরঙ্গদ্বারা চঞ্চলা হইয়া ইতস্ততঃ ভাসমান রহিয়াছে বুঝি সেই ছলে তথায় তদন্তস্থিত বাড়বানলের ধূমরেখা বিসারিতা হইতেছে। যাহা হউক, যেরূপ সমুদ্রোদ্ভবা অপ্সরাগণ প্রকাম আদিত্যকে (অভিলষিত) সুরবর্গকে প্রাপ্ত হইয়া আমোদভর (আতিশয্য) প্রকাশ করত কণ্টক করম্বিতাঙ্গী (লোমহর্ষিতা) হইয়া দিবিস্ফুট শ্রীর আলয়রূপ বিগ্রহ ধারণ করে, তদ্রূপ সরোবরোদ্ভবা পদ্মিনীগণ আদিত্যকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকাম আমোদভর (সৌগন্ধাতিশয্য) প্রকাশ করত কণ্টক করম্বিতাঙ্গী হইয়া দিবাকালে স্ফুটশ্রীর (প্রকটিতা লক্ষ্মীর) আলয় রূপ বিগ্রহ ধারণ করিয়া থাকে। অপিচ ঐ সরোবর-তীরস্থ বৃক্ষসমূহের প্রতিবিম্ব জলমধ্যে পতিত হইয়া বায়ুলোল-তরঙ্গ দ্বারা যে কম্পিত হইতেছে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, যেন পর্ব্বতের পক্ষচ্ছেদি পাকশাসনের ভয়ে মৈনাক পর্ব্বত তন্মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া আপন অক্ষত পক্ষ চালন করিতেছে। নলরাজা এইরূপে পয়োধির সমস্ত শোভাহর কেলিসরোবরের জল সমীপে বিচরণ পর ও ক্রীড়াভিলাষিনী হংসিনীগণের কলনাদে কৃতাদর অথচ সুবর্ণময় অতি বিচিত্র পক্ষধর হংসবর অবলোকন করত তাহার অতি রমনীয় চঞ্চুপুট ও চরণদ্বয় দৃষ্টিমাত্রে বোধ করিলেন যেন, তাঁহার হৃদয়স্থিত নবকামিনী বিষয়ক অনুরাগ বিট-

তাঁহার দ্বিপত্রতুল্য নবাঙ্কুর মনোহর চঞ্চুপুটচ্ছলে উদিত হইয়াছে। এবং তাঁহার প্রৌঢ়া প্রেয়সী বিষয়ক অনুরাগ বৃক্ষের পল্লব তদীয় পদদ্বয়চ্ছলে প্রকাশ পাইয়াছে। নিষধরাজ, যদিও প্রিয়া বিরহানলের জ্বালায় হৃদয়ে অত্যন্ত সন্তাপিত ছিলেন, তথাচ তিনি সেই মনোজ্ঞ হংস পক্ষি দর্শন করিয়া ক্ষণকালের জন্য ঈষৎ কুতুহলাক্রান্ত হইলেন। আহা! কি আশ্চর্য্য! তৎকালে নিষধ রাজ্যে কোথা হইতে কি প্রকারে তদ্রূপ অদ্ভুত হংস আগমন করিল, ও তদ্দর্শনে নলরাজা বিরহ তাপিত হইয়াও কি প্রকারে কুতুহলাক্রান্ত হইলেন, এবিষয়ে কাহারো বিস্ময় বোধ বিধেয় নহে। কেননা প্রাণিসমূহের অবশ্যম্ভাবী শুভাশুভ বিধান বিষয়ে বিধাতার অমোঘ ইচ্ছা যে দিকে প্রবাহিত হয়, সেই দিকেই প্রাণী নিচয়ের স্বতঃ বশীভূত চিত্ত বাত্যকুণ্ডলিকার পশ্চাৎগামী তৃণ-পর্ণাদির ন্যায় ধাবমান হইয়া থাকে।

অনন্তর কথিত কেলিসরোবরের সমীপে ঐ মনোহর হংস বহুক্ষণ ক্রীড়া করত শ্রান্ত হইয়া একপদদ্বারা তটভূমি অবলম্বন পুরঃসর নিজ পক্ষ করণক স্বীয় মস্তক আচ্ছাদন করিয়া বক্রগ্রীবায় ক্ষণকালের নিমিত্ত নিদ্রাগত হইলে রাজা দূরহইতে তাহা দর্শন করত বিবেচনা করিলেন, আহা! একি! এই হংসবর যে, স্বকীয় একপদদ্বারা দণ্ডায়মানচ্ছলে সুবর্ণ পঙ্কজের সমস্ত শোভা অপহরণ করিয়াছে? বুঝি তাহাতেই লজ্জিত হইয়া সরোবরস্থিত সরোজরাজী লজ্জায় নম্রমুখে রহিয়াছে? কিম্বা এই পক্ষীবরের যেরূপ সহজ সৌন্দর্য্য দেখিতেছি তাহাতে বোধ হইতেছে, যেন এই পক্ষী জলধিপতি বরুণরাজের রাজচিহ্নস্বরূপ প্রবাল দণ্ডদ্বারা মণ্ডিত পীতবর্ণ চামর-সদৃশ হইয়াছে। মহারাজ নল, ক্ষণকাল এই রূপ বিবেচনা করিয়া উক্ত স্বর্ণময় হংসকে ধারণ করিবার নিমিত্তে অশ্বহইতে অবরোহণপূর্ব্বক উপানিৎ যুগলের দ্বারা স্বীয় পদদ্বয় আবরণ করিলে বোধ হইল যেন, তিনি নিজ চরণদ্বারা বনস্থিত নবপ্রবাল ও জলস্থিত বিকচ পঙ্কজকে পরাভব করিবার নিমিত্তই আপন উভয় পদ বর্ম্মাচ্ছাদিত করিলেন। পরে যে প্রকার ভগবান্ বামনদেব বলিরাজাকে ছলনা করিবার নিমিত্তে কপটে হ্রস্বাকার

ধারণ পুরঃসর চরণদ্বারা তাহার সমীপাগত হইয়া শেষে হস্ত বিস্তারণ পূর্ব্বক পতঙ্গকে অর্থাৎ সূর্য্যকে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই প্রকার নলরাজাও কপট হ্রস্বাকৃতি হইয়া নিঃশব্দচরণে সমীপ গমন পূর্ব্বক হস্ত বিস্তার করিয়া ঐ পতঙ্গকে ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন। হংসরাজ নলরাজার হস্ত স্পর্শমাত্র আপনাকে তৎকর্ত্তৃক গৃহীত দেখিয়া ভয়াকুল চিত্তে প্রথমতঃ উৎপ্লবন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহা সফল না হইলে সে আর্ত্তনাদ করত নিষধরাজের হস্তে পুনঃ২ দংশন করিতে লাগিল। ফলতঃ নলরাজা যখন উক্ত প্রকারে হংসকে ধারণ করিয়াছিলেন, তখন সরোবরস্থিত অন্যান্য পক্ষীকুল ভয়ে ব্যাকুল হইয়া কলরব করিতে করিতে যে, পতিত উৎপতিত হইতেছিল, তাহাতে তাহাদিগের পক্ষ বায়ুদ্বারা সরোবর-নীর কম্পিত হইয়া তত্রস্থ পঙ্কজকুল চঞ্চল করিলে। বোধ হইয়াছিল যেন সেই সরোবর স্বাশ্রিত পক্ষিগণের উপস্থিত বিপদ দর্শনে করুণার্দ্রীভূত হইয়া বারিলোল কমল হস্তদ্বারা রাজাকে তাদৃশ নিষ্ঠুরাচরণ করিতে নিষেধ করিয়াছিল। যাহা-হউক তৎকালে উক্ত সরোবরকূলে অপরাপর যে সকল হংসকদম্ব ছিল, তাহারা ভয়াকুল হইয়া এককালীন শব্দ করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইয়াছিল, যেন নলরাজার নির্দ্দয় কার্য্যে বিরক্ত হইয়া সরোবরলক্ষ্মী তৎক্ষণাৎ তাদৃশ মনোহর পক্ষীহীন সরোবর পরিত্যাগ করিয়া বেগভরে যে গমনোদ্যতা হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার চরণদ্বয়স্থিত নূপুরযুগল, হংসরবচ্ছলে চঞ্চল শব্দ করিয়াছিল। অপর যে সকল পক্ষী ভয়বিহ্বল হইয়া কোলাহল করত আকাশ পথে উড়িয়াছিল তাহাদিগকে দর্শন করিয়া বোধ হইয়াছিল, যেন তাহারা উৎপ্লবনকালে রাজার প্রতি আক্ষেপ করত এইরূপ কহিয়াছিল, যে "হে রাজন্! তোমার ন্যায় পতি যে পৃথিবীর সে রত্নপূর্ণা হইলেও কাহার বাসে যোগ্যা হয় না, বরঞ্চ তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাশূন্যে সকলের আশ্রয় লওয়াই ভাল" যাহাহউক মহারাজ যখন প্রস্তাবিত হংসকে স্বীয় করপিঞ্জরে রক্ষণ করিয়া তাহার সুবর্ণ নির্ম্মিত পক্ষসমূহ দৃষ্টে মনে২ স্তুতিবাদ করিতেছি-লেন, তখন হংস তাহার করপিঞ্জরে বদ্ধ হইয়াও কহিতে লাগিল। " হে

মহারাজ! তোমার যেমন আমার সুবর্ণ পক্ষ দর্শন করিয়া তৃষ্ণা তরল হইয়াছে, তাহার প্রতি ধিক থাকুক, কেননা তুমি স্বয়ং সুবর্ণাদি নানা-রত্নের সমুদ্রতুল্য হইয়াও যে এই ক্ষুদ্র সুবর্ণপক্ষের প্রতি লোভ করিতেছ তাহাতে তোমার কি কমলার (লক্ষ্মীর) উদয় হইবে দেখ মহাসমুদ্রে শিশিরবিন্দু পতিত হইলে তাহার কি কখন কমল (সলিল) বৃদ্ধি হইয়া থাকে?"

হে মহীপাল! আমি তোমাকে পুণ্যশ্লোক জানিয়া বিশ্বাস করত এই সরোবরে অকুতোভয়ে ক্রীড়া করিতেছিলাম, ইহাতে তুমি আমাকে বধ করিলে যে, কেবল প্রাণিবধের পাপভাগী হইবে, এমত নহে, প্রত্যুত তোমাকে বিশ্বস্ত ঘাতকরূপ ঘোরতর পাপে সংলিপ্ত হইতে হইবে। মহারাজ! এই বিশ্বাসঘাতকতা জন্য পাপ সামান্য নহে, ধর্মধন মহর্ষিগণ বিশ্বস্ত শত্রুবধ করাকেও অন্যান্য পাপ অপেক্ষা ঘৃণিত কর্ম্ম বোধ করিয়া থাকেন। তাহাতে আমি তোমার শত্রু নহি, এবং তোমার নিকট কোন অপরাধও করি নাই, ইহাতে আমাকে বধ করিলে যে তোমার কত অধর্ম্ম হইবে তাহা তুমিই বিবেচনা কর। আর দেখ! যাহারা বীরপুরুষ হয়, তাহারা স্বতুল্য পরের প্রতি হিংসা করত পৃথিবীতে পৌরুষলাভ করে, কিন্তু এই সুবিশাল বসুমণ্ডলস্থিত যুদ্ধ-দুর্ম্মদ বীরবর্গের প্রতি হিংসা করিয়াও তোমার হিংসারস পরিপূর্ণ হইল না। অতএব হে নৃপতে! তোমার ঈদৃশ সেই অনার্য্য শৌর্য্যে ধিক থাকুক যে, কুৎসিত বিক্রম মহাত্মাগণের করুণার পাত্র এই দীনহীন পতত্রিতে প্রকাশ পাইতেছে। হে মহারাজ! তুমি আমার প্রতি যে বিক্রম প্রকাশ করত পৃথিবীতে পৌরুষলাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ তোমার সেই কুবিক্রমের প্রতি ধিক থাকুক।

হে মহীমহেন্দ্র! লোকের অপকারক প্রাণীর হিংসা করা রাজার স্বধর্ম্ম বটে, কিন্তু মহারাজ! আমরা কখন কাহার অপকার করি না, ভুমি জলসহকারে স্বভাবতঃ পৃথিবীতে যে সকল পদ্ম শালূকাদি জন্মে আমরা তাপসের ন্যায় তৎসমুদায়ের ফলমূলমাত্র আহার করিয়া জীবধারণ করি, ইহাতেও যদি তুমি আমার প্রাণ বিনষ্ট কর, তবে যে

প্রকার সাধ্বী স্ত্রীর অধার্ম্মিক স্বামী হইলে সে সর্ব্বদা জনসমাজে লজ্জিতা হয়, সেই প্রকার অধর্ম্মাচারী তুমি এই অবনীর পতি হইয়াছ বলিয়া কি ধরিত্রী সতত লজ্জিতা হইবে না? হংসবর এই সকল বাক্যদ্বারা নলরাজাকে বিস্ময় দয়া ও লজ্জাযুক্ত করিয়া পুনরায় করুণার সমুদ্র-সদৃশ তাঁহার হৃদয়ে করুণারস-বাহিনী করিয়া বাণীরূপা নদীর সঙ্গম করণার্থ তাঁহাকে সম্বোধন করত আর কিছু না বলিয়া বিধাতার উদ্দেশে আক্ষেপোক্তি করত কহিল যে বিধাতঃ তোমার হৃদয়বর্ত্তিনী দয়া কি তোমাকে অস্মদ্বিধ দীনহীন পক্ষীবধরূপ ঘোরতর ক্রূর কর্ম্ম করাইতে নিষেধ করে না? কারণ এই নিষ্ঠুর রাজা যদি আমাকে বধ করে, তবে তাহাতে কেবল একমাত্র আমিই পরলোক গত হইব এমত নহে, প্রত্যুত আমাব্যতিরিক্ত শোকানল ও জঠরানল জ্বালায় নিপীড়িতা হইয়া আমার বৃদ্ধা জননীও জীবনব্রত উদযাপন করিবেন। তাঁহার আমি ভিন্ন অপর নন্দন আর কেহই নাই যে তাঁহাকে শেষাবস্থায় ভোজন পানাদি সম্পাদনদ্বারা জীবিতা করিবে। আমার যে বরটা আছে সেও নবপ্রসূতা প্রযুক্ত ভোজন পানাদি সাধন সামগ্রী আহরণে অসমর্থা এবং পতিব্রতা হেতু অন্য পতি স্বীকার করিতে অক্ষমা এইজন্য তদ্দ্বারা মাতার বা নবপ্রসূত শাবকগণের জীবন পোষণ হওয়া দূরে থাকুক সে আপন জীবন রক্ষণেও সমর্থা হইবে না। একারণ এই সকল বহুতর জীবের জীবনের আশ্রয়স্বরূপ আমাকে বধ করাইতে এরূপ নির্দ্দয়চিত্ত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য হয় না।

হংস এই প্রকার বিধাতার প্রতি আক্ষেপোক্তি করিয়া আপন মাতা এবং প্রণয়িনীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বিলাপ করত কহিল, হে মাতঃ আমি এই নিষ্ঠুর নৃপতির করে নিধনপ্রাপ্ত হইলে আমার প্রতি দয়াশীল সখাগণ মুহূর্ত্তকাল নয়নাশ্রু মোচন পুরঃসর রোদন করিয়া পরিশেষে সংসারের অসারতা বিবেচনায় সকলেই নিবৃত্ত হইবেন, কিন্তু তোমার পুত্রশোক সাগরের পার গমন করা চিরদিন অসাধ্য রহিবে। হে প্রিয়ে! আমার মরণোত্তর এই সহচর পক্ষীগণ স্ব২ স্থানে গমন করিলে যখন তুমি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, "আমার অভিলষিত মৃণালভোক্তার

বহনজন্য মন্দ২ গমনশীল প্রাণবল্লভ কত দূরে আসিতেছেন ?" তখন ইহাদিগকে আমার শোকে রোদন করিতে দেখিলে তোমার সেইক্ষণ কীদৃশ অপ্রীতিজনক হইবে তাহা আমি বিবেচনা করিতে পারি না।

হংসবর এইরূপে জননী ও প্রণয়িনীর প্রতি সম্বোধনপূর্ব্বক বিলাপ করত পুনরায় বিধাতার প্রতি কহিল, হে বিধাতঃ! তুমি আপনার যে কর-কমলের স্পর্শদ্বারা আমার প্রিয়ার ললাটে মৎপ্রতি তাহার স্নিগ্ধতা ও মৃদুতা লিখিয়াছ তোমার সেই সুকোমল কর-কমলহইতে আমার ললাটে ভাবি প্রিয়া-বিয়োগরূপ নিষ্ঠুরাক্ষর পংক্তিযুক্ত লিপি কিরূপে নিঃসৃতা হইল ? হা! প্রেয়সি! হা! চঞ্চলাক্ষি! তুমি অদ্য মৎ সহচর পক্ষীগণের মুখে বজ্রাঘাত-সদৃশ আমার মরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবশ্যই দশদিক শূন্যপ্রায় দেখিবে। হে চিত্রাঙ্গি! যদি তুমি আমার নিদারুণ শোকদ্বারা বিদীর্ণ বক্ষঃস্থলা হইয়া পরলোক গতা হও, হা! তবে আমি দৈব নিহত হইয়াও পুনশ্চ হত* হইব, কারণ তোমার জীবিতাভাবে আমার নবকুমারগণ জীবন বিহীন হইবে। দেখ! আমার চিরার্জ্জিত মনোরথ বৃক্ষের ফলস্বরূপ পুত্রগণ তোমার ও আমার বিরহে ক্ষুধাপীড়িত হইয়া কুলায় সমীপে বহুবার লুণ্ঠিত হওত ক্ষণকালমধ্যে পরলোক গমন করিবে। আহা! তাহাদিগের অদ্যাপি নেত্রদ্বয় প্রাকশিত হয় নাই যে তাহারা স্বয় আহার অন্বেষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারিবে। হে প্রিয় পুত্র সকল! তোমরা সম্প্রতি দারুণ ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া চিরক্ষণ চুঙ্কৃতি করত কাহাকে আহ্বানপূর্ব্বক তাহার নিকট কোমল মুখ কম্পিত করিয়া কথাবশেষ রাখিবে। হংসবর এইরূপে বিলাপ করত নৃপতির কর পিঞ্জরে মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহার নয়নহইতে নিপতিত করুণাশ্রু সেকদ্বারা পুনর্ব্বার চেতন প্রাপ্ত হইল। নলরাজা, স্বভাবতঃ দীনদয়ালু প্রযুক্ত হংসের উক্তরূপ বিলাপ শ্রবণ করিয়া করুণার্দ্রীভূত চিত্তে কহিলেন, হংসবর! তুমি ভয় পরিত্যাগ কর, তোমার এতাদৃশ রূপে বিলাপ করিবার প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে যদর্থে ধারণ

---

* শাস্ত্র সূত্রে আছে যে প্রাণীগণ নিজ সহধর্ম্মিণীতে স্বয়ং পুত্ররূপে সমুৎপন্ন হয় অতএব পুত্রসত্ত্বে আপনি নিধনপ্রাপ্ত হইলেও জীবিতের ন্যায় প্রকাশিত হয়।

করিয়াছি তোমার সেই বিচিত্র রূপ দর্শন করিলাম, এক্ষণে তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর এই বলিয়া হংসকে করপিঞ্জর হইতে মোচন করিলেন। তাহাতে তৎসহচরগণ যাহারা বদ্ধাবস্থা দৃষ্টি করিয়া অশ্রুমোচন করিতেছিল, তাহারা বন্ধনমুক্ত বিহঙ্গমকে চক্রাকারে পরিবেষ্টন রূপ নির্ম্মঞ্জন করিয়া নেত্রপতিত শোকাশ্রুকে আনন্দাশ্রুরূপে পরিণত করিল।

ইতি প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

অনন্তর যে প্রকার কোন দ্বিজ জগতীর অধীশ্বর পুরুষে ভ্রম হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বাক্যাতীত আনন্দ প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার উক্ত দ্বিজ জগতীর অধীশ্বর পুরুষোত্তম নলরাজা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাক্যাতীত আনন্দ প্রাপ্ত হইল। এবং আপন শরীরস্থিত রোমরাজি উৎফুল্ল করিয়া পুনঃ২ পক্ষ কম্পিত করত নলরাজার করস্পর্শদ্বারা যেসকল পক্ষ নতোন্নত হইয়াছিল তৎসমুদায়কে চঞ্চুপুটদ্বারা যথাস্থানে সংস্থাপিত করিতে লাগিল। অথচ সে এক চরণদ্বারা ভূভাগ অবলম্বন করত দ্বিতীয় চরণকে পক্ষতির মধ্যভাগে প্রবেশিত করিয়া নখদ্বারা নিজ মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে লাগিল, কিন্তু যখন একপাদে সংস্থিতি করিতে অসমর্থ হইল তখন উভয় চরণদ্বারা সুতরাং ভূভাগ অবলম্বন করিল। তাহার পক্ষরূপ বনদুর্গের মধ্যে যেসকল দুর্গ্রাহ্য কীট কণ্টকরূপে দংশন করিতেছিল, সে নিজ কণ্ডূয়ন পাণ্ডিত্য প্রকাশ করত তৎসমূহকে চঞ্চুপুটের অগ্রভাগদ্বারা খণ্ডন করিতে লাগিল। অনন্তর তড়াগস্থিত অন্যান্য পক্ষিগণ তাহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক বেষ্টন করত নলরাজার করস্পর্শন নিমিত্তক তদীয় উভয় পক্ষতী বিকৃতিপ্রাপ্ত দেখিয়া আশঙ্কায় কলহ শব্দ সহকারে উড্ডীন হইল। হংস নলরাজার তাদৃশ অসীম কারুণ্য দর্শনে পরম আপ্যায়িত হইয়া পুনর্ব্বার তদীয় হস্তস্তম্ভে উপবেশন করিলে বোধ হইল, যেন মৃণাল প্রিয় হংস তাঁহার হস্তের প্রতি কোকনদ ভ্রমে লোভা

কষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুনরাশ্রয় লইল। সে একবার নিষধরাজকর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়া তাঁহার যে করপল্লবের দ্বারা বহুক্ষণ লালিত হওত মুক্তি পাইয়া, তৎপ্রতি জাতবিশ্বাস হইয়াছিল, পুনর্ব্বার তাঁহার সেই করপল্লবে আগমনপূর্ব্বক তদীয় চিত্তকে অতুল কৌতূহলে আক্রান্ত করিল। এবং তাঁহার কৌতুকামৃত-তরঙ্গে নিমগ্ন মানসকে বাক্যসুধায় অভিষিক্ত করণার্থ তদীয় কর্ণবিবরকে কলসীকৃত করিয়া বচনামৃত প্লাবন করিতে লাগিল। হংস কহিল, হে মহারাজ! রাজাদিগের মৃগয়াধর্ম্ম বেদপারগ রাজর্ষিগণকর্ত্তৃক নিন্দিত না হইলেও যখন আপনি দয়ার অনুরোধে সেই ধর্ম্মকে উপেক্ষা করত আমাকে ধারণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পরিত্যাগ করিলেন, তখন আপনকার এই সুবিশুদ্ধ ধর্ম্ম রূপোদয়ের সহিত অধিক সুশোভিত হইল। হে রাজন! দুর্ব্বল স্বকুল-ভোজি মৎস্য সমূহকে ও দন্তাদি বিদলন নিবন্ধন নিজ কুলায় বৃক্ষ সমাকুলকারী পক্ষিগণকে এবং অনিন্দিত তৃণঘাতি মৃগচয়কে বিনাশকারী রাজগণের মৃগয়াধর্ম্ম অধর্ম্ম সম্পাদক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট নহে। আমি ইহা জানিয়াও আপনকার নিন্দা করত যে অপরাধ করিয়াছি, এক্ষণে সেই অপরাধ মার্জ্জনার্থ যে প্রকার আদিত্য আপন প্রখর করদ্বারা আদৌ তরুসকলের প্রতি কিঞ্চিৎ সন্তাপ প্রদান পুরঃসর শেষে অমৃতকল্প সলিল বর্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগের প্রিয় আচরণ করেন, সেই প্রকার আমিও অগ্রে আপনকার প্রতি নিন্দোক্তিরূপ পরিতাপ দিয়া অধুনা কোন উপকার সম্পাদনরূপ যে প্রিয় আচরণ করিতে অভিলাষী হইতেছি, হে সদ্বিচারক! এই উপস্থিত অথচ অযাচিত হিতবাক্যকে উপেক্ষা করা তোমারও উচিত নহে. যদ্যপি নৃপতিগণ প্রতিগ্রহধর্ম্মে বিরত কিন্তু কল্পতুল্য জন্মান্তর বিধাতা-হইতেই অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হইবেন আমি উপলক্ষ মাত্র। যদিচ আমি নিজে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া পৃথিবীপতির কোন উপকার করিতে যোগ্য নহি, ইহা জ্ঞাত আছি, তথাচ আমার মানসিক পীড়া প্রত্যুপকার করণার্থ আমাকে পরিহার করিতেছে না, অর্থাৎ যেপর্য্যন্ত আপনার কোন উপকারে কৃতকার্য্য না হইতেছি তাবৎ মানসিক ক্লেশজালে পরিবৃত হইয়াছি। এবং উপকারি ব্যক্তির যথা শক্তি প্রত্যুপকার

করিতে বিলম্ব না করা লোকেও প্রসিদ্ধ আছে। এতাবতা আপন সাধ্যানুসারে যে ব্যক্তি উপকারকের প্রত্যুপকার করে, তাহার দ্বারা উপস্থিত সেই প্রত্যুপকার অতি বৃহৎ বা অতি লঘুই হউক, তদ্বিষয়ে সজ্জনগণের কোন নির্ব্বন্ধ না থাকা বিবেচনায় আপনকার ইহা উপেক্ষণীয় হয় না। মহারাজ! যদিচ আমার বক্ষ্যমাণ বাক্যসমূহ বিচারতঃ চারুতর না হউক, তথাচ তাহা মহারাজের একান্ত শ্রবণ যোগ্য বটে। কারণ তদ্বাক্য আপনকার বিশেষ কোন হিতকর রূপ বিবেচিত না হইলেও আপনি যেরূপ শুকপক্ষীর বাক্য শুনিয়া আনন্দিত হন, সেইরূপ আমার বাক্যকে খগ বাক্য বলিয়াও বর্ণন করত অবশ্যই আহ্লাদিত হইবেন।

বিদর্ভদেশে ভীমনামক যে এক নরপতি আছেন, তাঁহার প্রতিপক্ষ ক্ষমাপালগণ তদীয় নাম মাত্র শ্রবণেও ভয়ে জড়ীভূত হন, সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে তাঁহার উক্ত ভীম নাম নিষ্ফল নহে। বিদর্ভভূমি উক্ত রাজাকে স্বামী পাইয়া ইন্দ্রভর্তৃকা স্বর্গভূমিকেও উপহাস করিতেছে; ভীমভূপতি সত্যবাদী দমননামক মহর্ষির প্রশন্নতায়, বর্ত্তমানাদি কাল ত্রয়ের মধ্যে স্বর্গাদিলোকত্রয়ে অসমা, অদ্ভুতরূপ গুণ মাধুর্য্যাদিশালিনী আপন অভীষ্ট ফলরূপা এক নন্দিনা লাভ করিয়াছেন। রাজনন্দিনী জননীর জঠরালয়হইতে অবনীতে অবতীর্ণা হইয়া শরীর শোভাদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডস্থিত সমস্ত সুন্দরীবৃন্দের কান্তিমদকে (অঙ্গকান্তির কমনীয়তা জন্য ভুবন্ত মদ দমন করিয়াছে) বলিয়াই সুতরাং বিদর্ভরাজ ঐ কন্যার নাম দময়ন্তী রাখিলেন। অতএব হে মহারাজ! সেই দময়ন্তীকে বিদর্ভরাজর গুণ সিন্ধুহইতে অবতীর্ণা দ্বিতীয়া লক্ষ্মী বলিয়া বিবেচনা করুন। যুবরাজ! যদিও আপনকার নেত্রের সহিত দময়ন্তীর রূপের দূরতাদি ব্যবধান আছে, তথাপি বোধ হয় আপনিও তাহা অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। কারণ মহাদেবের মৌলিস্থিতা চন্দ্রকলা তাঁহার অক্ষিগোচর না থাকিলেও তাহা কোন্ ব্যক্তির অবিদিত থাকে? হে নিষধ ভূমীন্দ্র! আমি সেই দময়ন্তীর রূপ লাবণ্যের বিষয় আর আপনার নিকট কি বর্ণন করিব? সে স্বয়ং পণ্ডিতা হইয়া যে কেশপাশ আপন মস্তকের মণ্ডন রূপে ধারণ করে, বলুন দেখি, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সহিত পাশু বিশে

কর্ত্তৃক অপুরস্কৃত চামরের তুলনা করিতে সমর্থ হয়? মৃগাঙ্গনাগণ আপন চরণদ্বারা যে নিজ নিমীলিত লোচন কণ্ডুয়ন করে তাহাতে বোধ হয়, যেন তাহারা দময়ন্তীর সুদীর্ঘ সুচারু নয়নের নিকট পরাভূত নিজং নেত্রের ভয় ব্যাকুলতা নিবারণার্থ আপন ক্ষুরদ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া থাকে। হে ধরাধীশ! তাহার ঐ নয়ন যখন অঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত না থাকে, তখন তাহা প্রফুল্ল নলিনী যুগলকে মলিনী করে, এবং যখন তাঁহার লোচনদ্বয় কর্জ্জলরেখায় বঞ্চিত তখনও নীলকমলকে তিরস্কৃত করে যখন কর্জ্জলরেখায় ভূষিত হয়, তখন খঞ্জনের স্বীয় কান্তির কমনীয়তার গর্ব্বকে খর্ব্ব করে। মহারাজ! যে অধরবিম্ব শব্দদ্বারা দময়ন্তীর দন্তচ্ছাদকে প্রতিপন্ন করা যায়, সেই অধরবিম্ব শব্দ বুঝি তাহার ওষ্ঠাপেক্ষা বিম্বনামক ফলের অধরতা প্রকাশ করত সমীচীন সম্বন্ধ লাভ করে। বিধাতা শরৎকালোদিত পূর্ণ শশধরের সারাংশ খনন করিয়া লইয়া দময়ন্তীর মুখ সৌন্দর্য্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তৎপ্রযুক্ত সুধাকর-বিম্বের মধ্যে যে গহ্বর উৎপন্ন হইয়াছে বোধ হয়, উহাহইতে আকাশের শ্যামলত্ব অবলোকিত হইতেছে নিশানাথ প্রতিদিন উদয়াস্তচ্ছলে আকাশমণ্ডলে যে পর্য্যটন করেন, তাহাতে জ্ঞান হয় যেন বিধাতা দময়ন্তীর মুখের নীরাজনার্থ তাহাকে মাঙ্গল্য শরাব কল্পনা করত অধঃ ঊর্দ্ধ পরিভ্রমণ করান। কারণ মাঙ্গল্য শরাব যেরূপ আলেপনদ্বারা শুভ্রতাপ্রাপ্ত ও দৃষ্টিদোষ বিনাশার্থ গোময়যুক্ত, সেই রূপ সুধাকরও নিজরশ্মি সমূহদ্বারা শুভ্র ও কলঙ্করূপ গোময়যুক্তও বটে।

মহারাজ! দময়ন্তীর মুখ এবং সরোজ এতদুভয়ের মধ্যে কাহার সৌন্দর্য্য অধিক ইহা পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমাণরূপে নিশ্চয় হইয়া তাহার মুখের শোভাই সরোজাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া স্থির হইয়াছে। অতএব পদ্ম অদ্যাপি আপনি নির্ম্মল হইয়া তাহার মুখের তুল্য হইবার নিমিত্ত ক্রমাগত জলহইতেই উত্থিত হইতেছে। বিদর্ভরাজনন্দিনীর ভ্রূযুগল দর্শন করিলে বোধ হয় যেন, রতি কামে উভয়ে বিশ্ববিজয়ার্থ আপন ২ ধনুক নির্ম্মাণ করত মর্ত্ত্যলোকজয়ী আপনকার প্রতি শরসন্ধান করিবার নিমিত্ত তাহার নাসিকাদ্বয়কে শরাধার নল কল্পনা করিয়াছে। হে শূর

শিরোমণে! আমার মনে২ এই বিবেচনা হয় যে সেই বিদর্ভরাজনন্দিনী আপনার অনুরূপা মহিলা হইবেন, নতুবা আপনি যেরূপ জলদুর্গস্থিত শত্রুজয়কারি ভুজবিশিষ্ট হইয়া করলীলা (বলক্রিয়া) দ্বারা মিত্রসাহায্য প্রাপ্ত শত্রুদিগের স্ত্রীঅপহরণ করিতে সর্ব্বদা স্পৃহয়ালু, সেই রূপ তিনি ও জলদুর্গস্থিত মৃণাল জয়কারী ভুজবিশিষ্ট হইয়া করলীলাদ্বারা মিত্র প্রণয়ি সরোরুহগণের স্ত্রী. অপহরণ করিতে স্পৃহয়ালু হইবেন কেন? যুবরাজ! বিধাতৃকর্ত্তৃক উক্ত সুলোচনার অবয়ব সকল লোমাবলীদ্বারা বিভাগরত হইলেও তাহার শৈশব ও যৌবন উভয়ে পরিতুষ্ট না হইয়া আপন২ বিভক্ত সীমা অতিক্রম করত তদীয় কলেবরে স্বস্ব অধিকার বিস্তারার্থ নিরন্তর বাদ-বিষম্বাদ করিতেছে আমি সম্ভাবনা করি তাঁহার কলেবর কান্তিরূপ ঝর (ক্ষরিতজল) দ্বারা অতলস্পর্শ লাভ করিলে বিরল কুচযুগল মনোভব ও যৌবনের সন্তরণার্থ বলস্বরূপে প্রকটমান হইতেছে। হে নিষধ ভূমীন্দ্র! লোকে সমবায়ি কারণের গুণ কার্য্যে প্রকাশ থাকা প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, দময়ন্তীর কুচকলস, নিজ নিমিত্ত কারণীভূত দণ্ডের গুণ হরণ করত উচ্চতা ও যুবগণের চিত্তরূপচক্র পরিভ্রামকতা প্রকাশ করিতেছে। বিদর্ভ নৃপনন্দিনীর চিকুরচয় কলাপীর পুচ্ছকুলকে ও তাঁহার পয়োধর করিবর কুম্ভদ্বয়কে শোভায় পরাভব করিয়াছে, অতএব বুঝি তদুভয়ের বৈরী পরাজয় করিবার নিমিত্ত কলাপী কার্ত্তিকেয়কে ও ঐরাবত ইন্দ্রকে উপাসনা করিয়া থাকে। হে ধরানাথ! আমি তাহার মধ্যদেশ দেখিয়া বিবেচনা করি যে, পদ্মযোনি তদীয় উদরের পরিমাণ করণার্থ অন্যের অলক্ষ্যরূপে নিজ মুষ্টিহইতে তাহা নিপীড়ন করিয়া রহিয়াছেন, তাহাতেই রাজনন্দিনীর পৃষ্ঠে মধ্যভাগ নিম্ন হইয়া বিধাতার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নিপীড়নের চিহ্ন এবং তদীয় উদরস্থিত কাঞ্চীদাম বদ্ধবলিত্রয় তাঁহার অঙ্গুলী চতুষ্টয়ের অন্তরালদেশে চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে। বিধাতা পূর্ব্বে আদিত্যের আরোহণার্থ যে একচক্র রথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বোধ হয়, তিনি তাহাতেই অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়া মদনের আরোহণ নিমিত্ত তাদৃশাকারে দময়ন্তীর পৃথুল ও বর্ত্তুল নিতম্বদেশ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

যুবরাজ! সেই ভুবনসুন্দরী বিদর্ভরাজনন্দিনী আপন বিশাল উরুযুগলদ্বারা কেবল তরুরূপা রম্ভাকেই জয় করিয়াছেন এমত নহে, বরং তিনি আপন সৌন্দর্য্যদ্বারা তরুণীরূপা স্বর্গীয় রম্ভাকেও পরাজয় করিয়াছেন। যেরূপ কমলযুগল তাঁহার পদকে উৎকৃষ্টপদ জানিয়া সূর্য্যের উপাসনা করত সেই ফলে তাহাতে স্থান লাভ করিয়াছে, সেইরূপ হংস যুগলও কমলাসনের আরাধনের ফলে তাহার পাদকমলে স্থান লাভ করত নূপুররবচ্ছলে তাহাকে কলহংসযুক্ত করিয়াছে। আহা! যে কমল চিরকাল নানা পুণ্যনদী ও পুণ্য সরোবর সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক মুকুলিত নয়নে কত শত রাত্রি সমাধি সাধন করিয়াছিল, তাহার দময়ন্তীর পদে গতি লাভ করা সমুচিতই হইয়াছে। হে নিষধরাজ! আমি সর্ব্বদা বহুতর সরোবরে ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত সময়ে ২ নানা জনপদের সন্নিধি প্রাপ্ত হইয়া থাকি, সুতরাং তদর্থেই বিদর্ভ রাজধানী গমন করিয়া সেই কৃশোদরী ভুবনসুন্দরী রাজকুমারীকে নিজ নয়নাতিথি করিয়াছি। কিন্তু যদবধি সুরললনাধিক সৌন্দর্য্যবতী সেই নবযুবতী আমার নয়ন পথের পথিক হইয়াছে, আমি সেই অবধি এইরূপ চিন্তা করিতেছি যে বিধাতা মনে ২ এই কামিনীর কান্ত কাহাকে স্থির করিয়াছেন কিন্তু হে রাজন! আমি তাহার অনুরূপ পতি অনুসন্ধান করিয়া ত্রৈলোক্য মধ্যে কোন যুবাকেই তদীয় যৌবনরাজ্যের অধীশ্বরের যোগ্য না দেখিয়া শেষে ভবদীয় রূপ লাবণ্য দর্শনে আপনার হৃদয়স্থিত পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত নিশ্চয় করিয়া ভবদীয় সৌন্দর্য্যেই মনোনিবেশ করিলাম। মহারাজ! আমার মনে পূর্ব্বাবধি দময়ন্তীর রূপ লাবণ্যাদি দর্শনজন্য যে সংস্কার ছিল তাহা অদ্য ভবদীয় সৌন্দর্য্য মর্য্যাদাদ্বারা উদ্বোধিত হইয়া সেই শুচিস্মিতা বিদর্ভরাজনন্দিনীকে পুনর্ব্বার স্মৃতিপথে আরূঢ় করিল। হে বীরবর! আমি মনে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, যেরূপ মণিহারাবলির রমনীরত্না কেবল উন্নত যৌবনার কুচকোরকেই শোভা পায়, তদ্রূপ সেই বীর মোহিনীর কিল কিঞ্চিৎ ভাব অর্থাৎ বাষ্পবিহীন রোদন অকারণ ভয় কারণ বিনা ক্রোধ ও তৎক্ষণাৎ হাস্য কেবল একমাত্র তোমাতেই শোভিত হয়। হে যুবরাজ! তোমার এই অদ্ভুত সৌন্দর্য্য যে

প্রকার সেই দময়ন্তী ব্যতিরেকে বন্ধ্যবৃক্ষের কুসুমের ন্যায় নিষ্প্রয়োজনায়. সেই প্রকার তদ্ব্যতিরেকে তোমার বহুধনা পৃথিবীও এই রমণীয় কেলিকাননও নিষ্প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই।

মহারাজ! আপনি যদিও সেই বিদর্ভরাজনন্দিনীর একান্ত পতি যোগ্যই বটেন, তথাপি তাঁহার সহিত আপনার সংযোগ হওয়া অত্যন্ত সুখ সাধ্য নহে। কারণ কুমুদপুষ্প চন্দ্র-চন্দ্রিকার মিলনে যোগ্য হইলেও ঘনাগমকালে নিবিড় জলধরদ্বারা চন্দ্রিকা অবরুদ্ধ থাকিলে তদুভয়ের মিলন হওয়া সুলভ হয় না। অতএব আমি সেই কুরঙ্গনয়নার নিকট আপনার এরূপ প্রশংসা করিতে অভিলাষ করিয়াছি, যে যদ্দ্বারা আপনি তাঁহার মনে প্রবিষ্ট হইলে দেবরাজও আর যেন তথায় প্রবিষ্ট হইতে না পারেন। এ বিষয়ে আপনার সম্মতি গ্রহণ করা যোগ্য হইলেও আমার পক্ষে তাহা অতি অযোগ্য, কেননা সজ্জনগণ বাক্যদ্বারা কাহারও উপকারের প্রস্তাব না করিয়া কার্য্যদ্বারাই তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

নিষধরাজ নল, দ্বিজরাজের এই বিশদ বাক্যামৃত কর্ণদ্বারা পান করিয়া অতি তৃপ্তি বশতঃ উদগার স্বরূপ মুখে নির্ম্মল স্মিত প্রকাশ করিলেন। এবং প্রফুল্ল কোকনদতুল্য কর পল্লবদ্বারা মৃদু২ রূপে হংসের অঙ্গ মার্জ্জন করত তাহার প্রমোদার্থ প্রিয়বাক্য রূপ অমৃতপূর্ণ কণ্ঠকূপহইতে মনোহর উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। কহিলেন, হে হংসবর! তোমার শরীর সৌষ্ঠব যে প্রকার তুলনার অগোচর তোমার সুশীলতাও সেইরূপ বাকপদবীকে অতিবাহিত করিয়াছে। সামুদ্রিক শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, যাহার আকৃতি যাদৃশী হয়, তাহার গুণও তাদৃশ হইয়া থাকে অতএব তোমার আকৃতি যেরূপ সুবর্ণময়ী তোমার বাণীও সেইরূপ সুবর্ণময়ী এবং যেরূপ তোমার নিরালম্ব পথে পক্ষ পতিতা সেই প্রকার নিরালম্ব ব্যক্তির প্রতিও পক্ষপাতিতা হইবে কি চিত্র কি? হে বিহঙ্গবর! তুমি অদ্য দারুণ বিরহতাপে সন্তপ্ত মৎকর্তৃক তুষারসার সংশ্লিষ্ট শীতল সমীরণরূপে প্রাপ্ত হইতেছ। যেরূপ বিভবশালী ব্যক্তিরা শঙ্খাদি নিধিকে সন্নিধি জ্ঞান করে, তদ্রূপ সাধু ব্যক্তিরাও গুণবদ্ব্যক্তির সন্নি-

স্থানকে সন্নিধি জ্ঞান করেন। সুতরাং আমিও সদুপায় বর্জ্জিত এই বিরহ সঙ্কটে পতিত হইয়া তোমার সন্নিধিকেই পরম সন্নিধি জ্ঞান করিলাম। পক্ষিরাজ! ত্রিজগন্মোহন বিষয়ে মহৌষধিরূপা দময়ন্তী পূর্ব্বে শতং বার আমার শ্রবণপথে আগতা হইয়াছিল, কিন্তু অদ্য পুনর্ব্বার তোমার মুখে তাহার কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে যেন নিজ নয়নদ্বারাই প্রত্যক্ষ করিলাম। কারণ সুহৃদ্ব্যক্তিকর্ত্তৃক যাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার প্রত্যক্ষ বিষয়ে নয়নযুগলের অপেক্ষা না থাকায় সে যেন কেবল বদনের শোভাকর মাত্র বোধ হয়, নতুবা তদ্বিষয়ে নয়নদ্বয়ের আর কোন প্রয়োজন থাকে না। দেখ, নিজ বিশ্বস্ত বন্ধুর বাক্যদ্বারা যেরূপ স্বীয় সন্নিকৃষ্ট পরমাণুতুল্য সূক্ষ্ম কোন বস্তু বিজ্ঞাত হওয়া যায়, সেরূপ স্বীয় নেত্রদ্বারা কখনই তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। আমি পূর্ব্বে যখন অপরিমিত মধুস্বরূপ তদীয় রূপ লাবণ্যাদি বর্ণন শ্রবণপুটে পান করিয়াছিলাম, তখনই আমার মনস্থিত মদনানল প্রদীপ্ত হইয়া আমাকে একেবারেই অধৈর্য্য করিয়াছিল। আহা! অধৈর্য্যশালি জনকে ধিক থাকুক, অধিকন্তু এখন তাহা বিরহানলের সহযোগে সাতিশয় প্রবল হইয়াছে, তাহাতেই কাল-কামিনীরূপা এই দক্ষিণদিক মলয়াচলস্থিত সর্পের নিঃশ্বাসতুল্য বায়ুদ্বারা ফুৎকার করত আমার এই নীরস কায়রূপ কাষ্ঠকে দগ্ধ করিতেছে! নিশাকর নিজে শীতকর হইয়াও বুঝি প্রতি অমাবস্যায় রবিকর স্পর্শহেতু তিগ্মকর পাইয়া নিশায় নিরন্তর আমার দেহ দাহকর হইয়াছে। আহা! যদ্যপি পঞ্চশরের শরনিকর অশনি নহে কিন্তু উহার আয়ুধীভূত কুসুমনিকরকে বিষবল্লীজাত বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। কেননা ঐ সমস্ত পুষ্পপুঞ্জ বিষবল্লীজাত না হইলে স্মরকর নির্ম্মুক্ত হইয়া যখন আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়, তখন সাতিশয় মোহ ও সন্তাপ বিস্তার করিবে কেন? হে হংসবর! তুমি যদ্যপি বিধি নির্ব্বন্ধ বশতঃ সম্প্রতি মদীয় সমীপে আগত হইয়াছ, তবে আমার এই সুদুস্তর মদনশঙ্কটরূপ মহাসমুদ্র উত্তরণ বিষয়ে অবলম্ব হইয়া আমাকে দুরন্ত দুঃখহইতে মোচন কর। অথবা আমি তোমার নিকট যে এরূপ প্রার্থনা করিতেছি তাহা কেবল পিষ্ট

পোষণ ভিন্ন নহে, কেননা যেরূপ জীবের ইন্দ্রিয়গণ স্ব২ গ্রাহ্য বিষয়ে সন্নিকৃষ্ট হইলেই স্বভাবতঃ তত্তদ্বিষয়ক জ্ঞানোৎপত্তি করে, তদ্রূপ পরহিতৈষী সাধুগণ অভ্যর্থনা অপেক্ষা না করিয়া নিজ২ নির্ম্মল স্বভাব বশতঃ উপকার্য্য ব্যক্তিদিগের উপকার করিয়া থাকেন। অতএব অভিলষে গমন কর পদবী মধ্যে পরম মঙ্গললাভ কর, এই বিরহাতুর ব্যক্তিকে স্বীয় অনুগ্রাহ্যবোধে স্মরণপূর্ব্বক প্রধানের কার্য্য সম্পাদন করত সত্বর পুনরাগত হও। নিষধরাজ এইরূপে হংসকে নিজ অভীষ্ট সাধন বিষয়ে নিযুক্ত করত কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য প্রাপ্ত ও হংসের অব্যক্ত মধুর স্বরান্বিত বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া ক্রীড়াকাননস্থিত মনোজ্ঞ শোভাযুক্ত গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর হংস নলরাজার আদেশ অনুসারে ক্ষিতিমণ্ডলের মণ্ডলস্বরূপ কুণ্ডিননামক বিদর্ভদেশের রাজধানী অভিমুখে গমন করত পথিমধ্যে প্রথমতঃ পথিকের প্রার্থনীয় কার্য্যের সিদ্ধিসূচক জলপূর্ণ মঙ্গল কলস দর্শন করিয়া পথান্বেষণার্থ আকাশপদবী অবলম্বন করিল। অনন্তর নৃপতির বিলাসবনের প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র অদ্ভুত রসে আর্দ্রীভূত হইয়া কিঞ্চিৎ মন্দ২ রূপে গতিবিন্যাস ও বিশেষ বীক্ষণ ক্রমে সফল রসালশাখা অবলোকন করিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া নভোরূপ কুঞ্জরের কর্ণভূষণ মেঘমণ্ডলীর দ্বারা মণ্ডিত প্রকাণ্ড২ শাখাবিশিষ্ট বিটপিসমূহে শোভিত অথচ অবিরল তরুপল্লবাবৃত ব্যাঘ্র ভল্লূক ভুজঙ্গগণ পরিসেবিত ভূধর সকল দেখিতে পাইল। হংসবরের গতি এমনি মনোহারিণী যে তৎকালে তাহার প্রতি যে ব্যক্তির নেত্রপাত হয় সেই ব্যক্তিই কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে অনিমেষ নেত্রে অবলোকন করিতে থাকে। হংস কখন পক্ষমূল কম্পিত করিতে২ কখন নিস্পন্দিত পক্ষদ্বয় বিস্তার করত উড়িতে২ কখন বা অত্যুচ্চ আকাশ প্রদেশ আশ্রয়পূর্ব্বক লোকসমূহের লক্ষ্য পথহইতে সরিতে২ গমন করিতে লাগিল। এবং যখন সে শ্যামলবর্ণ রূপে পরিদৃশ্যমান আকাশমণ্ডলের উপরিভাগে উদিত হইয়া গমন করিতে লাগিল, তখন সকলের বোধ হইল, যেন স্বর্ণময় হংস আপন শরীরের উপাদেয়তা পরীক্ষার্থ আকাশরূপ কৃষ্ণবর্ণ নিকষ

পাষাণে স্বীয় কলেবর ঘর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার সত্বর গমন নিমিত্তক যে পক্ষদ্বয়ের সনঃ শব্দ জন্মিতে লাগিল, তচ্ছ্রবণে তদীয় অধোভাগবর্ত্তী অন্যান্য পতত্রিকুল শ্যেনপতন ভয়ে ব্যাকুল হইয়া সঙ্কুচিত দেহে ঊর্দ্ধভাগে অবলোকন করিতে লাগিল। তৎকালে তাহার এতাদৃশ বেগশালীতা প্রকাশ পাইল যে মনুষ্যগণ পৃথিবীতে পতিত তদীয় পক্ষচ্ছায়া অবলোকন করিয়া "ইহা কোন পক্ষীর ছায়া" এরূপ নিশ্চয় করণার্থ আকাশে দৃষ্টিপাত করিতে না করিতে সে তাহাদিগের দর্শনশক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া প্রস্থান পরায়ণ হইল।

অনন্তর আকাশপথে গমনকালে নানা দেশবর্ত্তি নানাবিধ উচ্চোচ্চ তরুচয়দ্বারা আবৃত সুচারু যে সকল কানন তাহার নয়নগোচর হইল, সে বিলম্বভয়ে তাহাতে বিশ্রাম বা তত্রত্য স্বজাতীয় পক্ষীগণের রবের প্রতিরব প্রদান করিল না। হংসবর এইরূপ মহাবেগে গমন করিতে২ অতি মনোহর কৈলাস ভূধরসদৃশ শুভ্র সৌধনিকরদ্বারা পরিশোভিত ভীমভূপতির ভুজবল পালিত কুণ্ডিননগর নেত্রগোচর করিল। এবং উক্ত নগরস্থিত স্ফটিকমণি নির্ম্মিত নিষ্কলঙ্ক সুধাকর বিম্বসদৃশ ভিত্তিময় গৃহসমূহ দৃষ্টি করিয়া বোধ করিল, যেমন রমণীগণ আপন নায়কের মুখাবলোকন করত হাস্য করিয়া থাকে তদ্রূপ বিদর্ব্ভভূমি স্বীয় নায়ক স্বরূপ ভীমভূপতির মুখাবলোকন করত হাস্য করিতেছে। নগরমধ্যে ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত যে সকল রাজকীয় বিশাল সৌধজাল আছে, তৎসমূহের শ্যামল কিরণাবলী দর্শন করিয়া তাহার এইরূপ বোধ হইল, যে, যেন তিমিরনিকর প্রখর প্রভাকরের ভয়ে ভীত হইয়া ভীমভূপতিকে সূর্য্যাপেক্ষা প্রতাপশালী জ্ঞান করত তাহার শরণ লইয়া নিঃসঙ্কোচে দিবারাত্র সমভাবে রাজপুরে বিরাজমান রহিয়াছে।

বিদর্ব্ভরাজপুরে অন্য যে সকল গৃহ দীপ্তমান মহামণিনিকরদ্বারা সর্ব্বদা প্রকাশমান আছে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যেন, পৌর্ণমাসী তিথি অতিথিরূপে তথায় বিদ্যমানা থাকিয়া অভ্যাগত অন্যান্য অতিথিনিচয়ের সহিত মিলিতা হইতেছে। নগরীমধ্যস্থিত যে সকল ক্রীড়াবাপিকা দিবাভাগে পুরবাসিনীগণের অবগাহন নিমিত্তক কুঙ্কুম রাগরক্তা হয়, তাহার প্রিয়ের

প্রতি অতিরাগবতী কামিনীর ন্যায় সমস্ত রাত্রিতেও প্রসন্না অর্থাৎ নির্ম্মলজলা হয় না। নিশাকালে যখন নগরী রবশূন্য হয়, তখন সে যোগিনীর ন্যায় প্রাকারাবলীরূপ যোগপট্ট অবলম্বন পুরঃসর ব্রহ্মজ্যোতিঃ অভ্যন্তরবর্ত্তী মণিজ্যোতিঃ আলোচন করে। পরিখারূপ জলাশয়দ্বারা পরিবেষ্টিত উক্ত নগরী দেখিয়া বোধ হয়, যেন কোন বৃহজ্জলাশয়ের মধ্যে সুরনগরীর প্রতিবিম্ব পড়িয়া তাহাই পৃথিবীতে বিদর্ভনগরী বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। জলাশয়ের যে অংশ স্বর্গের প্রতিবিম্বদ্বারা ব্যাপ্ত হয় নাই, সেই অংশই প্রস্তাবিত পুরীর পরিখাকারে দৃশ্য হইতেছে।

নগরীর সৌধসমূহের শিরোবর্ত্তি যে চঞ্চল চেলখণ্ড প্রচণ্ড সমীরণবেগে সতত উদ্ধূত হইয়া থাকে, জ্ঞান হয় যেন, তদ্দ্বারা ভীত হইয়া সূর্য্যের রথবাহক অশ্বগণ স্বয়ং অতি বেগে ধাবিত হইলে আদিত্যের সারথি ক্ষণকালের নিমিত্ত আকাশ প্রাপ্ত হয়। আহা! নগরীর মধ্যস্থিত উপর্য্যুপরি কোষ্ঠত্রয়দ্বারা নির্ম্মিত সৌধসকল দেখিলে জ্ঞান হয়, যেন তৎসমস্ত স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল এই তিন লোকের সার বস্তুসকল একত্র ধারণ করত বিদর্ভনগরীকে অতি অদ্ভুত শোভান্বিতা করিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! যেরূপ ভূতভাবন ভূতনাথ শুভ্রবর্ণ ও অম্বুদ নীলকণ্ঠ এবং চন্দ্রচূড় হইয়াই চন্দ্রমৌলি নাম ধারণ করিয়াছেন, সেইরূপ নগরীস্থ রাজপ্রাসাদ সকল শুভ্রবর্ণ ও অম্বুদনীলকণ্ঠ হওয়ায় কি ইন্দুমৌলিত্ব (শিবত্ব) প্রাপ্ত হয়েন নাই। যাহাহউক, মন্দিরবৃন্দের ভিত্তিতে অঙ্কিত যে সমস্ত পুত্তলিকা রহিয়াছে, তাহাদিগের কলঙ্করূপ কুরঙ্গ রহিত মুখচন্দ্র দেখিয়া জ্ঞান হয় যেন, ভিত্তিলিখিত সিংহসমূহ উক্ত কুরঙ্গনিকর ধারণ করত গ্রাস করিয়াছে। সত্যবাদী নারদ বলিভবন স্বরূপ সুরভবনকে অমরভবনহইতেও উপর (উত্তম) বলিয়াছেন, আহা! বহুল ভূষণ সঙ্কুল বিদর্ভনগরী সুরপুরকে অধর (পরাজয়) করায়, সুতরাং দেবর্ষিবাক্য সত্যই হইল। শস্কুলৌরভদ্বারা পথিকগণের সমাকর্ষণকারী হট্টশালার প্রতি পদবীতে যে ঘরট্ট (জাঁতা) জাত কোলাহল সমুদ্ভূত হইয়াছিল, প্রায়ঃ অদ্যাপিও সেই ঘরট্টজাত ঘর ঘরধ্বনি মেঘধ্বনিরূপে প্রকাশমান হইতেছে। রাজপুরস্থিত সুবর্ণ নির্ম্মিত সুচারু প্রাকার দর্শন করিলে

বিবেচনা হয়, যেন সুমেরুর ক্রোড়স্থিতা যে স্বর্গভূমি কোন কারণ বশতঃ মলিনী হইয়া পৃথিবীতে আগমনপূর্ব্বক বিদর্ভনগরীরূপে স্থিতি করিয়াছে। বুঝি সুমেরুগিরি তাহার প্রতি অনুনয় করিবার নিমিত্ত তথায় আগত হইয়া নানা রত্নদ্বারা ভূষিত কবাটদ্বাররূপ পক্ষ যুগল [illegible] করত সুবর্ণ প্রাকাররূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। পুরীর চতুঃপার্শ্ব বেষ্টিত সূর্য্যকান্ত মণিখচিত প্রাকারের জ্যোতিঃ আদিত্যের উদয়কালাবধি অস্তকালপর্য্যন্ত দেদীপ্যমান থাকিয়া বাণরাজার নগরীস্থ অগ্নিপরিখাকেও তুচ্ছীকৃত করিয়াছে। নগরীর মধ্যস্থিত পণ্যশালা মণিমুক্তা প্রবাল শঙ্খপ্রভৃতি ভূষিতা, কপর্দ্দক গণনাকালে গতিশীল কর্কটিকার ন্যায় নরকর শোভিতা শুভ্র কর্পূরপূর বালুকান্বিতা, লোকসমূহের কলহধ্বনি যুক্তা হইয়া শব্দায়মান সমুদ্রের ন্যায় বিরাজমানা রহিয়াছে।

রাত্রিতে যখন নগরীয় অট্টালিকার শিখরবর্ত্তি চন্দ্রকান্ত মণিসমূহ চন্দ্রচন্দ্রিকা স্পৃষ্ট হইয়া জল প্রসব করে, তখন জ্ঞান হয়, যেরূপ চন্দ্র দর্শনে সমুদ্রের সলিল বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তদ্রূপ সমুদ্রকান্তা আকাশ গঙ্গাও আপন পাতিব্রত্য রক্ষার নিমিত্ত শশাঙ্কোদয়ে সলিল বৃদ্ধিলাভ করেন। সন্ধ্যাসময়ে নগরীয় পণ্যশালায় যে সকল কুঙ্কুমরাশি বিক্রীত হয়, তদ্দৃষ্টে এই বিবেচনা হইয়া থাকে যে, বুঝি দিবাকর দিবাবসানে অস্তাচল চূড়াবলম্বন করিলে তাঁহার নিরাশ্রয় জ্যোতিঃ তথায় পতিত রহিয়াছে। পূর্ব্বে যেরূপ মার্কণ্ডেয় ঋষি প্রলয়কালে বটপত্রশায়ী শিশুরূপী নারায়ণের গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় জগতীর সমস্ত বস্তু একত্র দর্শনপূর্ব্বক বিস্ময়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ ক্রেতৃগণ বিক্রেতৃগণকর্ত্তৃক বিক্রয়ার্থ বিস্তারিত বস্তুসকল দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নগরীয় পণ্যশালা এমত কোলাহল ধ্বনিতে পরিপূর্ণ যে, তত্রস্থ মৃগমদ ব্যবসায়ী বণিকগণ বিক্রেয় মৃগমদের পতিত শ্যামলবর্ণ নিশ্চল অলিকে মৃগমদের তুলাকালে তৎসহ তুলা করিতে গিয়া বিপণিস্থিত লোকসমূহের কলং শব্দে তাহার গুণং শব্দও শ্রবণ করিতে সমর্থ হয় না।

নগরীর স্থানে ২ সূর্য্যকান্ত মণিখচিত যে সকল সেতু আছে, তৎসমূহ

সমস্ত দিন সূর্য্যের কিরণে জ্বলিত থাকিয়া যে উষ্ণতা লাভ করে, তদ্দ্বারা তাহা রাত্রিতেও শীতলতা না পাইয়া শিশির কালীয় নিশিতে যে সকল ব্যক্তি তদুপরি দিয়া গমন করিয়া থাকে, তাহাদিগের চরণে হিম পাড়া নিবারক হয়। নগরীর পথস্থিত চন্দ্রকান্ত মণিসমূহ রাত্রিকালে সুধাকর করস্পৃষ্ট হইয়া যেসলিল উদ্গীরণ করে, তজ্জন্য পথসকল তদ্দ্বারা সিক্ত হইয়া নলনৃপতির স্বভাবতুল্য শৈত্য লাভপূর্ব্বক গ্রীষ্মকালেও অতি তীব্রতর ভাস্করের করদ্বারা সন্তপ্ত হয় না। অধিক কি বলিব, যেমন ফণি কর্ত্তৃক ভাবিত মহাভাষ্য ফক্কিকা পণ্ডিত মণ্ডলীর বোধগম্য না হওয়ায় বর্ণয়াকৃতি রেখাদ্বারা নিষ্প্রয়োজনরূপে পরিবেষ্টিত হইয়াছে তদ্রূপ পরিখাবলয় মধ্যবর্ত্তিনী ভীমনগরী অমিত্রমাত্রের ২ বেশনার্হ হইতেছে। এই চিত্রময়ী নগরী, স্থিতিশালী সমস্ত বর্ণদ্বারা শোভিতা, এবং বহু মুখরাবা হইয়া স্বরভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। নগরীর মাণিক্য ও পদ্মরাগ নির্ম্মিত অত্যুচ্চ হর্ম্ম্য ও প্রাসাদসমূহ দিবায় দিবাকরের প্রখর করনিকরদ্বারা সন্তাপিত হইয়া রাত্রিতে লোহিতবর্ণ লোল পতাকারূপা জিহ্বাদ্বারা সুশীতল সুধাকরকে অবলেহন করিয়া থাকে। অত্যন্ত উচ্ছ্রিত বড়ভী সমূহের উপরে উড্ডীয়মান পীতবর্ণ পতাকা সকল রাত্রিকালে কলঙ্ক লাঞ্ছিত চন্দ্রমণ্ডল স্পর্শ করিলে চন্দ্রস্থিত কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন নিচয় কুণ্ডলীভূত শেষ সর্পের উপরে শায়ী পীতম্বরধারী নারায়ণের সাদৃশ্য লাভ করে।

নগরীস্থিত দেবমন্দির ও রাজমন্দিরের মস্তকস্থ কলসোপরি উড্ডীয়মান অতি দীর্ঘ ক্ষৌম নির্ম্মিত পতাকাগণ দর্শন করিলে বিবেচনা হয়, যেন পূর্ব্বে যে বিশ্বামিত্রঋষি নূতন স্বর্গ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়া অবিশ্রান্ত বেদপাঠদ্বারা পবিত্র রসনায় উচ্চারিত ভূরি ২ স্তুতিবাক্য ভূষিত ব্রহ্মার মুখ চতুষ্টয়দ্বারা নিবৃত্ত হইয়াছিলেন, তিনি যে স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনীকে সৃষ্টি আরম্ভ করত অর্দ্ধরচনা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাই উক্ত বাতান্দোলিত শ্বেতপতাকাছলে আকাশে দৃষ্ট হয়। নগরীর মধ্যবর্ত্তী নীলকান্ত মণিনির্ম্মিত বেশ্মগণের কিরণদ্বারা নীলতা প্রাপ্ত শুভ্রবর্ণ পতাকাসমূহ দিবায় সূর্য্যের সমীপবর্ত্তি অশোভা- ... বায়ুদ্বারা চঞ্চলা হইয়া আদিত্যনন্দিনী যমুনার প্রায় চাঞ্চল্য প্রাপ্ত

করিয়া থাকে। নগরীস্থিত কামিনীগণ যামিনীযোগে আপন মন্দির হইতে প্রাণেশ্বরের কেলিমন্দিরে গমনকালে উপস্থিত মেঘ দেখিয়া যখন অনিমেষে গমন করে, তখন তাহাদিগকে বিমানগামিনী স্বর্গ বিলাসিনী তুল্য জ্ঞান হয়। দময়ন্তীর ক্রীড়ার্থ বিনির্ম্মিত কৃত্রিম শৈল শিখরস্থিত নীলকান্তমণিসমূহের কিরণাবলী অতিবেগে ঊর্দ্ধপথে ধাবিত হওত অশ্বগণের অভিঘাতদ্বারা ভগ্নবেগ হইয়া নভঃস্থে স্বর্গস্থিত সুরসুরভিগণের মুখসমীপে গমন করত নগরীয়দিগের নিরন্তর গোগ্রাস প্রদানব্রত প্রকাশিত করে

হংস যখন বিদর্ভনগর প্রবেশপূর্ব্বক দময়ন্তীর ক্রীড়াকাননে গমন করিল, তখন চন্দ্রকান্ত মণিখচিত কাননস্থ বৃক্ষগণের অন্তরাল সকলকে চন্দ্র-চন্দ্রিকা স্পর্শাধীন মণি নিঃসৃত জলে পূর্ণ দেখিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইল। অনন্তর সে উক্ত কাননে প্রবেশ করিয়া তারাবলি মধ্যস্থিত চন্দ্রালঙ্কারের ন্যায় সমান রূপ গুণশালিনী সখীগণের মধ্যস্থিত দময়ন্তীকে নয়নগোচর করিল। এবং আপন গতিবেগদ্বারা স্বর্ণপক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক কোন স্থানে বসিবে তাহা অন্বেষণ করত চক্রাকারে যে পরিবেষ্টন করিতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল যেন, হংসবর স্বর্গীয় সুধাকরের প্রতি অনাদর করিয়া দময়ন্তীর মুখ সুধাকরকে সেবন করিতে ভূতলে আগমন করিল। হংস সঙ্গিনীসহ দময়ন্তীকে ক্রীড়াকাননে কেলি করিতে দেখিয়া মনেং ভাবিল যে, আহা! এই বিদর্ভরাজনন্দিনী সহচরীগণের সহিত ক্রীড়াকাননে ভ্রমণ করত যাদৃশী প্রীতিলাভ করিতেছেন, বুঝি সুররাজ-কামিনী শচীও ঘৃতাচীপ্রভৃতি অপ্সরাগণের সহিত নন্দনবনে ভ্রমণ করিয়া এরূপ আনন্দলাভ করিতে পারেন না।

ইতি দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

অনন্তর হংস আকুঞ্চিত পক্ষমূলদ্বারা বেগে আকাশহইতে অবতরণপূর্ব্বক উপবেশন যোগ্য স্থলের উপরিভাগে পক্ষদ্বয় কম্পিত করিতে২ দময়ন্তীর সমীপে ভূমিতলে পতিত হইল। তৎকালে অকস্মাৎ পক্ষপাতনজন্য ভূতলহইতে যে শব্দ উত্থিত হইল, তাহা অন্যদিকে বিন্যস্তনয়না দময়ন্তীর অন্তঃকরণের গোচর হইয়া তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিল। যেরূপ মুনিগণের মন অন্য বিষয়ালোচনা বিবর্জ্জন পুরঃসর নিরুপাখ্যরূপ ব্রহ্মতে রত হয়, সেইরূপ দময়ন্তীর সখীগণের নেত্রসকল কানন সৌন্দর্য্যাদি বিষয়সমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক হংসের পতনমাত্রে তাহার নিরুপাখ্য রূপের প্রতি আসক্ত হইল। বিদর্ভরাজনন্দিনী যখন উক্ত অদ্ভুত রূপসম্পন্ন হংসকে নিজ সমীপে পতিত হইয়া বিচরণ করিতে দেখিলেন, তখন যেরূপ মুনিগণ পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করণার্থ স্বাভাবিক চঞ্চল চিত্তকে অচঞ্চল করেন, তদ্রূপ তাহাকে ধরিবার জন্য নিজ চঞ্চল করকে অচঞ্চল করিলেন। হংস দময়ন্তীকে কাপট্য পরায়ণা জানিয়াও কার্য্যসিদ্ধি অভিলাষ করত আকাশমার্গে উড্ডীন হইল না, বরং তাহাকে নির্জ্জনে লইয়া যাইবার নিমিত্ত গতিবেগ প্রকাশদ্বারা পুনঃ২ তদীয় হস্তকে বঞ্চনা করিতে লাগিল। দময়ন্তী যখন হংসকে ধারণ করিতে উদ্যুক্তা হইয়া তাহাকে হস্তদ্বারা স্পর্শও করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহার সখীবৃন্দ সকলেই করতালিকা বাদনদ্বারা তাঁহার প্রতি উপহাস করিতে আরম্ভ করিল।

ভীমনন্দিনী স্বকীয় সঙ্গিনীগণকে উক্তরূপে পরিহাস পরায়ণা দেখিয়া কহিলেন, সখিগণ! তোমাদিগের কি অন্যায্য আচার? আমি যাহাকে ধরিবার জন্য এত প্রযত্ন করিতেছি, তোমরা করতালিকাদ্বারা তাহাকে

উচ্চাটিত করিতেছ। অতএব এবার আমি উহাকে ধরিতে গমন করি-লে যে আমার সঙ্গে যাইবে, সে অ[illegible]র দ্রোহ করিবে। ঈষৎ কোপ শালিনী দময়ন্তী বয়স্যাগণকে এরূপে তিরস্কার করিয়া যখন হংসের অভিমুখী হইয়া পশ্চাৎ২ গমন করিতে লাগিলেন, তখন যেরূপ হংসের (সূর্য্যের) অভিমুখে গমনকারী ব্যক্তির নয়ন সঙ্কুচিত হয়, তদ্রূপ সখী-গণের পরিহাসজন্য ঈষৎ কোপ ও উদ্যম বিফলজন্য লজ্জায় তাঁহার নয়নযুগলও সঙ্কুচিত হইল। সখীগণ দময়ন্তীকে হংসাভিমুখে পুনঃ২ গমন করিতে দেখিয়া হাস্য করত শব্দশেষে তাঁহাকে বলিল, হে সুকু-মারি! তোমার হংসাভিমুখে গমন করা প্রশস্ত নয়। দময়ন্তী কহিলেন সখি, এই হংস অশকুনি (অমঙ্গলকর) নহে, কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ কালিক প্রীতির সূচক। অতএব ইহার অভিমুখে গমন করা কোন ক্রমেই অপ্রশস্ত নহে। যেরূপ কোন পরিহাসক ব্যক্তি কাহার গমনের অনুকরণপূর্ব্বক অগ্রে২ গমন করত তাহাকে উপহাস করে, সেইরূপ হংসও হংসগামিনী দময়ন্তীর অগ্রে২ মন্দ২ রূপে গমনচ্ছলে উপহাস করত অতিশয় শোভিত হইল। অভিনব ভাবশালিনী ভীমনন্দিনী হংসকে ধরিং করিয়া যতই পাদনিক্ষেপ করেন, হংস তাঁহার কর প্রাপ্য হইয়াও তাঁহাকে বঞ্চনাপূর্ব্বক ততই বেগে গমন করত লতাবৃত্ত কাননান্তরে লইয়া যায়। দময়ন্তী সক্রোধবাক্যে আপন সহচরীগণকে অনুগমন করিতে নিবারণ করিয়া যখন একাকিনী হংসের পশ্চাদ্গামিনী হইলেন, তখন হংস কিয়দ্দূর গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ শরীর ছায়ামাত্র সঙ্গিনী দেখিয়া শুকপক্ষীর ন্যায় মনুষ্যভাষা অবলম্বন করত কহিল, হে ভূপবালিকে! তুমি কি নিমিত্ত এতদূরে আগমন করিতেছ? কেনই বা এরূপ শ্রমভাগিনী হইতেছ? এই নিবিড় বনশ্রেণী দর্শন করিয়া কি তোমার মনে ভয় উদয় হয় না? দেখ! এই বনশ্রেণী তোমাকে বৃথা অপথে পদার্পণ করিতে দেখিয়া সমীরণদ্বারা আন্দোলিত পল্লবরূপ কর সঞ্চালন করত কপোতপক্ষীর নিনাদচ্ছলে হুঙ্কার ধ্বনিদ্বারা সখীর ন্যায় নিষেধ করিতেছে। তুমি কেবল বসুধাচারিণী হইয়া কিরূপে গগনবিহারী পক্ষীকে ধরিতে ইচ্ছা করিতেছ? হা। মদনসখা যৌবন

যে তোমার শিশুত্ব খণ্ডন করিতে সমর্থ হয় নাই ? বিশেষতঃ আমরা পক্ষী নহি, কমলাসন ব্রহ্মার বাহনকুলে আমাদিগের উৎপত্তি, অতএব দেবতাভিন্ন সকল প্রাণীর পক্ষেই আমাদিগের বাক্যরসামৃত দুর্ল্লভ, সুতরাং আমাকে ধারণ করিতে যত্ন করা তোমার অত্যন্ত অনুচিত। আমরা স্বর্গে অবিরসতিপূর্ব্বক সুরনদী-সম্ভূত স্বর্ণ মৃণালিনীসমূহের মৃণালাগ্র ভোজন করিয়া থাকি। এই নিমিত্ত আমাদিগের পক্ষ সকল হেমনির্ম্মিত হইয়াছে, কেননা কারণের গুণ কার্য্যে সন্নিত থাকে। অতএব অস্মানুরূপ প্রাণীর শরীরের রূপ হয়, আমাদিগের সুবর্ণময় পক্ষ দেখিয়া আমাকে ধরিতে প্রযত্ন করা তোমার কর্ত্তব্য হয় না।

হে হরিণাক্ষি! আমরা সুবর্ণপক্ষ হংসসমূহ একত্র মিলিত হইয়া ব্রহ্মার নিদেশানুসারে নলরাজার কেলিসরোবরে ক্রীড়া করণার্থ অবনীতলে আগমন করিয়াছি। তন্মধ্যে একক আমি এই ভূলোকের শোভা সন্দর্শনার্থ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করত এই নগরে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। হে রাজনন্দিনি! তুমি একমাত্র আমাকে দেখিয়া এত লোভপরায়ণা হইয়াছ, যদি নলরাজার ক্রীড়াসরোবরাগত সমস্ত হংসগণকে দর্শন কর, তবে না জানি তোমার মনোবৃত্তি কিরূপে পরিণীতা হয় তাহা কিছুই বলা যায় না। হে সুমধ্যমে! যে ব্যক্তির স্বর্গভোগার্হ সৌভাগ্য আছে, সে ব্যক্তিব্যতীত আমাদিগের মত স্বর্গীয় পক্ষীনিচয়কে ধারণ করিবার সাবুক্ত ভূলোকে অন্য কোন উপায়ই নাই। পৃথিবীতলমধ্যে একমাত্র নলরাজাই ইষ্টাপূর্ত্তাদিদ্বারা স্বর্গীয় সুখভোগ সৌভাগ্যভাজন, তদ্ব্যতীত দ্বিতীয় আর কেহই নাই। অতএব স্বর্গে যেরূপ সর্ব্বকালে সর্ব্ব প্রকার বৃক্ষে সর্ব্ববিধ ফল পুষ্পাদি জন্মে, সেই তাঁহার উদ্যানস্থিত সমস্ত প্রকার বৃক্ষচয় জলসেচন ও দোহদধূপ প্রদানাদিরূপ প্রযত্নদ্বারা সর্ব্বকালেই ফল পুষ্পাদি ধারণ করে। হে রাজনন্দিনি! নিষধপতি নল যখন নিজ ক্রীড়া কাননমধ্যে ক্রীড়াসক্ত থাকেন, তখন আমরা সুমেরু শিখিরহইতে শীঘ্র অবতরণপূর্ব্বক মন্দাকিনী সলিল সিক্ত চামর তুল্য পক্ষদ্বারা তাঁহাকে বীজন করিয়া থাকি। যদি কোন ব্যক্তি সাধুলোকের গণনা করিতে উদ্যুক্ত হয়, তবে সে, নিজ প্রভাবদ্বারা শত্রুসমূহের স্থানাধিকার

করণক্ষম নলকেই সর্ব্বাগ্রে ধারণ করে। নলরাজা আপন সম্পত্তিকে বেদজ্ঞাধীন করত যেরূপ যজ্ঞীয় ঘৃতের অগ্রভাগ বিবুধগণকে সমর্পণপূর্ব্বক স্বয়ং তাহার শেষ ভোজন করেন, সেইরূপ রাজ্যের অগ্রভাগও বিবুধগণের প্রতি অর্পণ পুরঃসর নিজে অশেষ রূপে তাহার শেষ উপভোগ করিয়া থাকেন। যে প্রকার মনুষ্যগণ সকলেই সুপ্রসন্ন ইষ্টদেবের নিকট নিজ২ অভিলষিত ফল প্রার্থনা করে সেই প্রকার অর্থিদিগের দরিদ্রতা নিবারণকারি অবিরত ধনবারিবর্ষক অমোঘ মেঘস্বরূপ ও সতত সুপ্রসন্ন চিত্ত নলরাজার নিকটও সকলেই প্রার্থনা পরায়ণ হয়।

হে চারুচন্দ্রাননে! আমি তোমার সমীপে নলরাজার কায়িক সৌন্দর্য্যের বিষয় বিশেষ কি কহিব, ত্রৈলোক্যের মধ্যে সুবিখ্যাত রূপিণী সুরমণী রম্ভা, আমার স্থানে নলরাজার রূপের চারুতা শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি এমত অনুরাগবতী হইয়াছে যে, নিঃধনাধিক নলকে না পাইয়া নলনামের সম্বন্ধ মাত্রধারী যক্ষরাজ পুত্র নলকূবরকে ভজিতে বাধিতা হইয়াছে। নলের সঙ্গীত নৈপুণ্যই বা কি বর্ণন করিব? আমরা যখন মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়া নলের সুমধুর কণ্ঠস্বরদ্বারা আলাপিত রাগ রাগিণীযুক্ত গান মাধুর্য্য শ্রবণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করত দেব সভায় বর্ণন করিয়াছিলাম, তখন সুররাজ ইন্দ্রের প্রধান গায়ক কোন এক গন্ধর্ব্ব তাহা শ্রবণ করত হাহা রবে প্রশংসা করিয়া হাহা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

দেবরাজ ইন্দ্র আপন মহিষীর সহিত দেবসভায় উপবিষ্ট থাকিয়া আমাদিগের প্রমুখাৎ নলরাজার ঔদার্য্য গুণ শ্রবণপূর্ব্বক এমন আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন যে, তাহাতে তাঁহার লোচনচয় এককালীন আনন্দাশ্রু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই নিমিত্তই নলগুণ শ্রবণ হেতু তাঁহার মহিষীর শরীরের লোম সকল যে পুলকিত হইয়াছিল, শচীর সৌভাগ্য ক্রমে তাহা তিনি কিছুই দেখিতে পাইলেন না। অপরের কথা কি, যখন দেবাধিদেব মহাদেব কোন ব্যক্তির নিকট নলরাজার রূপ গুণাদি শ্রবণ করেন, তখন পতিব্রতাগণের শিরোমণি রূপা হরবল্লভা যিনি হর প্রাপ্তির নিমিত্ত বহুকাল গলিতপত্র ভোজন করত তপস্যা করিয়াছিলেন, তিনিও পাতিব্রত্যভঙ্গ ভয়ে কর্ণকণ্ডূয়নচ্ছলে কর্ণে অঙ্গুলি

প্রদান করিয়া থাকেন। বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মা নিজ সহধর্ম্মিনী বাণীর অন্য পুরুষাসক্তি নিবারণার্থ সমাধিরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানচ্ছলে মৌনাবলম্বন করত যে তাঁহাকে অবরুদ্ধা রাখেন, সে কেবল তাঁহার জড় বুদ্ধিতার কার্য্য, কারণ যেস্থলে বাণী আপন স্বভাব বশতঃ নলরাজার কণ্ঠ আলিঙ্গন-পূর্ব্বক ক্রীড়ারসে পরিপূর্ণা হইয়া নিরত অবস্থান করিতেছেন, সেস্থলে তিনি উক্তরূপে তাঁহাকে অবরুদ্ধা রাখিয়া কি করিবেন?

নিখিল সাধ্বীগণের শিরোরত্নভূতা বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী, সম্পত্তি ও শোভারূপে নলরাজাকে যে সর্ব্বদা আলিঙ্গন করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার পাতিব্রত্য ধর্ম্মের হানি কি? তাঁহার পতি নারায়ণের তৎপ্রতি অসূয়ালেশও জন্মে না; কারণ যিনি স্বয়ং সকল ভূতে আত্মস্বরূপ হইয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন, তাঁহার পত্নী সর্ব্বভূতে অধিবসতি করিলে তদীয় পাতিব্রত্যভঙ্গ কি তজ্জন্য তাঁহার মনে অসূয়ার উদয় কখনই হইতে পারে না। অনন্তর নলরাজার বদন সৌন্দর্য্যের কথা কি বর্ণন করিব, বিধাতা তাঁহার অদ্ভুত মুখশোভা দেখিয়া শুনিয়াও যে হস্তদ্বারা পৌর্ণমাসীকালে সুধাংশুমণ্ডলকে পরিপূর্ণরূপে নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার সেই লজ্জাহীন হস্তের প্রতি ধিক্কার প্রদান করি। আমি বোধ করি, বিজ্ঞতম বিধাতা চন্দ্রকে পরিপূর্ণমণ্ডল রচনা করিতে আরম্ভ করত যখন নলরাজার মুখসৌন্দর্য্য স্মরণ করেন, তখনই তিনি সেই বিফল প্রয়াস হইতে নিবৃত্তি হইয়া জটাপটলাবৃত নিবিড় গহনতুল্য মহাদেবের মস্তকে অর্দ্ধ নির্ম্মিত শশধরবিম্বকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। নিশানাথ চন্দ্র আমাদিগের প্রমুখাৎ নলরাজার মুখচন্দ্রের বর্ণন শত শতবার শ্রবণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি তৎকর্তৃক আপনাকে পরাজিত মানিয়া লজ্জাকুল চিত্তে কখন সূর্য্য মণ্ডলে, কখন জলধির জলে, কখন বা নিবিড় জলধরের অন্তরালে লুক্কায়িত হয়েন। ভগবান বিষ্ণু যখন নিজ বল্লভার সহিত ক্রীড়ানুরক্ত চিত্ত হন, তখন আপনার নাভিসরোজস্থিত কমলাসনের প্রতি লজ্জা করিয়া নিজ নাভিকমল সঙ্কোচদ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদন করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে স্বীয় বাহনের ভৃত্য জানিয়া নলরাজার মুখের প্রশংসা করিতে আদেশ করেন, আমরা তাঁহার তাদৃ-

ক্রমে নিষধপতির মুখসৌন্দর্য্য বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলে তদীয় নাভি কমল লজ্জাম্লানতাপ্রযুক্ত সঙ্কুচিত হইয়া যায়, সুতরাং তদ্দ্বারা বিধাতার চতুর্দ্দিক আচ্ছাদিত হইলে কমলানাং অনায়াসেই ক্রীড়ায় কৃতকার্য্য লাভ করিয়া থাকেন। আমরা নলরাজার কান্তি ও সম্পত্তি দর্শন করিয়া মীনকেতন ও ইন্দ্রকে সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য নিধান বলিয়া মনেও স্মরণ করি না। এবং তাঁহার পৃথিবীভার বহনকারিতা ও ক্ষমাশীলত্ব আলোচনা করিয়া শেষনাগ ও বুদ্ধদেবকেও অন্তঃকরণে স্থান প্রদান করিতে পারি না। নল নরপতির যে সকল অশ্ব আছে, তাহাদিগের পক্ষ নাই অথচ তাহারা গরুড় তুল্য বেগশালী। তাহাদিগকে চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় অথচ তাহারা সমীরণতুল্য শীঘ্রগামী। তাহারা মনের ন্যায় লঘু নয়, ফলতঃ তাহার তুল্য দ্রুতগতিশীল, নলের ঐ সকল অশ্ব নিজ বেগদ্বারা যে দিককে লঙ্ঘন না করিয়াছে এমত দিকই নাই। হে রাজনন্দিনি! নলরাজার শত্রুদিগের সহিত সংগ্রাম ভূমিনিচয় অবিরত রক্ত বর্ষণদ্বারা সিক্ত হইয়া নদী মাতৃকত্ব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাঁহার নিয়ত অরি-সৈন্যনিবহের বিমুক্ত প্রাণবায়ুদ্বারা তদীয় শররূপা মহাসপসমূহেরও সততই সুভিক্ষ হইয়া থাকে।

নিষধেশ্বর রণকণ্ডূবিশিষ্ট ভুজদ্বারা সংগ্রামস্থলে যে যশঃ উৎপন্ন করিয়াছেন, তাহা আপন কারণের গুণ অবলম্বন করতই দিকরূপা তরঙ্গিনীগণের কূলঙ্কষত্ব স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ নলরাজার রণকণ্ডূশালী ভুজযুগল সংগ্রামস্থলে যেরূপ অরিমর্দ্দন করে, তাঁহার সেই ভুজ যুগ্মহইতে উৎপন্ন যশঃ ও সেইরূপ দিকতটিনীগণের কুলমর্দ্দন করিয়া থাকে। দময়ন্তী! আমি নলনৃপতির গুণগণের কি গণনা করিব? যদি ত্রিভুবনস্থিত সমুদায় লোক যুগপৎ তাঁহার গুণ গণনা করিতে উপস্থিত হয়, এবং তাহাদিগের আয়ুর পরিসমাপ্তি না জন্মে, আর পরার্দ্ধের অধিক গণিত অঙ্কের সংখ্যা থাকে, তবে তদীয় গুণসমূহ নিঃশেষরূপে পরিমাণ হইতে পারে কি না সন্দেহ স্থল। নলরাজার অন্তঃপুর দ্বার পুরস্ত্রীগণের প্রতি নিয়ত অনিবারিত, অতএব আমরা তাঁহার পুরের অভ্যন্তর প্রবেশপূর্ব্বক রুচির গতিশীলা কৃশোদরী কামিনীগণকে গম-

নের বিশেষ রমণীয়তা শিক্ষা করাই। এবং মহাকবি ভার্গবকর্ত্তৃক অা- দৃত ও সুধাধারাতুল্য রম্ভাদি অপ্সরাগণের সৌভাগ্য ও রহস্য কথা প্রস্তাবদ্বারা তাহাদিগের চিত্তকে শৃঙ্গাররস জলধি জলে নিমগ্ন করি; রাজার অন্তঃপুরে মুগ্ধা মধ্যাপ্রভৃতি যে সকল সুন্দরীগণ আছে, তাহা- দিগের মধ্যে এমত কোন ব্যক্তিই নাই যে, সে আমাকে সংক্ষেপ বণিক ... বোধ করিয়া নিজ হৃদয়ে উদিত মন্মথের অভিনব উপদেশ রত্ন আমার নিকট নিঃক্ষেপণ না করে। কারণ যেরূপ মনুষ্যগণ কোন তি- র্য্যক্ জাতির প্রতিই কোন রহস্য কথা কহিতে লজ্জিত হয় না, সেইরূপ বিহঙ্গযোনীরাও কাহারও কোন কথা শ্রবণ করিতে লজ্জা পায় না। বিশেষতঃ আমার কর্ণ সর্ব্বদাই বিধাতার চতুর্ম্মুখে রিত বিবিধ বাদ বি- শুদ্ধ সমাধি-শাস্ত্র শ্রবণদ্বারা পরিপূর্ণ, ইহাতেই আমি বিশুদ্ধচিত্তে যোগ ... যে মুদ্রা ধারণ করি তাহা যদি পরিহাসাদির নিমিত্ত উক্ত মধ্যাও ... অথচ মংকর্ত্তৃক অন্য ব্যক্তির নিকটে ব্যক্ত হয় না। হা! কি খে- দের বিষয়! যেরূপ পদ্মিনীগণ চন্দ্রকে পতিরূপে পরিগ্রহ না করিয়া ... চন্দ্রিকাসেবন সুখে বঞ্চিত থাকে, এবং কুমুদিনীচয় তাহা সেবন করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, সেইরূপ তুমি নলকে পতি স্বীকার না করিয়া ... আশ্রয় লাভ স্বর্গীয় সুখে বঞ্চিত থাকায় অন্য কামিনীগণ নিয়তই তাহা সম্ভোগ করে। হে বিদর্ভরাজনন্দিনি! যেরূপ রসাল শাখীগণ বসন্ত ... জনিত ভ্রমর ঝঙ্কাররূপ সুখ সৌভাগ্য সম্ভোগ করিতে পারে না, সেইরূপ তুমি নলকে পতি স্বীকার না করিলে আমাদিগের প্রিয়বচন ... জনিত সুখ সৌভাগ্য তোমার প্রাপ্ত হইবার বিকা নাই।

হে সুচারুহাসিনি! সেই নিষধনাথ নলরাজা তোমার প্রাণেশ্বর হইবেন ... বলিয়া তুমি মনেং কাতরা হইও না, কারণ কোন ব্যক্তিই বিধাতার ... প্রবেশ করিয়া তুমি যে নল মহীপতির হস্তগতা হইবে কি না ... কদাচই দর্শন করে নাই। তোমার এরূপ অলৌকিক সৌন্দর্য্য থাকিতে যখন এপর্য্যন্তও পাণিপীড়ন হয় নাই, তখন অবশ্যই তুমি তাহাকে পতিলাভ করিবে তাহার সন্দেহ নাই। দেখ! যে বিধাতা ... কে নিশানাথের সহিত, অপর্ণাকে মহেশের সহিত, লক্ষ্মীকে নারা-

য়ণের সহিত সংমিলিত করিয়াছেন, তাঁহার পরস্পর যোগ্যের মিলন করিবার নিমিত্ত স্বাভাবিক প্রযত্ন থাকা প্রসিদ্ধ আছে। তুমিও বেলাতিক্রান্ত সৌন্দর্য্যাদি রূপ গুণসিন্ধুর প্রবাহরূপা, সুতরাং নলভিন্ন অপর কোন পুরুষের সহিত মিলনের যোগ্যাও নও, এইহেতু যেরূপ মৃদুল মল্লিকামালা কর্কশ কুশরজ্জুদ্বারা কেহই নির্ম্মাণ করে না, সেইরূপ বিধাতা তোমাকে অন্য পুরুষের করতলগতা করত কদাচই আপন অনভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিবেন না। আমি একদিন বিধাতার যান বহন করিতেং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনি কোন কামিনীকে নলরাজার কেলিযোগ্য করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন? তাহাতে তিনি উত্তর প্রদান করিলেন, তাহা যদিও রথচক্রের ঘরং ধ্বনীর সহিত মিশ্রিত হইয়া সুব্যক্তরূপে আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয় নাই, তথাচ জ্ঞান হয় যেন, তোমার নামের বর্ণাবলী তাঁহার মুখপঙ্কজহইতে নিঃসৃতা হইয়াছিল। আর ইহাও নিতান্ত সম্ভাবিত যে, যিনি চিরকাল পরস্পর যোগ্য বস্তুর সংমিলন করত সংসারের বিবেচক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তিনি যদি তোমাকে নলভিন্ন অপর কোন পুরুষের সহিত মিলিত করেন, তবে তাঁহার দুর্যশোরূপ মহাসমুদ্র পারোত্তীর্ণ হইবার আর কোন অবলম্বনই থাকে না।

হে ক্ষাণাঙ্গি! সম্প্রতি আর এ অপ্রস্তুত বিষয়ক চিন্তায় কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমি তোমাকে এত দূরপর্য্যন্ত আনয়ন করত যে শ্রমপীড়িতা করিয়াছি, অধুনা তোমার নিকট সেই অপরাধ পরিশোধনের অভিলাষ করি। তোমার কোন অভিলষিত কার্য্য সাধন করিলে তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও তাহা আমাকে অভিধান কর। হংস দময়ন্তীর হৃদয় পরীক্ষার নিমিত্ত এই পর্য্যন্ত মাত্র কহিয়া মৌনাবলম্বন করিল, নতুবা নলের প্রতি তাঁহার অনুরাগ থাকা না থাকার বিষয় কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না। কারণ পণ্ডিতগণ গম্ভীর জলাশয় ও মনুষ্যের নিগূঢ়াভিপ্রায় বিশিষ্ট হৃদয়ের ভাব জানিতে না পারিলে উক্ত জলাশয়ে স্নান কিম্বা উক্ত রূপচিত্ত মানবের নিকট সহসা কোন প্রসঙ্গই উপস্থিত করেন না। বিদর্ভ রাজকুমারি দময়ন্তী হংসের কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ বক্রী

কৃত প্রাবার কিঞ্চিৎ কাল চিন্তাপূর্ব্বক স্মিতজ্যোৎস্না বিরঞ্জিত নিজ মুখচন্দ্রদ্বারা পরিপূর্ণ নিশানাথকে অবধারিত করত কহিতে লাগিলেন। হে হংস! আমি নিজ বাল্যতা প্রযুক্ত যে চাপল্য বিষয়ে স্নেহাসক্তা হইয়াছি, আমার সেই স্নেহাসক্ততার প্রতি ধিক্ থাকুক। কেননা যেরূপ সমীরণ বেগদ্বারা উত্তরলিত সমুদ্রের ঊর্ম্মি সকল তটস্থ ব্যক্তি নিকরের প্রতি উপদ্রব করে, সেইরূপ আমিও ঐ স্নেহাসক্ততার দ্বারা উত্তরলিতা হইয়া তটস্থ তোমার প্রতি উপদ্রব করিয়াছি। পক্ষিবর! যেহেতু তুমি নির্ম্মল চিত্ততাপ্রযুক্ত নিজে সাধুগণের মধ্যে অগ্রগণ্য; অতএব আমি তোমাকে ধরিতে ইচ্ছা করত তোমার নিকট যে অপরাধ করিয়াছি আমার সেই অপরাধ তোমার দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল-চিত্তে প্রতিবিম্বিত হওয়াতে তুমি তাহাকে স্বকৃত বোধ করিয়া এ সাপরাধিনীকেও বহুমান্য করিতেছ। হে সৌম্য! সে যাহাহউক আমার বাল্য-চাপল্য বশতঃ তোমার নিকট যে অপরাধ ঘটিয়াছে, তুমি নিজ সাধুতা গুণে সেই অপরাধ ক্ষমা কর। আমি তোমাকে অনর্থ বন্দনা করিতেছি, কারণ যদিও তুমি তির্য্যগ্জাতি বটে, তথাচ দেবাংশ বলিয়া আমাদিগের বন্দনীয়। দেখ! ভগবান্ নারায়ণের অংশ মৎস্য-অবতার কোন্ ব্যক্তির বন্দনীয় না হয়? হংস! তুমি আমার কোন অভিলষিত বিষয় সম্প্রদান দ্বারা প্রীতি বিধান করিতে প্রার্থনা করিলে, কিন্তু আমি তোমাকে নয়নদ্বারা অবলোকন করিয়া যেরূপ প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়াছি, তদপেক্ষা আমার অধিকতর প্রীতিজনক বিষয় আর কি আছে যে তুমি তাহা সুসম্পন্ন করিয়া সাতিশয় প্রীতি বিধান করিবে? দেখ! জগদাহ্লাদকচন্দ্র আকাশমণ্ডলে উদিত হইয়া নিজামৃতদ্বারা লোকের লোচন অভিষিঞ্চন-ভিন্ন আর কি অধিক প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন? বিশেষতঃ আমি যে বিষয়ে অভিলাষিণী তাহা তোমার নিকট কিরূপে প্রকাশ করিব, কেননা আমার মন যে, মনোরথকে একক্ষণও পরিত্যাগ করে না, তখন তাহা কি প্রকারে কণ্ঠগত করিয়া বলিব? অপর পৃথিবীতে এমত কোন বালিকাই নাই যে লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া দ্বিজরাজ পাণিগ্রহণ মনে উদিত হইলেও তাহা মুখে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়। ফলতঃ হে দ্বিজরাজ

(পক্ষিশ্রেষ্ঠ) পাণিগ্রহণের কথা হৃদয়-মন্দিরে সমুদিত হইলেও কোন বালিকা লজ্জাবিহীন হইয়া তাহা ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়।

হংস নিজ শ্রবণপুটদ্বারা দময়ন্তীর মৃদু ও দ্রাক্ষারস তুল্য অতি সুমধুর এই বাক্যরস পান করিয়া এমনই পরিতুষ্ট হইল যে ইতিপূর্ব্বে তাহার কোকিলালাপ শ্রবণে মনের পরিতুষ্ট জন্মিত তাহাও এককালীন হৃদয়হইতে অপসৃত হইয়া গেল। বীণার স্বরের প্রতিও সাতিশয় ঘৃণা উপস্থিত হইল। দময়ন্তী লজ্জাযুক্ত স্বল্পাক্ষর বিন্যাসযুক্ত বাক্য কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, হংস তাঁহার বাক্যের সম্যক তাৎপর্য্য বোধ করিতে না পারিয়া পুনশ্চ বাক্য সুধাদ্বারা নিজ মুখকমলকে পরিপূর্ণ করত কহিল, হে রাজনন্দিনি মধুরভাষিণী! তুমি করদ্বারা সুধাকর ধারণের বাঞ্ছার ন্যায় যে নিজ বাঞ্ছা থাকা সাদরপূর্ব্বক কহিলে, যেরূপ শূদ্রব্যক্তি বেদবাক্য শ্রবণের অধিকারী নয়, আমি কি সেইরূপ তাহা শ্রবণপুটে পান করিবারও অধিকারী হইতে পারি না। ফলতঃ অস্তিমবর্ণ যেমন শ্রবণপুটে শ্রুতি শ্রবণ করিলেও তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও তোমার অভিলষিত কথা শ্রবণ করিলেও জনসমাজে ব্যক্ত করিব না। যদি বল তাহা কথনীয় নহে, এই নিমিত্ত কহিতেছি না, তবে শ্রবণ কর, তুমি যাহাকে অকথ্য বলিয়া আমার নিকট কহিতে সঙ্কুচিতা হইতেছ, তাহাত আমার মনের বেদ্য বটে কিন্তু যাহা কাহারো মনের গোচর নহে এমত অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মপদার্থকেও অনলস নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তিরা জানিতে পারে, ইহাতে যে আমি তোমার মনোগত সেই অকথ্য বিষয় জানিতে অক্ষম হইয়াছি এমত নহে, অতএব আমার নিকটে তাহা প্রকাশ করিয়া বলা তোমার সমুচিত হইতেছে সন্দেহ নাই। হে তনুমধ্যমে! আমি পক্ষিজাতি বলিয়া কাহারই অবিশ্বাসের পাত্র নহি। কেননা এই বিধাতৃ নির্ম্মিত সংসার মধ্যে যে সকল লোক আছে, তাহারা আমাকে অনভিজ্ঞ ও তির্য্যগজাতি জানিয়াও সত্যভাষি ও রসজ্ঞ সামাজিকের অগ্রগণ্য বলিয়া স্বীকার করে, অতএব আমাকে তোমার অবিশ্বাস করা কর্ত্তব্য হয় না। হে ভৈমি! যে সকল লোক কুসংসর্গী হয়, তাহারাই মিথ্যা বাক্য কহিতে লজ্জিত হয় না।

পরন্তু আমরা যে স্থানে বাস করি তথায় আমাদিগের মুগ্ধবাসিনী হংসস্বভী সংসর্গগুণে বদ্ধা থাকিয়া প্রতিবাসিনী শ্রুতিগণের নিকট লজ্জাপ্রাপ্তি ভয়ে পীড়িত হইয়া ক্ষণকালের নিমিত্তও সত্য পথহইতে স্খলিতা হইতে পারেন না। তুমি আপন মনের কথা আমায় বলিলে আমি তোমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ করিতে না পারি এমত নহে, অধিক কি বলিব, যদি তোমার মন পর্য্যঙ্কতাপন্ন সমুদ্র ক্রোড়স্থিত লঙ্কাপুর মধ্যে অবস্থিত কোন দুর্লভ বস্তুর প্রতি অভিলাষ হইয়া ধাবিত হয় তথাচ আমি সেই বস্তুকে তোমার করতলগত করিয়া দিতে পারি।

দময়ন্তী হংসের ঈদৃশ মধুরময় বাক্য শ্রবণ করত হর্ষান্বিতা ও স্বাভিলাষ ব্যক্ত করিতে লজ্জিতা হইয়াও তাহাকে কহিলেন, হে পত্ররথ! তোমাকে বলিতে কি, আমার মন লঙ্কাপুরী কি অন্য কুত্রাপিও গমন করে না, কেবল সে নল বা অনলকে কামনা করে। অর্থাৎ নলকে না পাইলে অনলে প্রবেশ করিতে অভিলাষী হয়। পক্ষীন্দ্র হংস, দময়ন্তীর এই বাক্য শ্রবণানন্তর মনেং বিবেচনা করিল যে, বালিকাগণের স্বভাব পর্বত অপেক্ষাও দুর্গম ও তাহাদিগের লজ্জানদীতে অনঙ্গরূপা হস্তীও ডোবে, কিন্তু ইনি নল কি অনলকে প্রার্থনা করেন, তাহা ইহার বাক্যদ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইল না। অতএব ইহার অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে জানা কর্ত্তব্য হইয়াছে, এই ভাবিয়া তাঁহাকে কহিল, হে সুবিদগ্ধে! তুমি শ্লিষ্টবাক্য রচনায় সুপণ্ডিতা, অতএব তোমার দ্বিজরাজ পাণিগ্রহণ ও তিক্তের "নল কামনা" এই দুই বাক্যের তাৎপর্য্য পণ্ডিতগণেরও দুর্ব্বোধ হয়, সুতরাং আমি পক্ষী হইয়া তাহা কিরূপে বোধগোচর করিতে পারি। হে রাজনন্দিনি! যদিও আমি অন্য পক্ষীর ন্যায় নির্ব্বোধ নহি, এই নিমিত্ত আমার বুঝিবার আর অপেক্ষা নাই, তথাচ তোমাকে বালিকা দেখিয়া জ্ঞাত বিষয়কেও নিশ্চিতরূপে স্থির করিতে পারিতেছি না। কারণ বালিকাগণের চিত্ত এমত চঞ্চল যে অমোঘ লক্ষ্য কামও তাহাকে লক্ষ্য করত শর নিঃক্ষেপণ করিতে উপস্থিত হইলে তাঁহার শর তাহাতে সংলগ্ন হইতে পারে না। ইহাতে আমি তাহা কি প্রকারে লক্ষ্য করিব? এবং তোমার মনোভিলাষ নিশ্চয়রূপে জ্ঞাত হইতে না

পারিলেই বা তাহা মূর্খের ন্যায় পৃথিবীপতি নিষধনায়কের নিকট কি প্রকারে কহিব? হে ভামিনি! যদি সামান্যরূপে [illegible] তোমার অভিলষিত বিষয় আমি নিষধরাজের নিকটে বলি, কিম্বা তাহা সিদ্ধ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করি, আর তুমি নিজ পিতার কিম্বা আপনার ইচ্ছানুসারে অন্য পুরুষকে বিবাহ কর, তবে আমার প্রতি তাঁহার কি রূপ প্রতীতি হয়? বিশেষতঃ তোমার যদি অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে গূঢ় অভিলাষ থাকে, তবে নলের সহিত তোমার বিবাহের উদ্যোগ করা আমারও উচিত হয় না। যদি তুমি নলভিন্ন অপর কোন পুরুষকে বিবাহ করিতে বাঞ্ছা কর, তবে তাহা আমাকে স্পষ্টরূপে বল, আমি তাহাতেই উদ্যুক্ত হই।

পৃথিবীন্দ্রপুত্রী দময়ন্তী হংসের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জার অনুরোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করত যেরূপ কোন ব্যক্তির কর্ণে জলাদি কোন অনিষ্ট বস্তু প্রবিষ্ট হইলে সে নিজ শির কম্পনদ্বারা তাহাকে বহির্গত করে, তদ্রূপ নিজ কর্ণ প্রবিষ্ট উক্ত অনিষ্ট বাক্যকে নিঃসারিত করণের ন্যায় শিরশ্চালন পুরঃসর পুনর্ব্বার তাহাকে কহিলেন, হে হংস! যদি "পিতা অন্যের সহিত আমার বিবাহ দিবেন" এই কথা তোমার মনে [illegible] বিশ্বস্ত হইয়া থাকে, তবে তুমি "নিষধেশ্বর ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি আমার স্বামি হইবে" এই কথাকে প্রণবের ন্যায় বিশ্বাস করিয়া তাহার অগ্রে স্থাপন কর, কেননা পণ্ডিতগণ প্রণবকে অগ্রে স্থাপন করতই বেদপাঠ করিয়া থাকেন। হে হংস! তুমি যখন সূর্য্যভিন্ন অপর কোন জ্যোতির প্রতি সরোজিনীর মানসিক অনুরাগ থাকা না থাকার বিষয় বিবেচনা না করিয়াই আমার অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ বিষয়ে অনুরাগ থাকা সম্ভাবনা করিয়াছ, তখন আমি তোমার সাহসিকতার প্রতি ধন্যবাদ করিলাম। হে সুবুদ্ধিশালিন! আমি নলভিন্ন অপর কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় করিব তুমি এই যাহা বিবেচনা করিয়াছ তাহা অযথার্থ নহে। কেননা নলকে না পাইলে অনলকে আশ্রয় করিয়া শরীর নাশ করা অবশ্যই আমার কর্ত্তব্য, নতুবা তাঁহার নিকট তোমাকে বিজ্ঞাপনা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। পক্ষীবর!

রূপলাবণ্য পরিচিন্তনেই আসক্তা রহিয়াছে। ফলতঃ এক্ষণে আমার নলপ্রাপ্ত অথবা শরীর নাশ এতদুভয়ই তোমার করতলগত দেখিতেছি। হে সারস! তুমি মনের সমুদায় আশঙ্কা পরিত্যাগ পুরঃসর শরণাগত পালন ও আমার প্রাণ বিতরণ জনিত সুকৃতি সঞ্চয় করিতে উদ্যুক্ত হও। কেননা ভদ্রব্যক্তি মাত্রেই এরূপ সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে কখনই সঙ্কুচিত হন না। হে প্রিয় বিহঙ্গ। তুমি আমার প্রার্থনা উল্লঙ্ঘন ও প্রার্থিত বিষয়ে বিবিধ প্রতিকূলাচরণপূর্ব্বক সুকীর্ত্তি মার্গহইতে স্খলিত হইও না। হে হংস! দধীচি ও জীমূতবাহনপ্রভৃতি মহাত্মা ব্যক্তিগণ যাচকদিগের পরিতুষ্টির নিমিত্ত আপন জীবনও প্রদান করিয়াছেন, তুমি আমারই জীবন স্বরূপ নলকে আমার প্রতি অর্পণ করিতেও বদ্ধমুষ্টি হইতেছ, ইহাতে কি প্রাগুক্ত মহাত্মাগণের নিকটে তোমার লজ্জাবোধ হইতেছে না? অধিক কি বলিব, তুমি আমার ধন আমাকেই প্রদানে করিতে যে কৃপণতা প্রকাশ করিতেছ, তাহাতে তোমার নির্ম্মল কীর্ত্তিদ্বারা বিশুদ্ধ ধর্ম্ম করতলহইতে নির্গলিত হইতেছে। হে পক্ষিবর! যদি তুমি আমাকে জীবন সমর্পণ কর, তবে আমি তোমাকে সেই জীবন সমর্পণ করিয়াই তোমার প্রত্যুপকার সাধন করত তদীয় ঋণহইতে বিমুক্তলাভ করিতে পারি, কিন্তু তুমি আমাকে জীবনাধিক নল সমর্পণ করিলে তোমার প্রত্যুপকার সাধন করিয়া সেই ঋণহইতে মুক্তি পাইবার আর আমার কোন উপায়ই থাকে না। অতএব তুমি আমাকে প্রাণাধিক নল সমর্পণ করিয়া চিরদিনের নিমিত্ত আমাকে অপার ঋণসাগরে নিমগ্না কর। হে জীবিতপ্রদ! তুমি আমাকে নল প্রদানপূর্ব্বক চিরকালের জন্য আমার জীবন ক্রয় কর, তাহাতে তোমার যদি অন্য কিছু লাভ না হয়, তথাচ অবশ্য পুণ্যও লাভ হইবে এবং আমি তোমার অদ্ভুত বদান্যতাদ্বারা জীবনপ্রাপ্ত হইলে চিরকাল তোমার সুযশঃ গান করিব। যে সকল ব্যক্তি একান্ত ধনলোভী হয়, তাহারাই বিনা প্রয়োজনে এক কপর্দ্দক মাত্রের উপকার করণরূপ মূল্যদ্বারা কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ক্রয় করে না, কিন্তু সাধু ব্যক্তিগণ নিজ প্রয়োজন অপেক্ষা না করিয়াও প্রাণপর্য্যন্ত পণ দিয়া তাঁহাদিগকে ক্রয় করিয়া থাকেন।

অতএব তুমি সাধু হইয়া বিনা প্রয়োজনে চিরকৃতজ্ঞ আমাকে কি নি-মিত্ত ক্রয় না করিতেছ ?

হে পক্ষীন্দ্র! সেই নল মহীপতি একক অষ্টলোকপালের অংশদ্বারা অবতীর্ণ; অতএব আমি একাগ্রচিত্তে তাঁহাদের সতত ধ্যান করিয়া থাকি তাহাতেই লোকপালগণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া নলপ্রাপ্তির প্রতিভূ রূপে তোমাকে এস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন, নচেৎ এখানে তোমার আগমন কোনরূপেই সম্ভাবিত হয় না। দেখ। যখন রতিপতি কন্দর্প অযোগকালে আমার হৃত্তাপের কারণ হইয়াছেন, আর যখন তুমি পক্ষী হইয়া নললাভরূপে আমার প্রতি অনুকূল হইয়াছ, তখন বোধ হয় তোমার সাহায্যের অবশ্যই আমার নলপ্রাপ্তিরূপ চন্দন পঙ্ক সংলেপন নির্মিতক এই বিরহ সন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল হইবে। কেনন যে কার্য্যের সিদ্ধি সম্ভাবিত হয়, তাহার সাধন সামগ্রী অগ্রেই প্রকাশ পায়। হে হংস! অতএব তুমি আমার উপকার সাধন বিষয়ে বিলম্ব না করিয়া সত্বর হও, কারণ যে কার্য্যকাল বিলম্ব সহ্য হয় তাহারই বিলক্ষণের বিচার করা শোভা পায়, নচেৎ যেরূপ সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছাত্রের প্রতি শাস্ত্রার্থ গ্রহণ বিষয়ে গুরূপদেশ অপেক্ষিত হয় না, সেইরূপ পীড়িত ব্যক্তির পীড়াশান্তি বিষয়েও কাল বিচার অপেক্ষণীয় হইতে পারে না। পক্ষিবর! আমি তোমাকে এই সময় এক কথা বলিয়া দিতেছি যে তুমি আমার মনোভিলাষ সাধনার্থ নিষধনাথের সমীপে উপনীত হইয়া যদি তিনি অন্তঃপুর মধ্যে থাকেন, তবে সে সময়ে তাঁহাকে আমার প্রার্থনা জানাইবে না। কেননা তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান নিজ প্রিয়তমার মুখকমল তদীয় চিত্তকে অন্য ললনাসক্ত হইতে নিষেধ করিবে, অর্থাৎ নিজ অনুরাগের আলম্বনস্বরূপা প্রিয়তমার মুখসরোজ প্রত্যক্ষে প্রকাশিত থাকিলে, তাঁহার মন অপ্রত্যক্ষ কোন কামিনীর মুখ সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরক্ত হইবে না। হে হংস! যখন নিষধনাথ নল অন্তঃপুর সম্বন্ধি উপভোগদ্বারা অত্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকিবেন, তখন তুমি আমার প্রার্থনা জানাইও না। কেননা যে ব্যক্তি জলপান করিয়া তৃপ্ত হয়, অতি সুস্বাদু সুগন্ধি শীতল সলিলও তাহার রুচিকর হয় না। আর

যখন তাঁহার মন কোন কারণ বশতঃ ক্রোধে উত্তপ্ত থাকিবে, তখনও তুমি তাঁহাকে আমার প্রার্থনা নিবেদন করিও না। কারণ যে ব্যক্তির রসনা পিত্ত প্রকোপদ্বারা অভিভূত থাকে, শর্করাও তাহার তিক্ত বোধ হয়। এবং যেকালে তাঁহার চিত্তকে কার্য্যান্তরে আসক্ত দেখিবে তখনও তাঁহার নিকট আমার প্রার্থনা গোচর করিবে না। কেননা মনুষ্যের চিত্ত যে সময় অন্য কার্য্যে আসক্ত থাকে, সেই সময়ে অন্যের প্রার্থিত কার্য্যের অজ্ঞানরূপ নিদ্রা অবলম্বন করত অবজ্ঞার চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে। হংসবর! তুমি নিজে বিজ্ঞ, অতএব তোমাকে আর অধিক কি বলিব? তুমি যখন প্রার্থনা জানাইবার সুসময় বিবেচনা করিবে, তখনই তাঁহাকে আমার প্রার্থনা কহিও। নতুবা বিলম্ব আশঙ্কায় সহসা তাঁহার অগ্রে ইহা উত্থাপিত করিও না। কারণ কার্য্যের একান্ত অসিদ্ধি অপেক্ষা বিলম্বে সিদ্ধ হওয়াও উত্তম কল্প।

হংসের প্রতি এই সকল বাক্য কথন সময়ে দময়ন্তীর যে লজ্জা পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার দোষমাত্র নাই। কেননা জগদুন্মাদক কন্দর্প তাঁহার চিত্তকে উন্মাদিত করিয়া যেরূপ কহিতে নিযুক্ত করিয়াছিল, তিনি সেইরূপই কহিয়াছিলেন। স্মর ও হর ইহাদিগের এই এক প্রসিদ্ধ স্বভাব আছে যে, ইহারা উন্মত্ত পাইলে উভয়েই অসীম আমোদিত হন। তন্মধ্যে স্মর, বিরহ সন্তাপদ্বারা উন্মত্ত ব্যক্তিকে পাইয়া আমোদ প্রকাশ করেন, হর যেন তাহার প্রতি ঈর্ষা করিয়াই উন্মত্ত নামক কুসুমকে প্রাপ্ত হইয়া আমোদিত হন। হংস দময়ন্তীর উক্ত বাক্য সকল শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে নলানুরাগিণী জানিয়া ঈষৎ হাস্য করত নিজ চঞ্চুপুটের মৌনমুদ্রা মোচন করিয়া কহিল, হে রাজনন্দিনি! তুমি যেরূপ কহিলে ইহা যদি সত্য হয়, তবে তোমাদিগের পরস্পর মিলন বিষয়ে আমার কোন চেষ্টারই অপেক্ষা নাই। যে মন্মথ উভয়ের মনকে নিরন্তর সন্তপ্ত করিতেছেন, তিনিই তোমাদিগের পরস্পর মিলনের কারণ হইয়াছেন। হে চারু চন্দ্রাননে! তোমাকে আর অধিক কি বলিব হে দময়ন্তি! কেবল তুমিই একাকিনী নলবিরহে সন্তাপ্তা হও নাই, প্রত্যুত নিষধনাথ নলও তোমার বিরহানলে সতত সন্তপ্ত হইতেছেন।

সঙ্কল্পরূপ অতি বিস্তীর্ণ সোপানে নিরন্তর আরোহণ করিতেছ, কিন্তু নরপতি তোমাকে অনুক্ষণ চিন্তা করত তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হওয়ায় সুতরাং সাতিশয় দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিতেন। ফলতঃ সোপানারোহীর নিশ্বাসপতন সম্ভব, নলরাজা তৎস্বরূপ হওয়ায় তদীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছেন। আর নলের মন তোমাকে চিন্তা করত নির্জ্জন স্থানে যাহা মন্ত্রণা করে, তাঁহার মুখও স্ফুটরূপে তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকে। কেননা কন্দর্প তদীয় মনকে মুগ্ধ করিয়া তাহাতে যাহা উদিত করায়, কন্দর্পের সহিত চন্দ্রের সখ্য থাকা প্রযুক্ত নলের মুখচন্দ্র তাহাই বাক্যে ব্যক্ত করিয়া দেয়। হে চারুবদনে। পূর্ব্বে নিশাকালে নলরাজা কোমল শয্যায় শয়ন করিলে যে নিদ্রা বা যে নায়িকা তাঁহার মনকে মুগ্ধ করত তদীয়াঙ্গ আলিঙ্গনপূর্ব্বক চক্ষুর্দ্বয় চুম্বন করিত, অধুনা তিনি তব বিরহে ব্যাকুল থাকায় সেই নিদ্রা কি সেই নায়িকা তাঁহাকে সেরূপ আলিঙ্গন বা তাঁহার নয়নদ্বয় পরিচুম্বন করে না। অনঙ্গ নলকে নিজ লাবণ্যের প্রতিস্পর্দ্ধী জানিয়া তোমাকে নিমিত্ত করিয়া বাণদ্বারা তাঁহার শরীরকে কৃশ করত যে অঙ্গ লাবণ্যযুক্ত করিয়াছে তাহাও বৃথা হইয়াছে। যেহেতু নলের দেহ কন্দর্পকর্তৃক ক্ষীণ হইয়াও অনঙ্গ সাম্য লাভ করত পুনশ্চ তাহার প্রতিস্পর্দ্ধী হইয়াছে।

হে বিদর্ভরাজকুমারি। নলের তোমার প্রতি অনুরাগিতার বিষয় আর কি বর্ণন করিব? নিষধনাথ তোমাতে অনুরক্ত হইয়া এমত প্রকৃতি বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, যে, যদি মরণাদি কোন পাপকর্ম্মও তোমাকে প্রাপ্ত হন, কিম্বা তোমার দাস হইলে তাঁহার তৎপ্রাপ্তি হয়, তথাচ তিনি ভীত কি লজ্জিত হয়েন না। ইহাতেই বোধ কর যে, কন্দর্প নিজ শরদ্বারা কেবল তাঁহার শরীরকে কৃশ করে নাই, প্রত্যুত শরীরের সহিত তদীয় স্বভাবকেও কৃশ করিয়াছে। নলরাজা স্বভাবতঃ অতি লজ্জাশীল, এইহেতু তিনি যেরূপ মনঃপীড়ার কারণ অন্যের নিকটে প্রকাশ করিতে পারেন না, সেইরূপ যাহারা তাঁহার ঘোরতর স্মরপীড়ায় চিকিৎসা করণক্ষম তাহারাও লজ্জা পরবশতাহেতু তাঁহার সমীপে তদীয় পীড়ার নিদান জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ হয় না। ইহাতে বোধ হয় সেরূপ সাংক্রামিক রোগ

রোগীর সংসর্গি ব্যক্তিদিগের শরীরে প্রবেশ করে, সেইরূপ তাঁহার হৃদয়স্থিত বিশাল লজ্জাও তৎসংসর্গি ব্যক্তিদিগের চিত্তে প্রবিষ্ট হইয়াছে। হে অলৌকিক লাবণ্যবতি! সেই পরম ধৈর্য্যশালী নল তোমার বিরহে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন, তিনি থাকিয়া২ কখন২ তুমি ক্রুদ্ধা হইয়াছ বলিয়া অকস্মাৎ ভীত হন। কখন বা ভ্রমবশতঃ তোমাকে সমীপে লাভ করিয়া সুখাবেশে অসময়ে হাস্য করেন। কখন তুমি গমন করিতেছ ভাবিয়া তোমার পশ্চাৎ২ ধাবনের ন্যায় চেষ্টা করিয়া থাকেন। এবং কখন ভ্রান্তিক্রমে তোমার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। হে সুমুখি! তোমার বিরহজনিত পীড়া প্রবাহরূপ যে যমুনানদী, তথায় মূর্চ্ছাময় যে পুলিন, তাহাতে অজ্ঞানান্ধতারূপ অশরণ পঙ্ক আছে, সকলের এক শরণ্য সেই নিষধনাথ স্বয়ং আশ্চর্য্য হইয়া কুঞ্জরের ন্যায় সেই পঙ্কে পতিত হইয়াছেন।

হে বিদর্ভরাজনন্দিনি! তোমার বিরহে সর্ব্বদা ব্যাকুল চিত্ত নলরাজার বাম দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে যে নিরন্তর দুরন্ত মদনের পঞ্চ২ ক্রমে দশ শর নিপাতিত হয়, সেই শরসমূহ দ্বারা পৃথক অর্জ্জিত দশাসমূহের মধ্যে তিনি নবমী দশাপর্য্যন্ত ভোগ করেন, সৌভাগ্যক্রমে এক্ষণপর্য্যন্তও তাঁহাকে দশমীদশা ভোগ করিতে হয় নাই, প্রত্যাশা করি তাঁহার ভাবিনী দশমী দশারূপ কলিকাদ্বারা আকাশমণ্ডল পুষ্পিত হউক, অর্থাৎ তাঁহার সেই দশা না ঘটুক। সেই নিষধনাথ নল তোমার নিমিত্ত স্মর পীড়ায় কাতরচিত্ত ও হাস্য রহিত মুখ হইয়া আমাকে তোমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন, যাহা হউক আমি তাঁহার আদেশানুসারে এখানে আগমনপূর্ব্বক তোমার মানসিক ভাব প্রতীতি করিতে পারিয়া আপনাকে কৃতকার্য্য মানিয়াছি। হে বরবর্ণিনি! যখন তুমি নিজ সৌন্দর্য্যাদি গুণদ্বারা অতি গম্ভীর স্বভাব নিষধনায়কের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছ, তখন এই বসুধাতল মধ্যে তোমার তুল্য ধন্যা আর কেহই নাই, আমি এবিষয়ে তোমার অধিক প্রশংসা কি করিব, জলনিধিকে উত্তরলা করা অপেক্ষা চন্দ্রচন্দ্রিকার অধিক প্রশংসা আর কি আছে? অতএব আমি পরমেশ্বর নিকটে এই প্রার্থনা করি, যেমন শচীর সহিত

নিশা ও নিশার সহিত শশী শোভিত হইয়া থাকে, সেইরূপ বিধাতা নলের সহিত তোমাকে ও তোমার সহিত নলকে সতত শোভিত করুন। আমার বিবেচনা হয়, যখন বিশ্বস্রষ্টা পুনঃ২ চন্দ্রের সহিত নিশার যোগ করেন, তখন অবশ্যই নলের সহিত তোমার মিলন করিবেন বলিয়াই অভ্যাস করিতেছেন। কেননা যে ব্যক্তি নিয়ত যাদৃশ কর্ম্মের অভ্যাস করে, সেই ব্যক্তি তাদৃশ কর্ম্ম করিতেই নিপুণ হয়।

হে তন্বি! নলরাজার পত্রাবলী রচনা বিষয়ে যে বৈদগ্ধ্য আছে, তাহার যদি সীমা হইবার হয়, তবে কেবল তাহা তোমার উত্তুঙ্গ স্তনমণ্ডলেই হইতে পারে, নচেৎ অন্য নায়িকার কুচদ্বয়ে তাহার সীমা হইবার সম্ভাবনা নাই। হে দময়ন্তি! আমি বোধ করি, নভোমণ্ডলে উদিত একটী পূর্ণচন্দ্র তোমার দুইটী নয়নরূপ ইন্দীবরদ্বয়ের সম্যক আনন্দ সম্পাদন করিতে পারে না, কিন্তু যখন তোমার নলের সহিত মিলন হইবে, তখন গগণচন্দ্র ও তাঁহার মুখচন্দ্র একদা উদিত হইয়া অবশ্যই তোমার উক্ত নয়ন ইন্দীবর যুগলকে পরম আনন্দিত করিবে। হে চারুনয়নে! আমার জ্ঞান হয় তুমি পৃথিবীতে নলরাজার তপস্যারূপ আশ্চর্য্য কল্পবৃক্ষ তুল্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমার মনোহর করাগ্রবর্ত্তী নখরেখা তাহার অঙ্কুর, তোমার সুভঙ্গুর ভ্রূযুগল তাহার দ্বিপত্র, তোমার রমণীয় অধর তাহার পত্রাঙ্কুর, তোমার সুকোমল করযুগল তাহার পল্লব, তোমার ঈষৎ হাস্য তাহার মুকুল, তোমার সুকুমার অঙ্গ তাহার কুসুম, এবং তোমার সুবৃত্ত স্তনদ্বয় তাহার ফলতুল্য হইয়াছে। হে তন্বি! রতিপতি তোমার ও নলনৃপতির পরস্পরানুরাগের তুল্যতা বিধানে নিবন্ধন রশ্মি নিকরশালিনী চন্দ্রমণ্ডলী ও নিজ নারাচলতাকে তুলা করিয়াছিলেন, আহা! অদ্যাপিও ঐ কাংশখণ্ড সুধাকরে কলঙ্করূপে বিলোকিত হইতেছে। হে দময়ন্তি! সুরত ক্রীড়োৎসবকালীন সত্ত্বভাব হেতুক নিগলিত স্বেদরূপ মধুধারা নিবিড় নলরাজার পাণিকমল সম্বন্ধাধীন তোমার কুচ-কলসস্থ যে চিত্ররেখা উত্থিতা হইবে, আমি ভরসা করি তাহা পুনশ্চ তোমার স্তনমণ্ডলেই অবস্থিতি লাভ করুক। এবং তোমরা উভয়ে যখন কেলিকাননে ক্রীড়ারত হইবে, তখন বিবিধ গন্ধাঢ্য

নানা প্রকার সুরতোৎসবরূপ মল্লযুদ্ধ দর্শনে প্রমোদিত মলয় মারুত কর্তৃক সম্পাদিত পুষ্পবৃষ্টি তোমাদিগের উভয়ের ইচ্ছার বিপরীত হউক। হে সুন্দরি! এখন তোমার ও নলরাজার বিলাস বাসনারূপ মনোরূপ পরমাণুদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া হর কোপানলদ্বারা ভস্মীভাব প্রাপ্ত মকরধ্বজের পুনর্ব্বার দেহসৃষ্টি বিষয়ে দ্ব্যণুকত্ব লাভ করুক। অয়ি অপ্রতিমগুণে! মনোভব পুষ্পময় শর নিকরদ্বারা নিষধরাজকে অজেয় বিবেচনাপূর্ব্বক তদীয় পরাজয় হেতুক প্রশস্ত বংশসম্ভবা ও শ্রীবালঙ্কার পট্টসূত্রশোভিতা তোমাকে শরাসন নির্দ্দেশ করত সাতিশয় হৃষ্টপুষ্ট হইতেছেন। হে সুকুমারি! রতিরাজ কন্দর্প নিষধরাজ নলকে জয় করণার্থ সর্ব্বদা তোমার ক্রোড়স্থিত লোমাবলীরূপ জ্যারোপিত তদীয় তনুরূপ ধনুতে কুসুমময় শর সংযোগপূর্ব্বক হংস পক্ষীরূপ সেই রাজহংসকে লক্ষ্য করিতেছে। রতিনায়ক কন্দর্প নিষধনাথের সৌন্দর্য্যাদিদ্বারা পরাজিত হইয়া লজ্জাবশতঃ বৈরাগ্য অবলম্বন পুরঃসর নিজ পুষ্পময় শরসমূহ তোমার কেশপাশে ও আপন বিশ্ব বিজয়ী ধনু তোমার ললাটমূলে রাখিয়া শঙ্করের ললাট নেত্রস্বরূপ ভর্জ্জনপাত্রে স্বীয় কলেবর শীর্ণ করত তোমার কুচশৈলস্থিত পত্রাবলিরূপ পত্র কুটীর আশ্রয় লইয়া নলকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিতেছে।

যখন দময়ন্তী হংসের সহিত এইরূপ আলাপন করিতেছিলেন, তখন তদীয় সখীবৃন্দ তাঁহাকে বহুক্ষণ অন্বেষণ করত তাঁহার সমীপে আগতা হইল। হংস ভামনন্দিনীর সঙ্গিগণকে নিকটাসন্ন দেখিয়া কহিল, হে রাজাঙ্গজে! তোমার কল্যাণ হউক তুমি আমাকে নলরাজ সমীপে গমন করিতে অনুমতি প্রদান কর, এই বলিয়া অতিবেগে নিষধরাজধানী অভিমুখে গমন করিল। দময়ন্তী মদনের কুসুমময় শরহইতে নির্গলিত মধুধারা মিশ্রিত অথচ নলগুণ রূপ সুগন্ধি সংযুক্ত হংসের বাক্যরূপ ঘৃত পান করত পরিতৃপ্ত না হইয়া তদীয় গমনোত্তর নিতান্ত আন্তরিক সন্তাপ ও মোহপ্রাপ্ত হইলেন। যখন দময়ন্তীর প্রিয় সুহৃৎ হংস আকাশপথে গমন করিল, তখন তদীয় নেত্রদ্বয় তাঁহার সহিত কিয়দ্দূরপর্য্যন্ত অনুগমন করত প্রিয়বিচ্ছেদ-হেতুক উদিত বাষ্পবারি

প্রাপ্ত হইয়া নিবৃত্ত হইল, কিন্তু তাঁহার মন প্রিয়দূত হংসের সমভিব্যাহারেই প্রস্থান করিল। হংস দময়ন্তীকে রোদন পরায়ণা দেখিয়া নিজ পক্ষ সঞ্চালন ভঙ্গীদ্বারা তাঁহাকে কার্য সিদ্ধি বার্ত্তা সঙ্কেত করত নলসমীপে উক্ত বিবরণ কথনার্থ প্রস্থিত হইলে দময়ন্তীর সখীগণ তাঁহার অতি সন্নিকর্ষে আগমনপূর্ব্বক কহিল, প্রিয়সখি! তুমি এই দুর্গম পথে আগমন পুরঃসর পথ ভুলিয়া কি এরূপে রোদন করিতেছ? এসো এসো আমরা সকলে মিলিত হইয়া এই পথে স্বগৃহে গমন করি, ইহা বলিয়া তাঁহাকে নিজ নিকেতনে লইয়া গেল।

এদিকে হংস সত্বরে নিষধরাজধানী গমনপূর্ব্বক পূর্ব্বে যে সরোবরে নলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল, সেই সরোবরের সমীপস্থ কন্দর্প শরসমূহের প্রতি স্পর্দ্ধাশীল কুসুমচয় বিশিষ্ট অশোক বিটপির মূলে বিরহাতুর নলরাজাকে পুনর্ব্বার প্রত্যক্ষ করিল। নিষধরাজ বিরহ ব্যাকুল চিত্তে দময়ন্তী ও হংসকে সম্বোধনপূর্ব্বক যখন এইরূপ কহিতেছিলেন যে, "দময়ন্তি! তুমি আমার এরূপ অবস্থা দর্শন করিয়াও যে আমার সমীপে আগমন করিতেছ না তাহাতে তোমার দোষ নাই, কারণ পরাধীন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন কর্ম্মই করিতে পারে না, অতএব হে হংস! তুমি শীঘ্র আমার সমীপে আগমনপূর্ব্বক দময়ন্তীর বৃত্তান্ত বল," তখনই হংস তাঁহার নিকটে অবতরণপূর্ব্বক সমুদায় বিবরণ বিবৃদ করিয়া কহিল। কি আশ্চর্য্য! সুকৃতি ব্যক্তিরা ইচ্ছামাত্রেই মনোভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হয়। যাহা হউক নিষধনাথ হংসের মুখে প্রিয়ার বাক্যরূপ অমৃত শ্রবণপুটে পান করত পুনঃ২ তাহাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এবং তাহাতে সমধিক আনন্দলাভ করিয়া মনেং শত শতবার সেই বাক্যাবলী আলোচনা করিতে লাগিলেন।

ইতি তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

যখন হংস দময়ন্তীর নিকটহইতে নিষধরাজধানী প্রস্থান করিল, তখন রতিনায়ক কন্দর্প নিষধনাথের সৌরভান্বিত যশোরূপ শুক্র পুষ্পকে ধনু ও তাঁহার অসীম গুণকে গুণ এবং দ্বিজ চারণ বন্দি হংসপ্রভৃতি দ্বারা দময়ন্তীর শ্রবণ পথপর্য্যন্ত উপনীত নলকে শর করিয়া দময়ন্তীকে আশু পরাজয় করিলেন। ভীমনন্দিনী দময়ন্তী কন্দর্প জ্বরপীড়িতা হইয়া প্রিয়তম নলের গুণ কথনরূপ সরোবরজলে যতই অবগাহন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনে দীর্ঘ কালব্যাপক সন্তাপ উদিত হইতে লাগিল*। তিনি তৎকালে যেরূপ অধৈর্য্যশালিনী হইলেন, বোধ হইল যেন প্রিয়তমের দূত হংসের গমনবেগের নিকটে সেই স্থিতি বিরোধকারিণী অধীরতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কেননা যাহা যে বস্তুর অব্যবহিত পরক্ষণে উদিত হয়, তাহাকে তদুৎপন্ন বলিয়া নিরূপণ করা যায়। সে সময়ে তাঁহার সুচারু অধরে হাস্যোদয়ের কথা কি কহিব, তিনি যখন প্রিয় বিরহে ব্যাকুলচিত্ত হইলেন, তখন তাঁহার অধর এমত জড় স্বভাবতা প্রাপ্ত হইল যে, তাহার হাস্য ক্রিয়া করা দূরে থাকুক, সে স্মিত লেশকেও স্মরণ করিতে পারিল না। এবং তাঁহার নয়নরূপ খঞ্জনদ্বয় খঞ্জ হইয়া নেত্রান্তরূপ নিজ প্রাঙ্গণে একপদও ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইল না। কুরঙ্গনয়নী ভীমনন্দিনীর হৃদয়ে যখন যুগপৎ নল ও মদন উভয়ে প্রবেশ করিলেন, তখন জ্ঞান হইল যেন বিদর্ভরাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণাভিলাষী দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে পীড়িতা দেখিয়া স্নেহবশতঃ চিকিৎসা করণার্থ স্বর্গ বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে নিযুক্ত করিলে তাঁহারাই দময়ন্তীর কলেবরে প্রবিষ্ট হইলেন।

দময়ন্তীর যে আনন কমলতুল্য অতি সুকোমল ছিল, তাহা হৃদয়নাথ

---

*জ্বররোগে অভিভূত প্রাণিগণ সলিল সেবন করিয়া সহসা সুখসম্পন্ন হয় কিন্তু পরিণামে বিষম ক্লেশান্বিত হইয়া অনুপম প্রাণেতেও সংশয়াপন্ন হয়।

নলের বিরহজনিত সন্তাপে সাতিশয় ম্লান হইয়া যেরূপ নিশানাথ কৃষ্ণ পক্ষে দিন২ দিননাথের সমীপবর্ত্তী হইয়া ক্ষীণ হন তদ্রূপ তাঁহার বদনের সৌন্দর্য্যও দিন২ ক্ষীণ হইতে লাগিল। ভীমতনয়ার যে কুচকলসদ্বয় তদীয় যৌবনরূপ আদিত্যের কিরণধারা কাঠিন্যপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা কন্দর্পরূপ কুলালের বিলাসরূপ অনল সঙ্গতি নিমিত্তক তাপে সন্তপ্ত হইল। রতিনায়ক মীনকেতন তাঁহার উরুদ্বয়কে বিরহ সন্তাপে নিমগ্ন করিলে তাহা যেরূপ অবসাদ প্রাপ্ত হইল, যদি কদলীতরু মরুভূমিস্থিত হইয়া সমুদায় তৃণাদি দাহকর ক্ষার মৃত্তিকাদ্বারা পীড়িত হয়, তবে উক্ত তরুর সহিত তাহার তুলনা করা যায়। দময়ন্তীর করযুগল, নিরন্তর মন্মথ শরাঘাত-হেতুক সন্তপ্ত হইয়া প্রখর রবিকর দ্বারা শোষিত নিদাঘকালিক সরোবরস্থিত সরোরুহতুল্য শোভা ধারণ করিল। বিদর্ভরাজনন্দিনীর হৃদয় প্রিয় বিচ্ছেদজনিত প্রবল সন্তাপ ভরে যে বিদীর্ণ হয় নাই কারণ তাহার নিবিড় পীবর কুচযুগল তদ্বিদারণের প্রতিবন্ধক হইয়া অপরাধী হইতেছে ? ফলতঃ তিনি বিদীর্ণ হৃদয় হইয়া গতাসু হইলে তাঁহার এই অসীম বিরহ যন্ত্রণা ভজনা করিতে হইত না। তাঁহার ক্লেশের কথা কি বলিব, যদি কোন ব্যক্তির চরণে অতি সূক্ষ্ম এক ধান্যকণ্টকও প্রবেশ করে তবে তাহাতে তাহার ব্যথার অবশেষ থাকে না ; ইহাতে কোমলাঙ্গী দময়ন্তীর হৃদয়ে এক মহা মহীভৃৎ* (রাজা) প্রবিষ্ট ও অবস্থিত হইয়া কিহেতু ব্যথা প্রদান না করিবে ? যাহা হউক, দময়ন্তী প্রিয় বিরহে কাতরা হইয়া যে আপন সমীপস্থ কোন বস্তু দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন না, ইহাতেই বিবেচনা হয়, যে তাঁহার নয়নদ্বয় তদীয় হৃদয়স্থিত নলকে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত অন্তরে প্রবিষ্ট হওয়ায় তাঁহার কোন বস্তু বিষয়ক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্মে না।

বিদর্ভরাজনন্দিনী দময়ন্তী নল বিরহে কাতরা হইয়া যখন সাশ্রুনয়নে অধোবদনে অবস্থিতি করেন, তখন তাঁহার বাষ্পবারিষিক্ত হৃদয়ে মুখচন্দ্র প্রতিবিম্বিত হইলে, জ্ঞান হয় যেন, তদীয় আস্য হৃদয়াভ্যন্তরবর্ত্তি

* অন্য মহীভৃৎ (পর্ব্বত) হৃদয়মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলে কোন ব্যক্তি ব্যথিত না হয়।

নিষধনাথের মুখ চুম্বন করিতে প্রবেশ করিয়া পুনশ্চ প্রত্যাগত হইতেছে। যাহা হউক, কান্ত বিরহে মৃগনয়নার নাসিকারন্ধ্রে যে দীর্ঘ২ নিঃশ্বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহাতে বোধ হয় যেন, অগ্নিসখা বায়ু তদীয় হৃদয়স্থিত মদনাগ্নিকে উত্তেজিত করিবার জন্য গূঢ়বেশে অন্তঃপ্রবেশ করত পুনরায় বহির্গমন করিতেছে। দময়ন্তীর নয়নদ্বয় চিত্রকর সদৃশ হইয়া অজস্র রোদনজনিত নিজ লৌহিত্য ও তাঁহার প্রিয় বিয়োগজন্য আননের পাণ্ডুতা, এবং তদীয় মোহ তিমিরের কৃষ্ণতা ও শরীরের স্বাভাবিকী গৌরতা এই সকল বর্ণকদ্বারা দশদিকে নলের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিতেছে। ভীমতনয়ার অন্তঃশরীর হইতে সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস প্রবাহিত হইয়া সতত তাঁহার হৃদয়স্থিত বসনকে যে কম্পিত করে, তাহাতে জ্ঞান হয় যেন, সমীরণ তদীয় শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক পুনশ্চ বহির্গত হইয়া বসনকে হৃদয়ের সাতিশয় পীড়া নিবেদন করিলে, তাহা তৎশ্রবণেই কম্পিত হয়, কেননা নিজ আশ্রয় পীড়া শ্রবণ করিলে কাহার মনে ত্রাস না জন্মে? যাহা হউক, বরবর্ণিনী দময়ন্তীর বিরহ জ্বরকালে তদীয় কর, জঘন, লোচন, ও আননরূপ শতদলগণ যে আধিক সন্তপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে বিবেচনা হয় যেন, উক্ত সরোজচয় চিরদিন যে দিনমণির কিরণ পান করিয়াছিল, অধুনা সন্তাপচ্ছলে তাহাই বমন করিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দময়ন্তীর সখীগণ তাঁহার নয়নের বাষ্প দেখিয়া বিবেচনাদ্বারা অনুমান করিয়াছিল, যে তদীয় হৃদয়ে নলরূপ অনল থাকায় ব্যভিচার হয় নাই। কেননা যদি কেহ বাষ্প দেখিয়া জলাশয়ে বহ্নি থাকে এমত অনুমান করে, তবে তাহার সেই অনুমানের অবশ্যই ব্যভিচার হয়। রতিপতি মদন, দময়ন্তীর হৃদয়স্থিত নলকে শরাঘাত করত অনীতিজ্ঞতা দোষে আপনিই আপন শরাঘাতদ্বারা মোহিত হয়েন, কারণ কোন্ ব্যক্তির সঙ্গে২ নীতি লঙ্ঘনের প্রতিফল উদিত না হয়?

বিদর্ভরাজনন্দিনী বিরহ মোহাকুলা হইয়া যে নিশানাথকে কমলিনী কান্ত জ্ঞান করেন, আশ্চর্য্যের কথা এই যে, সেই নিশানাথ আরোপিত সূর্য্য হইয়াও বিরহভরে অবিদীর্ণ তদীয় হৃদয়রূপ সূর্য্যকান্ত নামক পা-

মানসওকে প্রজ্বলিত করিয়া থাকে। দময়ন্তী বিরহানলে সন্তাপিতা হইয়া যে সময়ে সজল শতদল হৃদয়ে ধারণ করেন, তখন ত্রিলোকীমধ্যে তাঁহার তুলনার অভাব হয়। কিন্তু যেমন বিদর্ভরাজবালিকা নিজ প্রাণনাথ নলের মুখতুল্য সরোজ হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিরহাগ্নিতে তনু ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেইরূপ যদি অনঙ্গ ভামিনী রতি, হর কোপানলদ্বারা নষ্ট দেহ নিজ প্রিয়তমের প্রিয়পদ্ম হৃদয়ে আলিঙ্গন করত চিতানলে কলেবর পরিহার করিতে উপস্থিত হয়, তবে তাহার সহিত দময়ন্তীর তৎকালে তুলনা হইতে পারে। ভীমতনয়ার হৃদয়ে যে বিরহানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তিনি তাহাকে প্রকৃত অগ্নি বলিয়া বোধ করিতে পারেন নাই। কেননা যদি উক্ত বিরহাগ্নির প্রতি তাঁহার প্রকৃত অগ্নিজ্ঞান থাকিত, তবে তিনি সেই বিরহাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে অভিলাষিণী হইয়া কখনই তদুপরি প্রাণতৃণ নিক্ষেপণ করিতে চেষ্টিতা হইতেন না। স্ত্রীজাতির হৃদয় স্বভাবতঃই কোমল, সুতরাং যোষিৎ শ্রেষ্ঠা দময়ন্তীর হৃদয় বিচ্ছেদ সুখে মলিন না হইবে? যখন কন্দর্পের কুসুমময় শরদ্বারা তদীয় হৃদয় বিদ্ধ হইয়াছে, তখন বিবুধ কন্দর্পই তাহার স্বাভাবিক কোমলতা প্রকাশ করিয়াছেন।

বিদর্ভরাজনন্দিনী বিরহতাপিনী হইয়া নিরন্তর গৃহমধ্যেই অবস্থিতি করেন, সুতরাং চন্দ্র কিম্বা সূর্য্যরশ্মি তাঁহার নয়নগোচর হয় না। কিন্তু দময়ন্তীর চির বৈরিণী চন্দ্র-চন্দ্রিকা তাঁহাকে সন্তাপিত করিবার নিমিত্ত তদীয় গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করত পাছে কেহ নিবারণ করে এই আশঙ্কায় মৃণালবেশ ধারণপূর্ব্বক গবাক্ষদ্বার দিয়া তথায় প্রবেশ করে। ফলতঃ সুধাকর কিরণাবলি, গবাক্ষ বিবর হইতে লম্বমান হইয়া প্রবিষ্ট হওয়ায় মৃণালরূপে বোধ হইয়াছিল। দময়ন্তীর নয়ন জলধারা আর্দ্রীভূত হৃদয়ে সতত নম্রীভূত তদীয় মুখ, প্রতিবিম্বিত হইলে কমল নীলোৎপল, বন্ধুকপুষ্পতুল্য তাঁহার বদন, লোচন, ও অধরের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া জ্ঞান হয় যেন, কুসুমশর ভীমনন্দিনীর বদনাদির উপমান যোগ্য কমলাদি কুসুমময় যে বাণসমূহ তাঁহার হৃদয়ে নিঃক্ষেপণ করেন, বদনাদির প্রতিবিম্বচ্ছলে তৎসমস্ত দৃষ্ট হয়। বিরহসন্তাপে পাণ্ডুতা

প্রফুল্ল কমলিনাকুল ধারণ করেন, যখন তৎসমস্ত প্রখর সন্তাপদ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া মুষ্টিবন্ধের আকৃতি লাভ করে, তখন তাহারা তদীয় হৃদয় সন্তাপানলকে আক্রমণ করিতে কি পরাজয় করিতে সচেষ্ট হয় তাহা বিবেচনা করিতে পারা যায় না। এই দময়ন্তী মদন শররূপ বিষধরগণের দংশন জনিত সর্ব্বাঙ্গ বিসারী বিরহবিষে ব্যাকুলা হইয়া রবির প্রখর করদ্বারা অতিক্লিষ্ট শশিকলার ন্যায় যে মলিনা হইয়া থাকেন, তাহা দেখিয়া কোন ব্যক্তি করুণা-সিন্ধুনীরে অবগাহন না করে? তিনি মন্মথপীড়ায় সন্তপ্ত হইয়া যে সকল মৃণালজাল নিজ হৃদয়ে ধারণ করেন, তাহারা প্রগাঢ় সন্তাপদ্বারা বিদীর্ণ হইলে জ্ঞান হয় যেন, উহারা রাজনন্দিনীর মৃণাল বিজয়ী ভুজদ্বয়কে নিকটে দেখিয়া লজ্জায় পরিম্লানা হইয়া যায়।

ভীমতনয়া বিরহজন্য সন্তাপ নিবারণার্থ নিজ হৃদয়ে যে সকল শৈবালাবলি ধারণ করেন, তিনি কোকিলরব শ্রবণ করিয়া যখন কম্পিত হৃদয়া হয়েন, তখন ঐ সকল শৈবাল বিচলিত হইলে জ্ঞান হয়, যেন তদীয় হৃদয়স্থিত মীনকেতনের ধ্বজরূপ মৎস্যগণের উক্ত শৈবাল সমূহে গাত্র ঘর্ষণ করায় উহারা সচঞ্চল হইতেছে। নলের মন দময়ন্তীর বদনকে যে চন্দ্রকান্ত বোধ করিয়া থাকে, তাহা কেবল মোহ বশতঃ নহে, কারণ যদি ভীমতনয়ার মুখচন্দ্র স্বভাবতঃ চন্দ্রকান্ত না হইত, তবে উহা চন্দ্র দর্শনমাত্র অশ্রুমোচনচ্ছলে কখনই জলমোচন করিত না। কন্দর্পের অস্ত্রসমূহ যেরূপ সর্ব্বদা জগতে জয়যুক্ত, দময়ন্তীর সুকুমার কলেবরও সেইরূপ সংসারে বিজয়শীল। সুতরাং রতিনায়ক তাঁহাকে নিজ শায়কের ন্যায় পক্ষদ্ব প্রাপ্ত করিবার নিমিত্ত সতত সচেষ্টিত হইয়া থাকেন। প্রিয় বিয়োগিনী দময়ন্তী নিশাকালে যখন মদনের আগ্নেয়াস্ত্রতুল্য নিশানাথকে দেখিতে পান, তখনই তিনি নয়নাশ্রু মোচনচ্ছলে নিজ ক্রোধতূণে ঝটিতি তাহার প্রতিবন্ধকস্বরূপ বরুণাস্ত্র সন্ধান করিয়া থাকেন ফলতঃ নলবিরহে তদীয় লোচন যুগল হইতে অবিরল জল নিঃসৃত হয়। আর সময়ক্রমে গগনে প্রকাশিত অম্বুদসমূহ দর্শন করিয়া যখন দময়ন্তীর তৎপ্রতি মন্মথের পর্জ্জন্যাস্ত্র সদৃশ জ্ঞান হয়, তখন তিনি তাহার

প্রতিবিধান করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে নিজ নাসিকার দীর্ঘ নিশ্বাসরূপ বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান করিতে বাধিত হন। অপর যখন মলয়ানিলের প্রতি তাঁহার মদনকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বায়ব্যাস্ত্র জ্ঞান হয়, তখন তিনি তজ্জন্য সন্তাপ ভয় নিবারণার্থ সুশীতল মৃণালবিনির্ম্মিত সর্পাস্ত্র হস্তে ধারণ করেন। রতিপতি দময়ন্তীর অনিবার্য্য বিরহ বেদনা ও উক্ত বেদনা ভোগার্থ তদীয় জীবন এই উভয় প্রকার শল্যদ্বয় তাঁহার হৃদয়ে নিবিষ্ট করিয়াছেন, বোধ হয় তদুদ্ধারের ঈশ ছিলা নিবারণার্থ লৌহময় বিন্দু সদৃশ কঠিন কুচদ্বয় তদীয় হৃদয়ে নিবিষ্ট রাখিয়াছেন। অথবা তিনি দময়ন্তীর কলেবরে নিরন্তর কুসুমশর নিক্ষেপ করিতেছেন, যখন পৃথিবীকে শর নির্ম্মাণ উপযুক্ত কুসুমশূন্য দেখিলেন, তখন নানাবিধ ফল দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিয়া শেষে তালফল যুগল নিক্ষেপদ্বারা তাঁহাকে তাড়না করিলেন, সেই তালফল যুগল স্তনমণ্ডলাকারে তদীয় হৃদয়ে প্রকটিত রহিল। ভীমনন্দিনী যখন তাপময় মহারোগে পতিতা হইয়া বহুতররূপে চন্দ্রকে নিন্দা ও বিধুন্তুদ রাহুকে প্রশংসা করত সাশ্রুনয়নে নিজ সখীগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে সখি! যেরূপ ব্রহ্মার কতিপয় ক্ষণে দেবতাগণের এক যুগ, দেবতাদিগের কতিপয় বৎসরে মনুষ্যগণের এক যুগ গণিত হয়ে নিরূপিত আছে, সেইরূপ সংযোগি যুবক যুবতীগণের কতিপয় ক্ষণে বিরহিদিগের এক যুগ বলিয়া নিরূপিত না হয় কেন?

হে সহচরি! এই নিদারুণ বিরহ যন্ত্রণা সংসারের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ না করিয়াছে? অন্যের কা কথা! দেখ গিরিশ ভাবিনী সতী পতির বিচ্ছেদানলে সন্তাপিতা হইয়া হিমশৈলের মহিমার আদর ব্যতিরেকেও কেবল সুশীলতা লাভ করিবার নিমিত্ত তাহাহইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ত্রিলোকগুরু মহাদেবের ললাটপট্টে নয়নচ্ছলে প্রিয়ার বিরহানল নিরন্তর ধক্ ধক্ রূপে জ্বলিতেছে। আমার বোধ হয় অগ্নি সন্তাপ হইতেও বিরহসন্তাপ অতি গুরুতর; তাহা না হইলে পতিব্রতাগণ অবিসহ্য বিরহ-সন্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া জ্বলন্ত চিতানল প্রবেশ করিবে কেন? হে সখি! চন্দ্রের কলঙ্কায় দর্শন করে, ইহার

যে কলা বিরহিগণের জীবন হরণ করে, সেই ঐ কলঙ্ক লাঞ্ছিত কলা সর্ব্বদা উহার হৃদয়ে দীপিতা হয়, আর যে কলাদ্বারা কুমুদিনীর সহিত সখ্যতা জন্মে, ঐ চন্দ্র সেই কলাকে বহিঃক্ষেপণ করিয়া থাকে। হে প্রিয়তমে! তুমি চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা কর, ঐ ব্যক্তি কোন গুরুর নিকট এরূপ দারুণ বদান্যতা শিক্ষা করিয়াছে? শম্ভুর ললাটে উহার বাস থাকায় তাঁহার কণ্ঠস্থিত বিষধরগণের বিষ সম্পর্ক বশতঃ ঐ দারুণবদান্যতা গুণ উহাকে আশ্রয় করিয়াছে, কিম্বা যখন সিন্ধুসলিলে অধিবসতি করিত তখনই বাড়বানলের সংসর্গনিমিত্তক উহার ঐরূপ কুৎসিত গুণ জন্মিয়াছে? সখি! এই চন্দ্র শুক্লপক্ষে উদিত হইয়া নিরন্তর বিরহিণী কামিনীগণের জীবন সংহরণ করে, সুতরাং উক্ত বিরহিণী বধজন্য পাতকদ্বারা ভ্রমিলাভ করত কৃষ্ণপক্ষে স্বর্গচ্যুত হইয়া নিবিড় তিমিররূপ শ্যামলবর্ণ শিলাতলে নিপতিত হয়, অতএব উহার শরীর ভগ্ন হইয়া তদীয় কণাসমূহ গগণমণ্ডলে যে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে তৎকালে গগণতল প্রভূত তারকানিকরে পরিশোভিতা হয়। হে সখি! তুমি আমার বাক্যে উহাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, ঐ ব্যক্তি কি নিমিত্ত বিরহী বধরূপ দুষ্কর্ম্ম আচরণ করে? যদি ঐ দোষাকর নিশাকর নিজ জন্মভূমির মহত্ত্বকেও গণনা না করে, না করুক, কিন্তু যে স্থানে উহার বাস সেই হরশিরের মহিমা বিস্মৃত হওয়া কি উচিত? হে শশলাঞ্ছন! তোমার যখন ক্ষীরোদ মধ্যে বাস ছিল, তখন সমুদ্র মন্থনার্থ তাহাতে যে মন্দর পর্ব্বত নিপতিত হয়, তুমি কি তদ্দ্বারাও চূর্ণিত হও নাই? কিম্বা মহামুনি অগস্ত্য যেকালে সমুদ্র পান করিয়াছিলেন, তুমি সেইকালে সমুদ্র সলিলসহ তাঁহার জঠরে প্রবেশ করিয়াও জঠরানলদ্বারা জীর্ণতা পাও নাই?

হে জড়চিত্ত! তুমি শ্রুতি প্রমাণদ্বারা মনেং নিশ্চয় করিয়াছ যে এই দময়ন্তীর জীবন বিনষ্ট হইলে ইহার মন আমাতেই বিলীন হইবে। কিন্তু এরূপ বিবেচনা করা তোমার মূর্খতার কার্য্য, কেননা বিবুধ স্মর আমার পক্ষে সেই শ্রুতিবাক্যের বিশেষ অর্থ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, দময়ন্তীর জীবনাশুকালে তদীয় মন সামান্য চন্দ্রে লয় না পাইয়া

নলের মুখচন্দ্রই মলিন হইবে, অতএব আমাকে তোমার নিরর্থক সন্তাপিত করা অনুচিত। হে মৃগলাঞ্ছন! তুমি আমাকে এরূপ যাতনা দান করিও না, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে একবারে বধ করিয়া বধূবধরূপ অপূর্ব্ব পৌরুষ ধারণ কর এবং সংসারে নিজ নূতন কীর্ত্তি ঘোষণা করত স্বীয় পিতৃকুলকেও উজ্জ্বলিত কর। হে সুধাকর! যখন নিশাকালে কমলিনীবান্ধব অস্তাচলে গমন করেন, তখনই তুমি সুধাবেশ ধারণে আমাকে যে তাপ প্রদান করিয়া থাক তাহা কর, কিন্তু রজনী প্রভাতে যখন পুনরায় সূর্য্য উদিত হইবেন, তখন আমি তোমাকে অবশ্যই অধঃপতিত হইতে দেখিব। হে বিরহি-ভয়ঙ্কর শশধর! তুমি রাত্রিকালে ভূতপতিকে আশ্রয় করত অমৃত হইয়াও যে সাত্ত্বিক জ্বালা প্রকাশ করিয়া থাক, তোমার তাদৃশ কুকৃত্য দেখিয়া কাহার মনে আশ্চর্য্য জ্ঞান না হয়? হে সখি! এই সুধাকরের মধ্যে যে কুরঙ্গ বাস করিয়া আছে, তুমি তাহার মুখে আমাদিগের কর্ণপূরাকৃত তমাল দলাঙ্কুর নিক্ষেপণ কর, যদি চন্দ্র মধ্যস্থিত কুরঙ্গ তাহা ভক্ষণ করত পীনদেহ হইয়া শরীরদ্বারা কখন চন্দ্রকে আচ্ছাদন করিতে পারে, তথাচ আমি ক্ষণকাল জীবন ধারণ করিতে সমর্থা হই।

সখি! তোমাকে আমি এখন কি বলিব, সময়কালে যে কোন বুদ্ধিই উদয় পায় না। আমি যাহার নিমিত্তে তোমায় অনুরোধ করিব, সেই অমাবস্যা যে অল্পদিন গত হইয়াছে। যাহা হউক তোমাকে একণে এই কথা বলিয়া রাখি, যখন পুনর্ব্বার অমাবস্যা আগতা হইবে, তখন তুমি তাহাকে অবরোধ করিয়া রাখিবে, যেন আমাকে পুনশ্চ এই পাপিষ্ঠ বিধুর মুখ অবলোকন করিতে না হয়। হে সহচরি! যে চকোর প্রতিদিন চন্দ্রকিরণ পান করে, সে কি সিন্ধু পানকারি অগস্ত্য ঋষির নিকটে সিন্ধু পান করা অধ্যয়ন করে নাই? যদি সে তাহা করিয়া থাকে তবে তাহার পক্ষে চন্দ্রচন্দ্রিকা বিন্দুমাত্রও হইবে না, বোধ করি সে অল্প সময়ের মধ্যেই চন্দ্রকে নিঃশেষিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে আর আমাকে চন্দ্র দর্শন করিতে হইবে না। অথবা তোমাকে আর এক পরামর্শ বলি, তুমি গৃহমধ্য হইতে আমার মুকুর আনয়ন কর, এবং নিজ

হস্তে এক লৌহময় মুদ্গর ধর, যখন ঐ চন্দ্র মুকুর মধ্যে প্রবেশ করিবে তখন তুমি শীঘ্র আমার অহিতকর উহাকে মুদ্গর ঘাতে বিনাশ করিবে। হে প্রিয়তমে! সমুদ্র যেরূপ বাড়বানলকে নিজ জঠরে ধারণ করেন, এই বিষম স্বভাব চন্দ্রকেও তথায় ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মদনান্তক মহাদেব যেরূপ সমুদ্রকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত লোকের অনিষ্টকর বিষপান করিয়াছিলেন, সেইরূপ বিষম প্রকৃতি চন্দ্রকে কিহেতু ভক্ষণ করেন নাই? কি আশ্চর্য্য! সমুদ্রহইতে যে গরল উত্থিত হইয়াছিল, তাহা একজন দেবতাকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াই নিঃশেষিত হইয়াছে, কিন্তু সিন্ধুখিত এই বিষম বিষরূপ চন্দ্র সমস্ত দেবতাগণকর্ত্তৃক পানদ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াও স্বয়ং পুনঃ২ নবং রূপে উদিত হইতেছে*। হে বয়স্যাগণ! সকল কলা সম্পন্ন কলানিধি বিরহিলোককে বিপদাকুল করেন, অতএব ইহাকে পাপচন্দ্র বলিয়া অবগত হও, এবং সুরগণকর্ত্তৃক কবলিত কলা কলানিধিকে (ক্ষীণচন্দ্রকে) পাপচন্দ্র চন্দ্র বলিয়া স্বীকার কর, আহা! দৈবজ্ঞ পণ্ডিতগণ কিহেতু ইহার বৈপরীত্য কীর্ত্তন করেন। কিন্তু যে পক্ষে কলাকর ক্ষীণদেহ হয় সেই পক্ষ বিরহিদিগের বহুতর সম্মাননীয়, অতএব উক্ত পণ্ডিতগণ তাহাকে বহুল পক্ষ বলিয়া খ্যাত করেন, এবং যে তিথি বিরহিবৃন্দের অপরিমিত আদরণীয়া তাহাকেও অমাবস্যা বলিয়া থাকেন।

হে সখি! আমার জ্ঞান হয় বিধুন্তদ রাহু চন্দ্রকে নিজ রিপু বিষ্ণুর সুতীক্ষ্ণ সুদর্শনচক্র বলিয়াই জ্ঞান করে, নতুবা সে নিজ উপাদেয়স্বরূপ করস্থ লবিমুক্ত শক্তু তুল্য চন্দ্রকে স্বীয় মুখে পাইয়া পুনশ্চ পরিত্যাগ করিবে কেন? অথবা রাহু তাহাকে গ্রাস করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করে না, কিন্তু তাহার শরীর না থাকায় চন্দ্র তদীয় মুখে প্রবেশ করত গলনালছিদ্র দিয়া পুনশ্চ বহির্গত হয়, অথবা রাহু কলানিধিকে অত্রিমুনির লোচনমল বিবেচনা করিয়া ঘৃণাপূর্ব্বক পরিহার করিয়াছে।

---

*পুরাণশাস্ত্রে বাক্য আছে যে কৃষ্ণপক্ষে দেবগণ কলানিধির এক এক কলা প্রতিদিন ভোজন করেন, শুক্লপক্ষে উঁহারা এক এক কলা উদ্গত করায় ক্রমশঃ কলানিধি নিজ সম্পূর্ণ কলেবর প্রাপ্ত হয়েন।

আহা! সরলদৃষ্টি পুরাণবেত্তৃগণ বিষ্ণুকে রাহুর শিরশ্ছেদক বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই তাঁহাকে বিরহিদিগের মস্তকচ্ছেদক বলেন না। দেখ! যদি ভগবান্ বিষ্ণু রাহুর শিরশ্ছেদন না করিতেন, তবে শশধর রাহুগ্রস্ত হইয়া তদীয় জঠরানলে জীর্ণ হইলে জীবিত থাকিয়া পুনশ্চ বিরহিগণকে সন্তাপিত করিতে পারিত না। আহা! যখন মদনান্তক মহাদেব দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞায় পশুর মস্তক ছেদন করেন, তখন মদনের সখা অশ্বিনীকুমার সেই পশুর ছিন্ন মস্তক লইয়া অন্য দেহ সন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু হে সখি! বিরহিদিগের এমত সুহৃৎ কে আছে যে, রাহুর ছিন্ন মস্তক লইয়া অন্য দেহ সন্ধান করিতে পারে? সে যাহা হউক ফলতঃ নিষধনাথ নল রণস্থলে যে সকল শত্রুর মস্তক ছেদন করেন, যদি প্রাণভয়ে উৎপতনশীল সেই শত্রুদিগের শোণিতাবিল দেহে রাহু স্বয়ং সংশ্লিষ্ট হয় তবেও আমাদিগের মনোভীষ্ট সিদ্ধির অপেক্ষা থাকে না। হে সহচরি! তুমি জরানাম্নী রাক্ষসীকে এই কথা জিজ্ঞাসা কর দেখি, সে যেরূপ মগধরাজ জরাসন্ধের দুই অংশে খণ্ডিত দেহকে দ্বিদলের ন্যায় একত্র সন্ধান করিয়াছিল, সে কি সেইরূপ মস্তকহীন কেতুর দেহে রাহুর মস্তক সন্ধান করিতে পারে না? অথবা তুমি আমার কথায় রাহুকেই জিজ্ঞাসা কর দেখি, সেই রাহু কি চন্দ্রকে গ্রাস করত তৎপ্রতি দ্বিজরাজ জ্ঞান করিয়া তাহাকে পুনশ্চ পরিত্যাগ করে? যদি এমত হয়, তবে তাহা কেবল যে বাস্তবিক দ্বিজরাজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ নহে, কিন্তু উহার নামই দ্বিজরাজ অর্থাৎ নক্ষত্র শ্রেষ্ঠ। কারণ যদি চন্দ্র বাস্তবিক দ্বিজরাজ হইত, তবে ঐ ব্যক্তি বারুণীসেবা অর্থাৎ পশ্চিম দিকে গতি করত পতিত হইয়া পুনশ্চ স্বর্গারোহণ করিতে পারিত না। কেননা যে দ্বিজ বারুণী (সুরা) সেবা করে তাহার কোনরূপেই স্বর্গারোহণ করা সম্ভবে না।

যদ্যপি রাহু এমত বলে যে, চন্দ্র বাস্তবিক দ্বিজরাজ না হইলে নিষাদী সংসর্গি ব্রাহ্মণ * গরুড়ের গলে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে সন্তপ্ত করিয়া-

---

*পুরাণে এরূপ আখ্যায়িকা আছে যে, গরুড় নিষাদগণের প্রতি কুপিত,

ছিল, সেইরূপ চন্দ্র তোমার গলে প্রবেশ করিয়া আমাকে সন্তাপিত করে কেন, তবে তাহাকে বল যে, চন্দ্রের দাহকারিত্ব ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন নহে, কিন্তু স্বভাবতই সে সন্তাপক হয়, তাহা না হইলে সে আমাকে নিরাপরাধে এরূপ সন্তাপ প্রদান করিবে কেন? অতএব তাহাকে বধ করিলে তোমার কিছু মাত্র পাপ হইবে না। হে বিধুন্তুদ! এই বিধু সংসারে যে দ্বিজরাজ বলিয়া খ্যাত আছে, তাহার কারণ এই যে, বিধাতা যমের হিতার্থ বিরহিণীগণকে চর্বণ করিবার নিমিত্ত উহাকে ষোড়শ কলারূপ ষোড়শসংখ্য দ্বিজ (দন্ত) দ্বারা যুক্ত করত সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং ঐ দোষাকর, সংসারে দ্বিজরাজ অর্থাৎ দন্তের রাজা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। হে রাহো! বাস্তবিক ঐ চন্দ্র কোন এক স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, কিন্তু উহা বিশ্বপীড়ক কন্দর্পের মুখ। যে সময়ে কন্দর্প মহাদেবের নেত্রহুতাশনে দগ্ধ হইতেছিল, তখন বিশ্বশিল্পী বিধাতা নিজসৃষ্ট রমণীয় বস্তুকে নিঃশেষে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া তাহার মুখ স্বরূপ চন্দ্রকে সেই প্রজ্বলিত নয়নানল হইতে বহির্গত করিয়াছিলেন। বোধ হয়, সেই নিমিত্তই ঐ সুধাকর বিরহিণী নিকরকে সন্তাপ প্রদান করিয়া থাকে। অপর ঐ চন্দ্রের শরীরে যে শশচিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ এইরূপ বিবেচনা করা যায়, যে, কন্দর্প আপন দুঃস্বভাবতা বশতঃ নিরপরাধে নিরন্তর বিরহিগণকে যে বধ করে, বিধাতা তাহা দেখিয়া তাহার মুখ স্বরূপ চন্দ্রে কালিমরেখা অঙ্কিত করিয়াছেন।

নিতান্ত বিরহাকুলা দময়ন্তী এইরূপ বিবিধ প্রকার উক্তিদ্বারা চন্দ্রকে নিন্দা করত মনেং ভাবিলেন, যে, দূরস্থিত ব্যক্তিকে সমধিক নিন্দা করা অনর্থক কিন্তু যে ব্যক্তি নিকটে থাকিয়া পীড়া প্রদান করে, বরং তাহাকেই নিন্দা করা সার্থক হইতে পারে। ইহা চিন্তা করিয়া নিজ হৃদয়স্থিত মদনকে নিন্দাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। হে অনঙ্গ! তুমি যদি আমার হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত আছ, তবে কি নিমিত্ত তাহাকে অজস্র

হইয়া তাহাদিগের পুর গ্রাস করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ নিষাদাঙ্গনে আসক্ত হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি গরুড়ের কণ্ঠে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার কণ্ঠ সন্তপ্ত প্রায় করিয়াছিল। অতএব গরুড় তাহাকে বমন করিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছিল।

বিশ্ববিজয়-জনিত কীর্ত্তিরূপা তনুকে বিনষ্ট করিলে অবশিষ্ট যে ভৌতিকী তনু ছিল, পুনর্ব্বার মহাদেব তাহাকেও বিনষ্ট করিয়াছেন। তুমি কুসুমময় বাণদ্বারা মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইয়া যে ফললাভ করিয়াছ, আহা! নীতিশাস্ত্রচয় তাহাতেই ভীত হইয়া পুষ্প দ্বারাও অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধবাক্য পরায়ণ হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। হে অতনো! তুমি যদি অন্য দেবগণের সহিত সুধাপান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলে, তবে হর-কোপানলে তোমার কলেবর কিজন্য ভস্মীভূত হইল? ইহা তুমি ব্যক্ত করিয়া বল, অথবা বিবেচনা করি তুমি রতির অধর সুধা পান করিয়া সামান্য সুধার প্রতি ঘৃণা করত তাহা পান কর নাই। সুতরাং হর-কোপাগ্নিদ্বারা মৃত্যুলাভ করিয়াছ। হে মার! তুমি যে নিরন্তর ভুবনকে মোহিত করিয়া থাক, বুঝি সেই পাপবশতঃ তোমার মরণান্তর পিশাচত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে, নতুবা, যেরূপ পিশাচগণ মলিনা কামিনীগণকে অভিভব করত সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে, সেইরূপ তুমি আমার মত বিরহ-ব্যাধি মলিনা কামিনীগণকে অভিভব করিয়া জগতে ভ্রমণ করিবে কেন?

হে স্মর! তুমি নিষ্ঠুর কি সকরুণ তাহা কিছুই বোধগম্য হয় না। যদি তোমার নিষ্ঠুরতাই বলবতী হইত, তবে তুমি অবশ্যই আমাকে মৃত্যু প্রদান করিতে, আর যদি তুমি সকরুণ হইতে তবে কৃপাহেতু তোমার করহইতে নিদারুণ ধনুককে স্খলিত দেখিতে পাইতাম। ইহাতে বোধ হয় তুমি জীবিত নাই, কারণ যেরূপ মৃত ব্যক্তির সঙ্কুচিত মুষ্টি শিথিল হয় না, সেইরূপ তোমার মুষ্টির শৈথিল্য না হওয়ায় হস্তহইতে ধনুক স্খলিত হইতে পারে না। হে মনোদেব! যে ব্যক্তিগণ অপর দেবতার উপাসনা করে, তাহাদিগের নয়নের অন্ধতা, শরীরের বৈরূপ্য, অকস্মাৎ মৃত্যু এই সকল নিবারিত হয়। কিন্তু যাহারা তোমাকে সেবা করে, তাহাদিগের অন্ধতাদি নাশ হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত অতিশয়রূপে সেই সকল জন্মিয়া থাকে। হে মদন! বিধাতা তোমাকে নৃশংস জানিয়াই তোমার নিমিত্ত পুষ্পময় অস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি তাহা না করিয়া তিনি তোমাকে লৌহময় সুদৃঢ় বাণ প্রদান করিতেন, তবে তাঁহার সৃষ্ট

এই জগৎ অকালে কাল কবলিত হইত। হে দর্পক! যেরূপ মহাদেবের শরাগ্নিদ্বারা পূর্ব্বে ত্রিপুর দগ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ তোমার বাণাগ্নিদ্বারা পাছে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই তিন পুর দগ্ধ হয়, বিধাতা ইহা ভাবিয়াই বুঝি তোমার শররূপ কুসুমসমূহকে মকরন্দদ্বারা সিক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ ক্লেদ ভাবাপন্ন বাণের গতিশক্তির অল্পতা হইয়া থাকে।

হে কাম! বিশ্বনির্ম্মাতা জন সকলের মনকে নিরবয়ব জানিয়া তাহাকে অভেদ্য জ্ঞান করত তোমার বাণের লক্ষ্যরূপে কল্পনা করিয়াছেন। সম্ভাবনা করি যদি তিনি তাহা না করিয়া বজ্রকে তদীয় শর লক্ষ্য করিতেন, তবে অতি কঠিন সেই বজ্রও শরদ্বারা বিদীর্ণ হইয়া যাইত। হে স্মর! তুমি যেরূপ হিংস্র বিধাতা তাহা জানিতে পারিয়া অতি সুকোমল কুসুমনিকরকে তোমার শররূপে কল্পনা করিয়াও চিত্তের স্বাস্থ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। সুতরাং পাঁচটি মাত্র কুসুমকে তোমার শর যোগ্যরূপে নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তুমি কিদারুণ হিংস্র যে, সেই পঞ্চ শরদ্বারাই ত্রিভুবনকে জর্জ্জরীভূত করিতেছ। হে মদন! কেবল হর কোপাগ্নিই তোমার অনঙ্গতার কারণ নহে, কিন্তু স্বর্গস্থিত মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ, হরিচন্দন এই সকল নামে প্রসিদ্ধ যে পঞ্চ সংখ্যক দেবদারুগণ সকল দেবতাকেই রাশি২ কুসুম বিতরণ করে, তাহারা তোমাকে দেবগণের মধ্যে নিকৃষ্ট জানিয়া তদ্রূপ রাশি২ পুষ্প প্রদান না করিয়া যে কেবল এক একটি করিয়া কুসুম প্রদান করিয়া থাকে, বুঝি তুমি সেই অপমানেও এরূপ ক্ষীণতনু হইয়াছ। হে মানকেতো! বিধাতা তোমাকে একখানি মাত্র কুসুমময় ধনু প্রদান পূর্ব্বক তদ্দ্বারা লোকের বহুল অনিষ্ট সম্ভাবনা বোধ করত যে পুনশ্চ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছে। কারণ তোমার যে এক ধনুককে লোকের অনিষ্টকর জানিয়া বিধাতা পুনশ্চ প্রতিগ্রহণ করিয়াছেন, এখন নলরাজার জ্রূরূপে তেমন দুইখানি ধনু যুগপৎ উদয় পাইয়াছে। হে মন্মথ! ঋতুগণ ক্রমানুরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গে ইন্দ্রের নন্দনকাননকে শোভিত করিয়া অবস্থিতি করে, সেই ঋতুগণ তোমাকে দয়া করিয়া যে এক একটি সংখ্যার ছয়টি পুষ্প

দেয়, তুমি তাহার মধ্যেই একটি পুষ্পদ্বারা ধনু ও অন্য পাঁচটিদ্বারা পাঁচটি শর নির্ম্মাণ করত অখিলের বিড়ম্বনা ঘটাও। ফলতঃ যদি ঐ ঋতুগণ তোমার প্রতি কৃপা করিয়া উক্ত ছয়টি পুষ্প ও তোমাকে না দিত তবে তোমার দ্বারা জগতের এরূপ অনিষ্ট ঘটিত না, তুমি তাহাতেও দরিদ্র হইলে আর কি করিতে পারিতে? হে অনঙ্গ! যদিও তোমার শরীর ধ্বংশ হওয়ায় জগতের কিঞ্চিৎ হিত হইয়াছে বটে, ফলতঃ তথাপি যখন তুমি নিজ অবিচলিত ভুজদ্বারা ধনুক আকর্ষণপূর্ব্বক তাহাতে শরসংযোগ করিতে প্রস্তুত হও, তখন তোমার সেই বাণ সহ্য করিতে পারে এমত জিতেন্দ্রিয় কোন ব্যক্তিই জগতীতলে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু যদি তোমার শরীর কৃশ না হইত তবে তুমি সংসারের কি অবস্থা ঘটাইতে তাহা কিছুই বলা যায় না। হে স্মর! তুমি পূর্ব্বে যে শর পশুপতির প্রতি সন্ধান করিয়াছিলে, তোমার শরীরের সহিত শর ও হর-কোপাগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এখন তোমার এই অবস্থায় কোকিলের পঞ্চম স্বরই তোমার পঞ্চম শর হইয়া উঠিয়াছে। হে মনসিজ! ভগবান মহাদেব তোমার শরীরকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন, বোধ করি এক আমার দুরদৃষ্টই তাঁহার সেই পরিশ্রমকে বিফল করিয়াছে। কেননা তুমি দেবতাগণের হিতার্থে তদীয় কোপাগ্নিতে নিজ শরীরকে আহুতি প্রদান করিয়া সেই দেব হিত সাধনফলে স্বর্গে তৎক্ষণাৎ পুনশ্চ জন্মগ্রহণ করিতে পারিয়াছ।

হে কন্দর্প! রাত্রিকালে সম্পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রের উদয় হইলে যখন বিরহিগণ তৎপ্রতি বিমুখ হয়, তখন শমন দিকহইতে উৎপন্ন বায়ু তাহাদিগের সম্বন্ধে দক্ষিণ হয় না, তবে যেরূপ কুসুমময় ধনুকে আকর্ষক তোমার বাহুকে দক্ষিণ (নিপুণ) বলা যায় সেইরূপ উক্ত বায়ুকে নামতঃ দক্ষিণ বলিলেও বলা যাইতে পারে। হে, মদন! উমাপতি মহাদেব মৃত্যু, অন্তক, কাম এই সকল পৃথক২ ব্যক্তিকে জয় করিয়াছেন বলিয়াই পণ্ডিতেরা মৃত্যুঞ্জয়, অন্তকরিপু, কামান্তক বলিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি একমাত্র তোমাকে জয় করিয়া কি ঐ সকল নামে বিখ্যাত হইতে পারেন না? প্রত্যুত তাহা অবশ্যই পারেন। কারণ বিরহিগণ তোমাকে মৃত্যু

ও অন্ধক বলিয়াও বিবেচনা করিয়া থাকেন। হে মন্মথ! তুমি যেরূপ পরের অপকার সাধন বিষয়ে কুশল, সেরূপ দ্বিতীয় ব্যক্তি জগতে কেহই দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না। কেননা অন্যং যে সকল পরের অপকারক আছে, তাহারা আপনাকে রক্ষা করত অন্যের অনিষ্ট সাধন করে, কিন্তু তুমি স্ফুলিঙ্গ দেহে জগৎকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক দগ্ধ করিবার নিমিত্ত হর কোপানলে নিজ কলেবরকে দগ্ধ করিয়াছ, অতএব তোমার তুল্য পরের অপকারক আর কে আছে? ভগবান শিব জগতের শিবসাধনার্থ তোমাকে পশুক হবিঃ কল্পনা করত যে নিজ ললাটনেত্ররূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা উঁহার যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু জগতের হিতার্থে সতত চেষ্টিত ভগবান বিষ্ণু তোমার প্রিয়সখা মধুকে (বসন্তকে) রাখিয়া বিশ্বপালক বোধে মধুদৈত্যকে নিধন করত কোন প্রকার জগৎ সিদ্ধি করিতে পারিয়াছেন? এই মহা সন্তাপক বসন্ত থাকিতে কেবল মধুদৈত্যকে বধ করায় জগতের কি উপকার জন্মিয়াছে?

বিরহবিহ্বলা দময়ন্তীর অধর একে প্রিয়তমের অধর রস পিপাসায় পরিশুষ্কই ছিল, তাহাতে তিনি যে কিঞ্চিৎ বাক্য প্রয়োগ করিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার অধর পবনের সংস্পর্শে পরিম্লান হইলে জ্ঞান হইল যেন, কন্দর্প [illegible] তাঁহার তাম্বুল অধির [illegible] পতি হইয়া তাঁহাকে শোষণ বাণদ্বারা আঘাত করিল। অতএব তিনি সেই মন্মথ শরদ্বারা মর্ম্মপীড়িত হইয়া সম্যক প্রকারে বাক্য প্রয়োগ করিতে না পারিয়া, অর্দ্ধার্দ্ধ শ্লোকে সঙ্গিনীগণের উক্তির প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার কোন একজন সখী কহিল, হে রাজনন্দিনি! তুমি এই প্রিয় বিচ্ছেদরূপ আপৎকালে নিজ স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অবকাশ মদনহইতে আপন জীবন রক্ষা কর। দময়ন্তী কহিলেন সখি! যদি আমার দেহে প্রাণ না থাকিত, তবে অদ্য আমাকে এরূপ যাতনা উপভোগ করিতে হইত না, অতএব যাহারা আমার শরীরে থাকিয়া আমাকে এরূপ যাতনা ভোগ করাইতেছে, তুমি কি নিমিত্ত আমার সেই ক্লেশভূত জীবনকে রক্ষা করিতে কহিতেছ? সখী বলিল, হে সুন্দরি! তোমার [illegible]

তাহা অনুষ্ঠান করিয়া থাক কিন্তু এক্ষণে কি নিমিত্ত আমাদিগের হিত বাক্য শ্রবণ করিতেছ না ? ফলতঃ আমাদিগের বাক্যক্রমে তোমার বলপূর্ব্বকও জীবন রক্ষা করা উচিত হয়। তিনি কহিলেন, সখি ! যদি তোমাদিগের আমার হিত করিবার ইচ্ছাই থাকে, তবে তোমরা কিসে শত্রুকল্প জীবনকে রক্ষা করিতে অভিলাষিণী হইতেছ ? সখী কহিল, হে বিদর্ভজে ! তুমি যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছ সে তীব্রকর আদিত্য নহে, কিন্তু অমৃতকর চন্দ্র, ইহাতে কিরণদ্বারা তোমার শরীরে সন্তাপ উদিত হইতেছে কেন ? দময়ন্তী কহিলেন, হে সখি ! যদি অমৃতকর মৃত কর হয়, অর্থাৎ যদি উহার কিরণ থাকে, তবে আমাকে এরূপ তাপিতা হইতে হয় না।

সখী কহিল হে রাজনন্দিনি ! অকারণ ভয় পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন কর। দেখ সম্প্রতি সিতকিরণ চন্দ্র উদিত হইতেছেন। দময়ন্তী কহিলেন সখি ! তুমি বাক্যদ্বারা আমার অনুমানকে খণ্ডন করিতেছ বাস্তবিক যদি উহা চণ্ডকিরণ সূর্য্য না হইয়া সিতকিরণ চন্দ্র হইত, তবে কখনই আমাকে স্বীয় কিরণরূপ তুষারবিন্দু দ্বারা সন্তাপিত করিতে পারিত না। সখী কহিল হে সুন্দরি ! যদি আমার কেবল বাক্যদ্বারা তোমার বিশ্বাস না জন্মে, তবে আমি তোমার নিকট সাধ্য শপথপূর্ব্বক বলিতে পারি যে তুমি সম্প্রতি চন্দ্ররুচি আশ্রয় করিয়া রহিয়াছ। দময়ন্তী নিজ সখীর অভিহিত রুচি শব্দের অর্থান্তর কল্পনা করিয়া কহিলেন সখি ! তুমি বড়ই সত্য বলিলে তাহার সন্দেহ নাই, যাহার নাম রুচি (প্রীতি) তাহাতে কি কখন শরীরের সন্তাপ ও প্রাণের বৈকল্যের কারণ হয় ? সখী কহিল হে সরোজনয়নে ! যদি তোমার চন্দ্রের প্রতিই এত বিদ্বেষ আছে, তবে তুমি তাহার বিরোধি অভিধায়িনী কোকিলার প্রতি কি নিমিত্ত বিরক্তা হইতেছ ? দময়ন্তী কহিলেন সখি ! তুমি কোকিলার ঐ শব্দের অর্থ অনুসন্ধান করিয়া কি করিবে তোমার মনে কোকিলার কুহুধ্বনির যে অর্থ প্রতীতি হইতেছে, তোমার ধ্বনির সে অর্থ নাই। সে যে আমার সম্বন্ধে অনর্থময়া বাণী কহিতেছে। ফলতঃ আমি প্রিয়বিরহে ধীশক্তি বিহীন হইয়া শব্দার্থ জ্ঞানে অযোগ্যা হইতেছি। সখী

বলিল হে ভর্ত্তৃবালে! তুমি যাহার নিমিত্তে সর্ব্বদা চিন্তিতা তোমার সেই প্রাণবল্লভ যে নিরন্তর হৃদয়েই আছেন, তবে কিজন্য এরূপ বিষাদিতা হইতেছ, দময়ন্তী কহিলেন, সখি! আমার প্রাণবল্লভ যে সর্ব্বদাই হৃদয়ে আছেন, সে কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু তাঁহাকে যে বাহ্যে দর্শন করিতে পাই না, এই নিমিত্তেই বিষণ্ণা হইতেছি। সখী কহিল, হে রাজনন্দিনি! মদন সন্তাপদ্বারা কণ্ঠের হারস্থিত মণি স্ফুটিত হওয়ায় তোমার হৃদয়ও যে অনলঙ্কৃত হইয়াছে। দময়ন্তী সখীর অভিহিত অনলঙ্কৃত শব্দের নলরহিত অর্থ বিবেচনা করিয়া কহিলেন, হে সখি! যদি আমার হৃদয়েও প্রিয়তম নলের অবস্থিতি রহিত হইল হা! তবে আমি এককালীন নিহতা হইলাম। একে তাঁহার মনে মদনানল প্রজ্জ্বলিত ছিল, তাহাতে তিনি সখী বাক্যের বিপরীত অর্থ সম্ভাবনা করত উক্ত প্রকার কহিতেং মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। কারণ যে ব্যক্তি অত্যন্ত দুঃখপীড়িতা হয়, সে অসম্ভাবিত প্রিয় বিয়োগের কথাও সহ্য করিতে পারে না। দময়ন্তীকে উক্তরূপে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া তদীয় সখীগণের মধ্যে কেহ তাঁহার মুখে শীতল সলিল অর্পণ, কেহ বা স্তনমণ্ডলে সুস্নিগ্ধ কমলদল অধিরোপণ, কেহ হৃদয়ে তালবৃন্ত ব্যজন, কেহ বা শরীরে চন্দন লেপন করিতে আরম্ভ করিল তাহারা মৃদু অথচ সুশীতল কমল মৃণালাদিদ্বারা বহুক্ষণ তাঁহার পরিচর্য্যা করিলে তিনি ক্রমে অল্পং রূপে চেতনাপ্রাপ্ত হইলেন। তখন সখীরা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ সুস্থা দেখিতে পাইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, হে কলে! বিবেচনা করিয়া দেখ প্রিয়সখীর নয়ন পক্ষ্ম চলিত হইতেছে। হে চঞ্চলে! এই দেখ রাজনন্দিনীর নাসিকায় নিশ্বাস বহন হইতেছে। হে মেনকে! ঐ দেখ দময়ন্তীর অধর পল্লব প্রকম্পিত হইতেছে, হে কপোলতে! ঐ শুন আমাদিগের সখী অস্পষ্ট রূপে কি কহিতেছেন। হে চারুমতে! তুমি রাজতনয়ার স্তনমণ্ডলে বসন আচ্ছাদন কর, হে কেশিনি! তুমি ইহার অসংযত কেশসমূহ বন্ধন করিয়া দাও, হে তরঙ্গিনি! তুমি সখীর নয়নজল পোঞ্ছিত কর, সখীরা পরস্পর এইরূপ কহিতে আরম্ভ করিলে অন্তঃপুরমধ্যে মহা কলরব উত্থিত হইতে লাগিল। রাজা ভীম এই শব্দ শ্রবণ নিমিত্তক অন্তঃপুরে

কর্ম্মফল প্রাণিমাত্রকেই সম্ভোগ করিতে হয়। যাহা হউক, তখন দেব-
রাজ পুরাগত নারদকে স্বর্ণনির্ম্মিত আসনে চরণ প্রক্ষালনার্থ সুশীতল
সলিল দূর্ব্বাদি সহিত অর্ঘ্য ও পাদ্য মধু মিশ্রিত মধুপর্ক প্রদান করিলেন।
এবং ত্রিলোকের রক্ষক [illegible] দেবর্ষির সাতিশয় সৎকার করিলেন,
সাধুদিগের সৎকার করণ কেবল সৎকারকারীর অন্তঃকরণ নিবন্ধন হর-
দৃষ্টব্যাপক, নতুবা গুণের নিমিত্ত নহে, ফলতঃ সাধু সমাদর নিত্যকর্ম্ম
মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে। অনন্তর মুনীন্দ্র দেবেন্দ্রকর্ত্তৃক সম্মানিত
হইয়া মনেং এই বিবেচনা করিলেন যে, কল্পবৃক্ষ সর্ব্বদা একস্থলে
সহবাসপ্রযুক্ত অতি বিতরণশীল ইন্দ্র হস্তহইতেই বদান্যতা শক্তি শিক্ষা
করিয়াছেন। দেবর্ষি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সুরপতি
সমিতিস্থ সমুদয় লোককে কথোপকথনহইতে নিরস্ত করিয়া মুনীন্দ্রের
সহিত নানাবিধ প্রিয় সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। যেহেতু সুজনদ্বয়ের
সহবাস নিজ কথা ও পরকীয় কথার আকর হইয়াছে। এইরূপে নানা-
বিধ কথোপকথন প্রসঙ্গে মহতী কুতূহলা উপস্থিত হইলে দেবরাজ
ভূপালবর্গের সুরপুরে অনাগমনের কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠকে
কহিলেন, হে মুনিসত্তম! পূর্ব্বকালের ন্যায় সম্প্রতি ভূপালবৃন্দেরা কি
সেই বীরসন্ততি উৎপাদন করিতেছেন না, যে বীরসন্তানেরা পরিণামে
অমিত্রগণের বিশিখ প্রহারদ্বারা পরাসু হইয়া মহীতলে নিপাতিত হয়েন।
যে বীরপুরুষেরা গৌরব নিমিত্ত সুরপুর গমনবিরোধি নিজ পার্থিব দেহ
কে সমরক্ষেত্রে পরিহার করিয়া মৎপ্রণীত অতিথি গৌরবরূপ সমৃদ্ধি
[illegible] করেন। হে মুনীন্দ্র! সম্প্রতি সেই সুরবর্গ অতিথিরূপে আমা-
[illegible] ন্যায় যেহেতু প্রাপ্ত হইতেছেন না। অতএব মদীয় [illegible]
[illegible] একমাত্র উদর পোষণ কার্য্যে কুৎসিত সমৃদ্ধিকে আমি
উত্তম বিবেচনা করি না। বাস্তবিক পূর্ব্বজন্মের পুণ্যপুঞ্জরূপ বিভব
করদ্বারা সমুৎপন্ন সমৃদ্ধিকে বিপৎ বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।
কিন্তু সেই সমৃদ্ধির সৎপাত্রের করকমলে সমর্পিত করাই বিপৎ শান্তির
বিধি নির্দিষ্ট হইতেছে। হে মুনিবর্য্য! এইরূপ বিতর্কনা করত আমার সং-
শয়জনিত পাতকরাশি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, অতএব অত্র আপ-

ন্যায় শ্রুতিসমূহ বলবানদিগের পাতকনাশক বেদস্বরূপ হউক। দেবরাজ এই কথা বলিয়া অবনতাস্তিশাখাদ্বারা বিনয়রূপ সমৃদ্ধিকে সূচিত [illegible] করত মুনীন্দ্রবদনে সহস্র লোচনকে সংসক্ত করত অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর দেবর্ষি নারদ সুররাজের বিনয়-নৈপুণ্য সন্দর্শনপূর্ব্বক বিস্ময় রসে নিমগ্ন হইয়া ঈষৎ হাস্য পুরঃসর আনন্দ গদগদ বাক্যে কহিলেন, হে দেবেন্দ্র! তুমি সুহৃৎরাশি উদ্দেশ করিয়া অনির্ব্বচনীয় ক্লেশজালে [illegible] যে শতাশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলে, অদ্যাপিও তৎপরিশ্রম [illegible] হৃদয়মন্দিরে সতত জাগরূক থাকায় পবিত্রকার্য্যে তোমার অবহেলা হইতেছে না বিবেচনা করি ক্লেশাবলম্বন বস্তুতে প্রাণিমাত্রের অভিলাষ হইয়াই থাকে। যাহা হউক তদীয়া সমৃদ্ধি বচনপদবীকে অতিক্রম করিয়াছে, যেহেতু উহারা তোমার বিনয়শক্তিকে বিনাশ করিতেছে না অর্থাৎ সমৃদ্ধিশালী প্রাণিমাত্রেই প্রায় নম্রতা বিহীন হয়েন, যাঁহারা তৎ সত্বেও বিনয়ান্বিত হয়েন তাঁহারা মহামহিমশালী। সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যে বিনয়বিহীন ইহা যদ্যপি তাঁহাদিগের পরম বিরুদ্ধ অনুভব পদার্থ প্রত্যক্ষ ব্যক্ত করেন তবেই এই বাক্যে তাঁহারা বিশেষ বিশ্বাসশালী হয়েন। কিন্তু হে দেবরাজ! তোমার অসদৃশ স্বভাব অবগত হইয়া আমি আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইতেছি, যেহেতু তুমি সর্ব্বদা এতদ্রূপ সঙ্কল্প কল্পনা করিতেছ যে, মদীয় সমৃদ্ধিসমূহ কেবল অতিথিসাৎ করিব আত্মসুখোপভোগ পারত্রিক হিতজনিকা নহে, ইহা বাক্যের ন্যায় আন্তরিক বীক্ষণশালী তোমার [illegible] দৃষ্টি শক্তি প্রকাশমান হইতেছে। অতএব হে অমরেন্দ্র! তুমি নিরন্তর বিজয়যুক্ত হইয়া অসীম সময় ব্যাপিয়া সুরভুবন শাসনশালী হও। এক্ষণে সুরেন্দ্র তোমার প্রস্তাবিত বিষয় প্রস্তাবনা করিতেছি যে, মহীপালবৃন্দ সমরক্ষেত্রে বিক্ষত কলেবর হইতে ক্ষরিত রুধিরধারাজলে অবিরল কিল্বিষরাশিকে প্রক্ষালনপূর্ব্বক যে কারণে সম্প্রতি ভবদীয় ভবনে সমাগত হইতেছেন না সেই জগন্মঙ্গল হর্ষসূচক বৃত্তান্ত শ্রবণপুটে প্রবেশ কর।

হে সুরপতে! অখণ্ড ভূমণ্ডলের অমূল্য রত্নভূতা দময়ন্তী নামে ভীমভূপতনয়া বিরাজমান হইতেছেন, যিনি কুসুমশায়কের অশেষ মোহনাস্ত্রস্বরূপ। অধুনা তিনি নবীন যৌবনপদবীতে পদার্পণ করায় ক্ষণে২ অন

মান্য রূপ লাবণ্যবতী হইয়া কোন অসাধারণ পুণ্যশীল সৌন্দর্য্যশালী পুরুষকে কিংবা কিঞ্চিতাখ্য ভাব ভজনা করিবেন, অর্থাৎ কোন যুবাকে আ-লিঙ্গন করত বাষ্পবিহীন রোদন অকারণ ভয় বিনা কারণে কোপ ও তৎক্ষণাৎ হাস্য করিবেন। যাহা হউক হে কাশ্যপের! তদীয় ওষ্ঠচা-ঞ্চল্য দর্শনে বিবেচনা করি যে, ভীমনন্দিনী কোন যুবাকে পাণিদানপূ-র্ব্বক অসামান্য সম্মানাস্পদী ভূত করিবেন ইহা মৎসমীপে জিজ্ঞাসু হই-তেছ, কিন্তু অভিলষিত কথা অর্দ্ধপথেই অবরোধ করিতেছ তৎকথা জিজ্ঞাসা করিয়া আত্মাকে বৃথা পরিশ্রান্ত করিও না। যেহেতু পরম যোগিবৃন্দের বুদ্ধিবৃত্তিও তৈমী হৃদয়ভবন নিবাসি পুরুষরত্নকে জানিতে অক্ষম হইতেছেন, যদ্যপি যোগিগণ পরমাণুপর্য্যন্তও অবলোকনে সক্ষম, কিন্তু সেই নবীনা দময়ন্তীকর্ত্তৃক নিজ হৃদয়রূপ পরমাণু মধ্যবর্ত্তি রূপা-রূপ কন্দর মধ্যে অভিলষিত পুরুষসিংহকে সংস্থাপিত করায় সুতরাং পরমাণু মধ্যবর্ত্তি বস্তুকে তাঁহারা নিরীক্ষণ করিতে অক্ষম হইতেছেন। হে বাসব! সম্প্রতি সেই অভূতপূর্ব্বা সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যশালিনী ভীমতনয়া বিরহ প্রকাশক বদন পাণ্ডুতাদিদ্বারা কুসুম শরের লক্ষীভূত হওয়ায় তাঁহার পিতা যে স্বয়ম্বরোৎসবে চিত্তাভিনিবেশ করিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে বিধাতার সহায়রূপে প্রকটমান হইতেছে। সে যাহা হউক, যে-হেতু সরোজযোনি ভীমাত্মজার স্বয়ম্বরার্থ রাজবর্গের আহ্বান নিবন্ধন মদনকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, অতএব হে ত্রিদশপালক! ভূপালগণ কাম পরতন্ত্র হইয়া এক্ষণে কলিকর্ম্মকে কালকূট বিষস্বরূপ জ্ঞান করিতেছেন। এবং যেহেতু ভূষণে ও সৌন্দর্য্যাদি গুণে দময়ন্তী সর্ব্বাঙ্গশালিনী হয়েন তদ্বিষয়ে অপর নরপতি হইতে আপনাকে যে শ্রেষ্ঠতাধারণ বিশেষ নিধান তাহাই এক্ষণে রাজন্যগণের পরম পুরু-ষার্থরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। আহা! দেবরাজ! ভূপালবর্গেরই বা বিশেষ দোষ কি? যেহেতু ভীমতনয়ার শৈশব শেষাবির্ভাবাত্ত যুবক-রাজ সমীপে কুসুমশরের মৃগয়াভিনিবেশতা প্রকাশ পাইতেছে। এই কারণে পার্থিবগণ সমরক্ষেত্রে নিজ দেহ পরিহারপূর্ব্বক তৎসন্নিধানে আতিথ্য স্বীকারে যত্নবান হইতেছেন না, হে দেবেন্দ্র! অধিক কি বলিব

ভূপালবর্গের মনোহভিলাষ কেবল দময়ন্তী পরাকাষ্ঠা হইয়া সুরসদনে ক্ষণকালও সমাগত হইতেছে না।

হে স্বর্গসিন্ধু! ভূমণ্ডলে বৈদর্ভী নিমগ্নচেতা পার্থিবগণের সমরোৎসব নিরীক্ষণ না করায় আমি নিতান্ত অধৈর্য্যশালী হইয়া সমরপ্রিয় তোমাকে অনুসন্ধান করিতে অমরভবনে সমাগত হইতেছি। কিন্তু ভবদীয় অসামান্য সমর-নৈপুণ্য যেহ ব্যক্তি অবগত আছে, তাহারা কদাপি তোমার সমভিব্যাহারে বিরোধাভিলাষ প্রকাশ করে না, ইহা আমি জ্ঞাত হইয়াও যেহেতু তোমাকে যুদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিতেছি, অতএব আমার বিষয়ানুরাগ বিবেকশক্তিকে বিনাশশালী করিয়াছে। বেধনন্দন নারদ এইরূপ কহিলে বিবুধেন্দ্র পরস্পরের বচন বিন্যাস উত্তরোত্তর মঙ্গলসূচক হয় এই বিবেচনাপূর্ব্বক স্বকীয় আনন সংকোচকে বিকচমান করিয়া কহিলেন, হে ঋষিবর্য্য! যেহেতু মদীয় অনুজ দনুজবৈরী হৃষীকেশ একণে সুরসদনে বিকাশমান হইতেছেন, অতএব আমার সমরানুশীলন করা বিধেয় নহে। বিজয় চিহ্নস্বরূপ যাহার ভুজ ও অঙ্ককে উপাধান করত আমি শঙ্কাবিহীন হইয়া পরম সুখে নিদ্রানুভব করিতেছি। যিনি মৎস্য কূর্ম্মাদি অনন্তরূপ ধারণ করত জৈমিনি মুনিস্বরূপ হইয়া সুরসমাজের সমরকার্য্য অসহিষ্ণু হওত মদীয় অশনিকে* প্রয়োজন শূন্য করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার বাহুবীর্য্যদ্বারাই নিখিল শত্রুকুল বিপদাকুল হইতেছে, সুতরাং একণে মদশনি দৈত্যগণের জীবনাশক হইতেছে না। অমান্য বিনয়সম্পন্ন পাকশাসন ঋষিসত্তমকে এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে মুনীন্দ্র ঘন২ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিহারপূর্ব্বক দেবরাজকে কহিলেন, হে বাসব! সুরসদন ও রসাতল সম্ভব আহব আশঙ্কা করত আমি বসুমতীতেও বাস করিয়া সুখী হইতে পারি নাই। আহা! একণে স্বর্গাগত হইয়াও মদীয় হৃদয়মন্দিরে অবনিমণ্ডল ও পাতাল সম্ভব মল্লগণের সমরোৎসব বিতর্কমান হইতেছে। অতএব হে দেবরাজ! তুমি আমা-

---

*কথিত আছে: বজ্রপতন সময়ে জৈমিনিমুনির নামোচ্চারণ করিলে অশনিপতন জন্য ভয়সঞ্চার একেবারে কাল সবলে সঙ্কলিত হয়।

কে, ভূমণ্ডল সমাগম নিমিত্ত অনুজ্ঞা প্রদান কর, আমি বিবেচনা করি পার্থিবগণেরা সেই অদ্ভুতরূপা ভীমভূপতনয়ার পাণিপীড়নার্থ স্বয়ম্বরোৎসবে সমাগত হইয়া পরস্পর প্রাণপণে বিবদমান হইতেছেন। পক্ষিরাজ এই কথা বলিয়া সুরপতিকে বলপূর্ব্বক নিবর্ত্তমান করিয়া ভূমণ্ডলে সমাগত হইলেন, তৎকালে ত্রিদশেন্দ্র তৎকর্তৃক নিবারিত হইয়াও কতক দূর দেবর্ষির অনুগামী হইয়াছিলেন। তখন পর্ব্বতঋষি দেবর্ষির গভীরা তারস্বরে সমাকর্ণন পুরঃসর তদীয় বাক্যের প্রতিধ্বনি (স্বীকার) করিলেন। অথচ পর্ব্বত অধিপাবর্তী হইলে প্রতিধ্বনি হইয়াই থাকে, এবং উক্ত ঋষি পর্ব্বত-পক্ষচ্ছেদক সহস্রাক্ষ সমীপে পক্ষ প্রয়োজন প্রকাশ করিলেন না। অথচ পক্ষচ্ছেদক ব্যক্তির সমীপে পক্ষ সম্বরণ করাই সমীচীন হইতেছে। অনন্তর পর্ব্বতঋষি ও দেবর্ষি সুরপুরহইতে অদৃশ্য হইলে মীনকেতন সেই সুরূপা দময়ন্তীর সুশীতল করগ্রহণের স্মরনিকেতন নায়কের বজ্রাগ্নি সন্তপ্ত কর যুগলের ভেষজস্বরূপা নির্দিষ্ট করিলেন। আহা! রতিপতি কি কৌশলে চিকিৎসা ব্যবসায়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, দেখ অশ্বিনীকুমার যুগলের সৌন্দর্য্য কুসুমশরাসনকে স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়াই মকরধ্বজ স্পর্শনদ্বারা সঞ্চারশীল ব্যাধির ন্যায় তদুভয়ের বৈদ্যক বিদ্যালাভ করত অনুরক্ত হইয়াছিল।

তৎকালে সুরপতি মানুষীর প্রতি সমাশক্তচেতা হইলে তাঁহার সহধর্ম্মিণী পৌলোমী খর্ব্বভাব অবলম্বন করিয়া আনন্দপদ্মের আনতিদ্বারা আখণ্ডলকে ইক্ষু খণ্ডিত নিজ দন্ত নিকুঞ্চিত করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্র সুরপুর পরিহারেচ্ছু হইলে রম্ভা যে সাতিশয় মলিনত্ব লাভ করিয়াছিল, সেই মলিমাই বাহ্যভঙ্গিদ্বারা তাঁহার আন্তরিক মলিনত্ব ব্যক্ত করিয়াছিল। ফলতঃ আন্তরিক ক্লেশ না হইলে বাহ্য ক্লেশ কোনমতে সম্ভব হইতে পারে না। তখন ঘৃতাচীও ঘনঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিঃসরণদ্বারা অস্ফুট বাক্যে ইহাই ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, অপ্সরাগণের জীবনে প্রয়োজন নাই, এই সময়েই অস্মদ্দিগের প্রাণমুক্ত যুক্তিযুক্ত হইতেছে। ইতঃস্ততঃ তিলোত্তমা চামর চালনহেতুক চঞ্চল নিজ ভুজনালহইতে চামর নিক্ষেপদ্বারা ইহাই ব্যক্ত করিলেন যে, এক্ষণে সুরভর্ত্তৃহইতে অস্মদাদির

পতন হওয়াই সমুচিত। আহা! যেমন মানসিক সন্তাপ সহ [illegible] হইয়া যে, অঙ্গ ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু হৃদয়স্থ পঙ্কলেপনের উষ্ণতা প্রযুক্ত সেই আকার শুষ্কিবৈকল্য ভজনা করিয়াছিল। ফলতঃ পঙ্ক লেপনের উষ্ণতা নিরীক্ষণ করিয়া যাবৎ ব্যক্তিই তাহার মানসিক সন্তাপ অবগত হইয়াছিল। অধিক কি, যে উর্ব্বশী সৌন্দর্য্যাদি গুণদ্বারা নিজ সংসারকে বশীভূত করিয়াছিলেন, তখন তিনিও (সাত্ত্বিক ভাবোদয়) [illegible] সৌন্দর্য্য পরিসমাপ্তির সামান্যত প্রকাশ করি- য়াছিলেন। ইত্যবসরে কোন কামিনী সহস্রাক্ষের কিঞ্চিৎ [illegible] করিয়া স্বীয় জিজ্ঞাসু কোন বয়স্যাকে কহিল, বয়স্যে! এই দেখ কশ্যপ তনয় শতমন্যু কশ্যপসুতাতে (দেবকন্যাতে) সঙ্গত হইতেছেন। অর্থাৎ [illegible] সমাগম অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়াবহ হইতেছে। এবং কোন কা- মিনী নিজ সৌভাগ্য নিবন্ধন গৌরব প্রকাশ [illegible] বয়স্যাকে কহিল যে, হে বয়স্যে! মনুষ্যগণের দর্শন বিষয়েও তুমি উন্মুক্ত হইতেছ না, এবং নিজ প্রয়োজন থাকিলেও কি তুমি মনুষ্যলোকে গমনশীল হও। এই রূপ বিবিধ বিলাপ পরায়ণা অপ্সরাগণের সমক্ষেই সহস্রাক্ষ [illegible] [illegible] স্বর্গ পরিহার করিলে সলিলরাজ ধর্ম্মরাজ ও হুতাশন এই দিক- পালেরা সানন্দ মানসে তাঁহার অনুগত হইলেন, যেহেতু মহান পূজ্য ব্যক্তিরা যে পদবী অবলম্বন করেন, অপরেরা সেই পদবীর অনুগমন- শীল হইয়াই থাকেন। যাহা হউক, কুসুমশরের অনির্ব্বচনীয় শক্তির কথা ব্যক্ত করিয়া কি কহিব, যেহেতু তৎকালে উক্ত দিকপালেরা দম- য়ন্তীসমীপে চিত্ত চৌর্য্যচতুরা সঙ্গীগণকে পৃথক্‌রূপে প্রেরণ করি- য়াছিলেন, এবং তাঁহার পিতা বিদর্ভরাজের সম্মানার্থ [illegible] উপহারীয় বস্তু সকল প্রেরিত করিয়াছিলেন। হায়! সুরগণও সুরপুর পরিহার করিয়া যে ধরণীর অনুগত হইয়াছিলেন ইহাই নিতান্ত বিস্ময়া- বহ হইতেছে। অথবা বিবেচনা করি যে, ত্রিলোকমধ্যে স্বর্গরূপে নি- র্দ্দিষ্ট এমত কোন স্থানই নাই যেস্থলে সর্ব্বদা চিত্তের স্বাচ্ছন্দ্যলাভ হয়, তাহাই স্বর্গ দ্বিতীয় নাই। তখন অমর চতুষ্টয় সত্বর গমনশীল অশ্ব- গণ [illegible] সমাগমপূর্ব্বক বক্রীকৃত স্কন্ধ হইয়া দূরবর্ত্তী ধরণীকে [illegible]

অতএব তুমি কোন স্থানে গমন করিতেছ, অথবা এই বাক্যেও প্রয়োজন নাই, যেহেতু অস্মদীয় শুভকার্য্য সাধনার্থ শুভযাত্রাকর্ত্তৃক তুমি অর্দ্ধ পথে সমানীত হইতেছ। ফলতঃ হে মহারাজ! যখন তুমি অস্মদীয় নয়নপথের পথিক হইয়াছ তখন আমাদিগের অভিলষিত কার্য্য অবশ্যই সুসিদ্ধ হইবে। হে নিষধনাথ! এই ধর্ম্মরাজ, এই জ্বালামালী হুতাশন, এই সলিলরাজ এবং আমাকে সুররাজ বলিয়া অবগত হও। তুমি নিশ্চিতরূপে অবগত হও যে, আমরা তোমার নিকটে যাচকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলাম, এক্ষণে ক্ষণকাল পদবীক্লেশ অপনোদন করি পশ্চাৎ নিজ২ অভিলষিত কার্য্য নিবেদন করিব। দেবরাজ এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন, কিন্তু বিশেষ কিছু ব্যক্ত করিলেন না, তাঁহার ভারতীভঙ্গিতে কিছুই বিস্ময় হইতে পারে না, যেহেতু শৈশবাবধি গুরু (বৃহস্পতি) তাঁহার গুরু হইয়াছেন। তখন যাচক নাম শ্রুত হওয়ায় নিষধপতির নিখিল কলেবর পুলকাঙ্কিত হইয়া বাসবাদির চরণ পূজার্থ কদম্ব কুসুমের ন্যায় বিকাশমান হইল। এবং তৎকালে নলনৃপতি সংশয়াপন্ন হইয়া মনে২ এইরূপ বিতর্কনা করিলেন যে, এই দিকপালদিগের দুর্লভ বা কি বস্তু আছে, এবং তাহাই বা মাদৃশ ব্যক্তিকর্ত্তৃক সুলভ কিরূপে হইবে, ফলতঃ দিগধিপদিগের অসাধ্য কার্য্য সংসাধনে মাদৃশ মনুষ্যের মনোবৃত্তিও শক্তিমতী হইতেছে না। আর সামান্য অর্থিকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইলে জীবনপর্য্যন্তও অনায়াসে বিতরণ করা যায়, কিন্তু অশেষ সুরগণের পতি শচীপতি অর্থিভাব অবলম্বন করিয়াছেন, এক্ষণে ইহাকে জীবনাধিক কি বস্তু বিতরণ করিয়া আমার মন সুস্থতা লাভ করে। তবে প্রাণ ও ধনাপেক্ষা ঔৎকর্ষশালিনী ভীমনন্দিনী কেবল মদীয় হৃদয় মধ্যে বিরাজমান আছেন, কিন্তু তিনিও এক্ষণে মদধীনা নহে, যাহার ষোড়শ কলার এককলাও কাম্যপী লাভ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। যাহা হউক আমি ইন্দ্রাদির অভিলষিত বিষয় কিরূপে অবগত হইব, এবং অযাচিত বস্তুই বা কিরূপে প্রদান করিব, আহা! যিনি যাচকবর্গের অভিলষিত অবগত হইয়াও তদীয় বচনাবসর সহন করেন সেই দাতাকে ধিক থাকুক। ধনিগণ যাচক প্রমুখাৎ চাটুবাক্য ও দীনতা

প্রকাশক বাক্য শ্রবণ করায় যে পাতকরাশি সঞ্চিত করিয়া থাকেন, তাহা বিলম্ব অবলম্বন করত দান করিয়া দূরীকরণ করিতে সমর্থ হয়েন না, ফলতঃ বিতরণ বিষয়ে যত সত্বরতা প্রকাশ করিবেন ততই কীর্ত্তি ও পুণ্যোন্নতি হইবেক। হায়! যাচকবর্গের কথা দুরবস্থার কি ব্যক্ত করিব, ধনিগণ যে দাতব্য বস্তু করদ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক প্রার্থকদিগের করে তাহা বৈধ সলিলশালী করিয়া বিতরণ করেন তাহাতে বিবেচনা হয় যে, যাচকবর্গের প্রার্থনার বৈফল্য আশঙ্কার ভয়বিহ্বল নিমিত্ত অপমৃত্যুর চিকিৎসার্থই হইবে। ফলতঃ সলিলশালী করিয়া বৈধ ধন বিতরণ করিবেক ইহা বিধিবাক্যে প্রতীয়মান হইতেছে। এবং দ্রব্য দান বিধায়ক বিধিবাক্যদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, যাচকদিগকে হলবৎ* (হলের ন্যায়) ধন ও প্রাণ উভয় প্রদান করিবেক। যাচকবর্গের গৌরবের কথা কি বলিব পঙ্কজাত পদ্ম কমলার আলয় যোগ্য কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নহে কিন্তু বুদ্ধিমানেরা অর্থিবর্গের নির্ম্মল করকমলকেই কমলার আলয় যোগ্য বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন, হায় যিনি কর্ম্মভূমিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া অর্থ বিতরণপূর্ব্বক অর্থিচয়ের অভিলাষ পরিপূর্ণ না করেন বসুন্ধরা তাহার দ্বারাই ভারবতী হয়েন, নতুবা গিরি সরিৎপতি ও মহীরুহের ভারে ভারবতী নহে। কৃপণ ব্যক্তিরা জীবিতাবস্থায় তৃষ্ণা নিবন্ধন যাচকবর্গকে ধন বিতরণে বিমুখ হয়, কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্য যে, উহারা নিধনাবস্থাতেও নার্পযতি (নৃপতিসাৎ) করিয়া থাকেন, ফলতঃ কৃপণ ব্যক্তির ধন নৃপতি তস্কর ও হুতাশনের অধীন হয়।

যাহা হউক জগতীমণ্ডলের অখণ্ড বদান্যমণ্ডলকে অবহেলন পুরঃসর এই যাচক দেবচতুষ্টয়কর্ত্তৃক আমাতে যে কীর্ত্তিমণ্ডল নিবেশিত হইয়াছে, কোন বস্তু বিতরণ করিয়া ইহাতে নিষ্কৃতিলাভে সমর্থ হইব। আহা! যাবৎ লোক নিধনকালে সমস্ত ধন পরিহারপূর্ব্বক একাকী মাত্র পরলোকে গমন করেন, এইহেতু যাচকরূপ বন্ধু কৃপাপরতন্ত্র হইয়া ধন প্রতিগ্রহ করত নিধনপ্রাপ্ত ধনীগণের ভোগার্থ প্রতিগৃহীত ধনকে পর

---

*হলবৎ (কুশযুক্ত) করিয়া বৈধধন বিতরণ করিয়াই থাকে।

লোকে প্রেরিত করেন। ফলতঃ কর্ম্মভূমি এই মর্ত্ত্যভূমিতে যে বস্তু অর্থিসাৎ করেন তাহাই প্রাণিগণ পরলোকে প্রাপ্ত হইয়া অসীম সুখ সম্ভোগে কালাতিপাত করেন। যাচকদিগের কৃপার কথা কি বলিব, যাচকগণ ধনি সন্নিধানে একগুণ ধন গ্রহণপূর্ব্বক আপনি অধমর্ণ হইয়া পরলোকে সেই দাতাকে গৃহীত ধনের কোটীগুণ ধন বিতরণ করেন। হায়! সম্ভাবনা করি এই বৃদ্ধিসম্পাদক অবিনাশী ব্যবসায় সাধুবর্গেরা কত শত পুণ্যপুঞ্জদ্বারা সম্পাদন করিয়া থাকেন। নিষধপতি মুহূর্ত্ত-কাল এইরূপ চিন্তা করিয়া যাচকগণের দুর্লভ দাতার মুখ প্রসন্নতা অবলোকন করত সহর্ষ দেবগণকে কহিলেন যে, জন্য ও জনকের প্রভেদ নাই এই শাস্ত্রমত মদীয় চিত্তবৃত্তিতে সত্যরূপে প্রতীত হইতেছে, যেহেতু যুষ্মদীয় সুধাভোজী শরীর অবলোকন করিয়া আমি মদীয় লোচন-যুগলকে সুধাতে নিমজ্জ্যমান বিবেচনা করিতেছি। আমার ক্ষুদ্রতর তপস্যাই বা কোথা ও আপনারা দর্শনপথের পথিক হইয়াছেন এই ফলই বা কোথায়, ফলতঃ এমন কি শুভকর্ম্ম করিয়াছি যে, তৎফলে আপনারা নয়নপথের পথিক হয়েন। তবে বিবেচনা হয় মদীয় পূর্ব্বপুরুষ পুরুরবাপ্রভৃতি ভূপালবর্গেরা পুঞ্জ২ তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই ফলেই আপনাদিগের চরণযুগল অবলোকন করিলাম। এবঞ্চ সর্ব্বংসহা ও সর্ব্ব ক্লেশকর ব্রত কর্ম্মফলে মহতী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন, যেহেতু আপনারাও পাদপদ্মদ্বারা এই সর্ব্বংসহা ভূমণ্ডলকে পূজা করিতেছেন। অতএব এই নরবালকহইতে আপনারা যে জীবনপর্য্যন্ত তদধিকই, বা যে বস্তু অভিলাষুক হইতেছেন ঈদৃক কোন বস্তু তাহা প্রকাশিত হইলে আমি সেই বস্তুদ্বারা যুষ্মদীয় চরণ সপর্য্যা করি। এইরূপে বীরসেন তনয় বীতবিশঙ্ক হইয়া বিনয়গর্ভ বচন কহিলে ধূর্ত্তরাজ সুররাজ তাঁহাকে বক্রতাপন্ন বাক্য কহিলেন। হে পৃথ্বীচন্দ্র! আমরা দময়ন্তীর সহিত পাণিপীড়নরূপ উৎসব কামনা করিতেছি, অতএব হে নির্জ্জিত কাম! এই উপস্থিত বিষয়ে তুমি অস্মদীয় দৌত্যকার্য্য স্বীকার করিয়া আমাদিগের কামভয় নিবারণ কর। এই মহীমণ্ডলে শত২ মহীপতি অবস্থিতি করিতেছেন, কিন্তু হে গুণনিধান! তুমি তাহাদিগের মধ্যে জননী

রূপে বিকাশমান হইতেছ, তাঁহারা তোমার সমীপে কুপরূপে প্রতিভান্বিত হইতেছেন, যেমন অখণ্ড গ্রহগণ নভোমণ্ডলে বিরাজিত হইয়াও দিবাকরের সাম্যলাভে ক্ষমতাপন্ন হয়েন না। আমরা তপোবনে এই অখণ্ড জগতীমণ্ডল অবলোকন করিয়া থাকি বলিয়াই তদীয় অনবধি গুণাম্বুধি নিঃশেষে নিরীক্ষণ করিতেছি, অতএব হে গুণসিন্ধো! এই ভীমনন্দিনীর পাণিপীড়নরূপ গোপনীয় কার্য্যে তোমাকে নিযুক্ত না করিয়া আমরা স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করিতে সমর্থ হইব না। ফলতঃ তুমি উপযুক্ত বলিয়াই অস্মদাদিকর্তৃক এই সুকঠিন কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছ। অনন্তর যেমন বংশ গুণ (জ্যা) সম্পন্ন ও বক্রীভূত শরাসন সপক্ষ সায়ককে শীঘ্র নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ নির্ম্মল বংশোৎপন্ন গুণসম্পন্ন ও বক্রাশয় দেবরাজ সপক্ষ নিষধরাজকে বিদর্ভরাজদুহিতার সমীপে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৎকালে অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন নলরাজাও সুররাজের উক্ত প্রকার কপটগর্ভ ভারতী সমাকর্ণন করিয়া তাহার সমুচিত প্রত্যুত্তরে তৎপর হইলেন, যেহেতু কুটিল ভাবাপন্ন ব্যক্তির নিকট সরলতা প্রকাশ করা নীতিশাস্ত্র বিরুদ্ধ হইয়াছে। সুররাজকে কহিলেন হে বিবুধেন্দ্র! মদীয়া যে ভারতী বাকপথাতীত যুষ্মদীয় মহিমাকে জয়াভিলাষিনী হইতেছে, সেই এইটি কথা নহে; বিবেচনা হয় আমার পূর্ব্বজন্ম কৃত মহাপাতক রাশিই এই কথারূপে বিকাশিত হইতেছে। ফলতঃ ভবদীয়া ভারতীতে আমার স্বীকার করাই বিধেয়, তবে যে উত্তর প্রদানে সমুৎসুক হইতেছি ইহা কেবল আমার দুরদৃষ্টসূচকই বলিতে হইবে।

কিন্তু আপনারা নিখিল ব্যক্তির চিত্তবৃত্তি অগবত আছেন এই নিমিত্ত আমি ভারবহ কার্য্যের বৈরীস্বরূপ মৌনকে অবলম্বন করিতেছি না। ফলতঃ আমি ভবদীয়া ভারতী শ্রবণে শ্রবণ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে তাহা স্বীকার করাই হয়, পণ্ডিতমণ্ডলী কহেন যে, মৌনাবলম্বন স্বীকার রূপেই প্রতীয়মান হয়। অতএব আমি আপনাদিগের নিয়োজিত কার্য্যে অনুপযুক্ত হইলাম, প্রত্যুত এই বাক্যও লজ্জাবহ হউক, তথাপি আপনাদিগের কার্য্য স্বীকার করিয়া অসম্পাদন নিমিত্ত মহাপাতক রাশিতে

লিপ্ত হইতে পারিব না। আর হে বিবুধবৃন্দ! নির্ম্মল দর্পণরূপ ভবদীয় বুদ্ধিবৃত্তিতে সম্মুখস্থ বস্তুর ন্যায় সমস্ত বস্তুই বিকাশমান হইতেছে। হে সর্ব্বজ্ঞগণ! তথাপি আপনারা ঈদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তিকে অযুক্ত আজ্ঞা করিতেছেন কেন? হায়! আমি যাহাকে বরণ করিতে গমন করিতেছি, তোমাদিগের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তাহার সমীপে কিরূপে গমন করিব, আহা! অতি লঘু ভাবাপন্ন মাদৃশ ব্যক্তির বঞ্চনা নিবন্ধনে মহামহিম সম্পন্ন ভবাদৃশ ব্যক্তির ঘৃণাও হইতেছে না। হায়! আমি যে ভীমনন্দিনীর বিচ্ছেদ নিমিত্ত মুহুর্মুহু উদ্‌ভ্রান্ত ও মোহসম্পন্ন হইতেছি, আপনারাই বলুন আমি ঈদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়া রহস্য কর্ম্ম সম্পাদনে কিরূপে সমর্থ হইব? যাহাকে সঙ্কল্প কল্পিত করিয়া আমি জীবন ধারণ করিতেছি, তৎসমীপে ভাব সংগোপন করিতে আমি কিরূপে ক্ষমতাপন্ন হইব, যেহেতু বিষয়চয় জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকর্ত্তৃকও দুর্জ্ঞেয় হইয়াছে। যাহা হউক আমি কিরূপেই বা দ্বারপালগণকে বঞ্চিত করিয়া ভীমনন্দিনীকে নয়নগোচর করিতে যোগ্য হইব, এবং লক্ষ২ রক্ষকগণকে পরাজয় করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে রাজবালা আমাকে দূত বলিয়াই বা কিরূপে বিশ্বাস করিবেন। হায়! বিষম কষ্ট! দধীচিপ্রভৃতি ঋষিগণ পরোপকার নিমিত্ত প্রাণমাত্র পণ করিয়া যে কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন, আমি প্রাণাপেক্ষা শতগুণাধিক প্রিয়তমা ভীমতনয়াদ্বারা সেই যশটি কিরূপেই বা গ্রহণ করি। অতএব হে পূজ্যগণ! আপনারা যেরূপ ভীমনন্দিনী নিমিত্ত মৎসমীপে প্রার্থনা করিতেছেন, আমিও তন্নিমিত্ত সেইরূপ যুষ্মৎ সন্নিধানে প্রার্থনা করিতেছি, বরঞ্চ দময়ন্তী নিমিত্ত পর প্রার্থনারূপ বাক্যে আমি আপনাদিগকে গুরুত্বে বরণ করিলাম। ফলতঃ আমি অহরহ আপনাদিগের উপাসনা করিয়া প্রথমতই দময়ন্তীকে প্রার্থনা করিয়াছি, আপনারা তাহা ব্যতিক্রম করিয়া যদি লজ্জিত না হইতেছেন তবে আমারও লজ্জার বিষয় কি? আর দময়ন্তীও আমাকে পতিত্বে বরণ করিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, অতএব আমি তৎকর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইলে প্রত্যুত তিনি লজ্জাশালিনী হইবেন ও আপনাদিগকে স্বামিত্বে স্বীকার কদাচই করিবেন না। অত-

এব আপনারা প্রসন্ন হউন, ক্ষুন্নতা পরিহার করুন, আমাকে দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত করা ভবাদৃশ ব্যক্তির বিধেয় নহে। এই অনুপায়সাধ্য কার্য্যের সাধনার্থ আমাকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিলে প্রত্যুত আপনা দিগের কেবল উপহাস লাভই হইবেক কোন কর্ম্মই সাধন হইবে না। তৎকালে দেবরাজ, নিষধরাজের ঈদৃশ বচনরাজি শ্রবণপূর্ব্বক অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইয়া অনুগত দেবত্রয়ের বদন বিলোকন করত নলরাজাকে কহিলেন। হে নিষধপতে! মৃগাঙ্ক বংশোদ্ভব রাজগণের ন্যায় তোমাকর্ত্তৃক ঈদৃশ বিতথবাক্য কখনই কথিত হয় নাই তোমার রসনা যাচকদিগের বাক্য স্বীকার করিয়া তাহার বৈপরীত্য নিবন্ধনে লজ্জিতা হইতেছে না। আর তুমিও কি ক্ষণভঙ্গুর অথচ অলীক এই জীবলোক অবলোকন করিতেছ না আহা হে ধীর! তোমারও বুদ্ধি ধর্ম্ম ও যশঃ পরিহার করিতে সমুদ্যতা হইতেছে। হে নিষধেশ্বর! জগতীমণ্ডলের মুকুটস্বরূপ তোমাদিগের বংশে এমত কোন ব্যক্তি, জন্মপরিগ্রহ করেন নাই যে তৎকর্ত্তৃক প্রার্থকের অভিলাষ পরিপূর্ণ হয় নাই তবে এক কেবল তোমাদিগের আদি বংশধর শশধর কলঙ্কাঙ্কিত এই বলিয়া তুমি যেন তৎপদাভিষিক্ত হইও না। যাচক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া যে বক্রদর্শন আনন সঙ্কোচ ও অসন্তোষ প্রকাশ করা এই সকল ভবাদৃশ ব্যক্তির কলঙ্করূপে প্রকাশিত হয় কিন্তু শশাঙ্কে তাহা কলঙ্ক নহে কেবল তাহার শোভাকর চিহ্নস্বরূপ, অর্থাৎ তুমি শশাঙ্কবংশে সমুৎপন্ন হইয়াছ বলিয়াই যে কলঙ্কী হইতে ভীত হইতেছ না ইহা তোমার সমুচিত নহে। হে মহারাজ! তুমি সামান্য ভূমিপতি নহ, তুমি নিখিল বর্ণ পাঠ করিয়াও নকার বর্ণকে জঘন্যবোধে অধ্যয়ন কর নাই, অথবা পাঠ করিয়াও অকর্মণ্যপ্রযুক্ত বিস্মৃত হইয়াছ, নকারাক্ষর এইরূপে যাচকচয়ের সংশয় দোলাতে খেলা করিতেছে। অনন্তর তৎকালে অনল নলরাজাকে কহিলেন, হে নল! তোমাকর্ত্তৃক লব্ধ কলানিধিতুল্য যে কীর্ত্তিমণ্ডল তাহা কোথায় পরিহার করিতেছ। হায়! তোমাভিন্ন কোন ব্যক্তি নিখিল অভিলষিতপ্রদ কল্পবৃক্ষের পতি শচীপতিকে অর্থীরূপে লাভ করেন না, সুরবর্গের অভিলাষ হর্ষান্বিত হইয়া কদাপি বিমর্ষভাব অবলম্বন

করেন না। হা কি কষ্টের বিষয়! অদ্য তৎকার্য্যে তোমাকে অভিষেক করিয়া আমাদিগের সেই অনন্যতুল্য অভিলাষের গর্ব্ব খর্ব্ব হইতেছে। অনন্তর ধর্ম্মরাজ বিরাগযুক্ত হইয়া নিষধনায়ককে কহিলেন, হে বীরসেন কুলপ্রদীপ! অনির্ব্বচনীয় তম* (অহঙ্কার) ভবদীয় পরাভব করিতে সমুৎসুক হইতেছে। চন্দ্রবংশ বাসী তোমার ইহা কি সদৃশ হইতেছে? ফলতঃ অস্মদাদির বাক্যে তোমার অনুরাগশূন্য হওয়া সমীচীন হইতেছে না। দেখ অর্থিগণ অনির্ব্বচনীয় কঠিন ভাবাপন্ন রোহণনামক ধরাধরের সন্নিধানে † ও পশুপদবাচ্য কামধেনুর সমীপে অভিলাষানুরূপ প্রার্থনা করিয়া কখনই বিমুখতা লাভ করেন না, হে বৎস! হায়! তুমি এই কি আচরণ করিতেছ? অর্থাৎ তুমি জনসমাজে বদান্যরূপে অসামান্য অগ্রগণ্য হইয়াও যে অস্মদাদির প্রার্থিত বিষয়ে কাতরতা প্রকাশ করিতেছ ইহা তোমার সমুচিত নহে। ধীরবর্গ অর্থিকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ক্ষণকালও বিলম্ব করেন না, যেহেতু ক্ষণকাল জীবন ধারণ বিষয়ে কোন ব্যক্তিই প্রতিভূ নাই, প্রত্যুত নয়নযুগল সর্ব্বদা নিমেষণ ছলে ঘূর্ণনক্রিয়াদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া মরণক্রিয়াই প্রকাশ করিতেছে। অতএব আমাদিগের অভিলষিত সম্পাদন করা যদি তোমার বিধেয় হয়, তবে বিলম্ব অবলম্বন করিও না, যেহেতু মেঘগণ সুশীতল অভ্রপুষ্প‡ (জল) বিতরণেচ্ছু হইলেও চাতকপক্ষির চঞ্চুযুগল সলিল প্রার্থী হইয়াও বিমুখতা ভজনা করে, ফলতঃ যেমন চাতকপক্ষী প্রার্থনামাত্র জল প্রাপ্ত হইয়া স্বচ্ছন্দতা লাভ করে, তদ্রূপ আমরাও তোমাহইতে অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখসাগরে নিমগ্ন হইব।

অনন্তর সলিলরাজ নিজ করযুগল উত্তোলন করত নলরাজাকে সমুচিত বাক্যে কহিলেন, হে রাজন! উৎসর্গ বারির বিন্দুরূপ মৌক্তিক

---

*তম অন্ধকার যে প্রদীপকে পরাভব করিতে বাসনা করিতেছে ইহা বিস্ময়াবহ।

† পুরাণে প্রসিদ্ধ আছে যে, রোহণপর্ব্বত পক্ষিরাজ গরুড়কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া নিজ শতশৃঙ্গ ভগ্ন করত বিতরণ করিয়াছিল।

‡ কোন ব্যক্তি অভ্রপুষ্প (আকাশকুসুম) বিতরণেচ্ছু হইলে তাহা কোন যাচক যাচ্ঞা করিয়া থাকে?

স্থিরবুদ্ধি হইয়া দময়ন্তীর সহিত বিচ্ছেদ গণনা করিলেন না। তৎকালে সুরপতিপ্রভৃতি দেববর্গ নলনৃপ তদ্রূপ প্রণালীদ্বারা প্রকাশিত দময়ন্তীর সম্বাদরূপ পীযূষ পানেচ্ছু হইয়া অনিমিষ লোচনে তাঁহার পদবী নিরীক্ষণ করত তৎপ্রদেশের আভরণস্বরূপ হইয়াছিলেন। যাহা হউক নিষধপতির রথ সঞ্চালনশক্তি বাকশক্তিকে অতিক্রম করিয়াছে, যেমন প্রাণিগণের মনোরথ ক্ষণকাল মধ্যেই সিদ্ধিলাভে কৃতকার্য্য হয়, তদ্রূপ নিষধনায়কের রথও ক্ষণকাল মধ্যে মহীমহেন্দ্র বিদর্ভেন্দ্রের কুণ্ডিনাভিধান শব্দমাত্রদ্বারা অপ্রকাশিত অমরাবতী পুরীতে গমন করিল। অনন্তর নলরাজা উৎকলিকাকুল হইয়া ভৈমী পদস্পর্শ নিমিত্ত পবিত্রীভূতা পুরীকে ক্ষণকাল ঈক্ষণযুগলদ্বারা পান করিলেন, এবং সুরগণকর্তৃক হতাশ হওয়ার সাতিশয় দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহার লোমাঞ্চশালী বামলোচন ঈষৎ আনন্দাশ্রুদ্বারা স্বেদযুক্ত হইয়া এবং দক্ষিণনেত্র কম্পনযুক্ত* হইয়া বিদর্ভনগরীর নূতন উপভোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ফলতঃ তাঁহার কম্পিত দক্ষিণ নয়ন ভাবী ভৈমী সমাগমের শুভসূচক হইয়াছিল। অনন্তর যেমন কিরণাবলি সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিনিঃসৃত হইয়া সুধাকরমণ্ডলে† প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ নিষধনাথ সারথি সনাথ রথহইতে অবতীর্ণ হইয়া ভৈমীভবনে প্রবেশ করিলেন। নলরাজা বিদর্ভরাজভবনে প্রবেশ করিলেও তাঁহার কলেবর যে তত্রস্থ জনগণের অদৃশ্য হইয়াছিল ইহা আশ্চর্য্য, অধিকন্তু তাঁহার কলেবর বিশ্বের এক দৃশ্য হইয়াও যে অদৃশ্য হইয়াছিল ইহাই সাতিশয় বিস্ময়াবহ হইয়াছিল। যাহা হউক নললোচন ভৈমীভবনে স্থানে২ বিদগ্ধজন অবস্থিতি নিমিত্ত বিস্ময়রূপা বল্লীতে বিগাহমান হইয়া রাজকুলের অতিথি হইল। অনন্তর নিষধেশ্বর নিভৃতভাবে চরণ বিন্যাস করত মনে২

---

*বিদগ্ধগণের নবীনা কামিনীর সম্ভোগসময়ে সাত্ত্বিকগুণের আবির্ভাব হওয়ায় আনন্দাশ্রুদ্বারা স্বিন্ন কলেবর রোমাঞ্চ ও কম্পান্বিত হইয়াই থাকে।

†জ্যোতিঃশাস্ত্রে সুব্যক্ত আছে যে, কৃষ্ণপক্ষে সুধাকরের কিরণাবলি ক্রমে২ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হয়, অনন্তর শুক্লপক্ষে ক্রমে২ উহারা বিনিঃসৃত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলে সমাগত হইয়া থাকে।

লজ্জাশালী হইলেন, অস্ত্র শস্ত্রধারী রক্ষকগণকে অবজ্ঞাস্পদ করিলেন, আমি ভৈমী সন্দর্শন করিব এই বিবেচনা করিয়া পরম সন্তোষান্বিত হইয়াও আপনাকে দেবদূত বিতর্কনা করিয়া শুষ্কভাবাপন্ন হইলেন বটে তথাপি নিষধরাজ প্রতিকক্ষায় রক্ষকগণের অদৃশ্য হইয়া সুররাজের কার্য্য সাধনার্থ ত্বরায় স্ত্রী দর্শন লালসায় দশদিকে নেত্র বিক্ষেপ করত নিঃশঙ্কচিত্তে সেই উপকার্য্যোতে প্রবেশ করিলেন। আহা! সেই রাজ সিংহ এই কে নিবারকদিগের এইরূপ বাক্যদ্বারা নিজ কণ্ঠকে বক্রীকৃত করিলেন,* এবং দ্বারদেশ উল্লঙ্ঘিত হইলে নেত্রযুগলকে বিস্ময় নিবন্ধন তরঙ্গবিহীন করিলেন, অর্থাৎ আমি কি রক্ষকগণকর্তৃক দৃষ্ট হইলাম, তিনি এই বিবেচনা করিয়া অনিমিষ লোচনে অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর নিষধরাজ অন্তঃপুরবাসিনী কোন কামিনীর বিলেপনার্থ অসম্বৃত উরুযুগল অবলোকনপূর্ব্বক নিমীলিত লোচন হওয়ায় অপর কামিনীর সংশ্লেষ প্রাপ্ত হইয়া বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইলেন। নলরাজ, বিদর্ভরাজ বালিকাকে চতুর্দ্দিকেই অবলোকন করিয়া বিতর্কনা করিলেন যে, ইহাকে কি জন্মান্তরে বা চিত্রপটে দেখিয়াছি, অথবা ইনি সম্বরারির সাম্বরী মায়াই হইবেন। হায়! কি আশ্চর্য্য, নলরাজা শত২ অলীক ভৈমী বিলোকন করায় অপ্সরাতুল্য অপর ললনা শতও তাহার অনুরাগ জনক হয় নাই, আমি বিবেচনা করি ভৈমী ভ্রমের প্রসন্নতাপ্রযুক্ত উক্ত কামিনীগণে নলরাজার ভৈমী ভ্রম জন্মে নাই। ফলতঃ দময়ন্তী ব্যতিরিক্ত কোন কামিনীই নলের মনোহারিণী হয়েন নাই। নলরাজা নিতান্ত বিরহ নিবন্ধন মনেং কল্পিত দময়ন্তী নিরীক্ষণ করিলেন। হায়! কি দুরদৃষ্ট, তাহাও ক্ষণকাল অবলোকন না করায় সুতরাং বিষন্ন হইলেন। যেকালে, তিনি সঙ্কল্প কল্পিতা প্রিয়তমাকে দিকপালবর্গের জল্পিত বাক্য অল্প২ রূপে জল্পনা করিতে লাগিলেন, সেইকালেই অদৃশ্য ব্যক্তির বচন বিন্যাসপ্রযুক্ত ভয়াকুল মহিলাকুলের কলরব তাঁহাকে সচেতন করিল। কি আশ্চর্য্য! নিষধেশ্বর কামপরতন্ত্র হইয়াও

---

*সিংহগণ শব্দ শ্রবণ করিলে স্বভাবতঃ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে কিন্তু ভয় বিহীন হইয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করে।

গণেরা ক্ষীরসিন্ধুকে মন্থন করিয়া বিনিন্দিত চপলা চঞ্চলাকে উত্থাপিত করিয়াছেন, দেখ যেন সেই দেবরাজের জন্য ইক্ষুসাগর মন্থন করিয়া তোমায় লক্ষ্মীকে সমুদ্ভব করণ নিমিত্ত দেবগণ পুনরায় ক্লেশজালে পরিব্রত না হয়েন। অয়ি রমণী শিরোরত্নভুতে! চতুর্দ্দশ ভুবন মধ্যে অমরভবনই প্রধান, অমরভবনের মধ্যে অমরগণই প্রধান, অমরগণের মধ্যে দেবরাজই প্রধান, যদ্যপি সেই ইন্দ্র অনুরাগবশতঃ তোমার কিঙ্কর হইতে অভিলাষী হইতেছেন, অতঃপর তোমার আর কি শ্লাঘার বিষয়? আর দেখ পুরন্দর শত অশ্বমেধ যজ্ঞ বিধানপূর্ব্বক যে ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত করিয়াছেন, সেই পদ তোমাকে প্রদান করিবার জন্য তৎসন্নিধানে প্রিয় সম্ভাষণপূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছেন, অতএব অঙ্গীকারব্যঞ্জক কটাক্ষ বিক্ষেপদ্বারা সুরপুরকে পরিশোভিত কর। সুরপুরে অসীম সুখসম্ভোগে কালাতিপাত করিবে, অধিক কি দেবরাজের সহিত সুর তরঙ্গিনী ও নন্দনবনে বিলাসশালিনী হইবে, লক্ষ্মীপতি ভগবান নারায়ণ তোমার দেবর হইবেন, এবং ত্রিলোক প্রতিপালিকা লক্ষ্মী তোমার দেবরপত্নী হইবেন, অতএব হে ভাবগ্রাহিণি! উক্ত এই সকল ঘটনা হইলে তোমার যে কি সুখোদয় হইবে তাহা তুমি মনেং চিন্তা করিয়া দেখ? হে ভৈমি! তুমি ত্রিলোকীরাজ্যে অনুরাগশালিনী হও, দেবরাজের যাচ্ঞানিবন্ধন গৌরব কেবল তুমিই লাভ করিতেছ, জনসমাজে প্রার্থনা নিমিত্ত মনুষ্যগণ যে কিপর্য্যন্ত লঘুভাবাপন্ন হয় তাহা বর্ণনাতীত, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, যিনি অনাদি অনন্ত মধুসূদন তিনিও দেবরাজ বলিকর্তৃক অপহৃত ইন্দ্রপদকে প্রার্থনা করিবার জন্য নিজ দেহকে লঘু করিয়াছিলেন বলিয়াই বিবুধবৃন্দ অদ্যাপিও তাঁহার বামনাভিধান পরিকীর্ত্তন করেন। হে তনুমধ্যমে! তুমি যে বিবুধগণকে ত্রৈকালিক প্রণাম করিয়া থাক তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করা তোমার সমীচীন হইতেছে না, বিবুধবৃন্দ তোমার চরণে ত্রিসন্ধ্যা প্রণাম করিয়া যেরূপে অনুগ্রহলাভে সমর্থ হয়েন তাহা তোমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ফলতঃ তুমি বাসবের মহিষী হইলে সুতরাং সুরগণ তোমাকে ত্রৈকালিক প্রণাম দ্বারা সমাদৃত করিবেক। দময়ন্তী ইন্দ্রদূতীকর্তৃক এইরূপ অভিহিত

মানা শারীকে (পাশকঘুটি) প্রহার কর এই কথা কহিলে সেই ভবন বর্ত্তিনী শারিকা (পক্ষিবিশেষ) নিজ তাড়নাভয়ে কাকুধ্বনি করিলে নল রাজা মনেং হর্ষান্বিত হইলেন। এবং প্রিয়তমা সমীপে তাম্বূলাধার হিরণ্ময় হংসলক্ষ্মী নিরীক্ষণপূর্ব্বক স্বীকৃত দৌত্য ও মহোপকারক হংসবরের দৌত্যবিষয়ে দৃঢ়তাই স্থিরতর করিলেন। কি আশ্চর্য্য দময়ন্তীর অনির্ব্বচনীয় রূপাতিশয্যই নলকর্ত্তৃক অপৃষ্ট হইয়াও সখী সমাজে নলরাজার সংশয়াপনোদনপূর্ব্বক সুস্পষ্টরূপে দময়ন্তীকে ব্যক্ত করিল বটে, কিন্তু বয়স্যাগণ রাজনন্দিনীর বিনোদার্থ,মহীকম্পিত নলা কৃতির মধ্যভাগে প্রকৃত নলের প্রতিকৃতি প্রতিবিম্বিত হওয়াতেও উহারা তর্কনা করিতে পারিল না।

অনন্তর নলরাজা যখন দেখিলেন যে, নিজং অধিপের অভ্যর্থনা-কারিণী সলিলরাজ ধর্ম্মরাজ ও বৈশ্বানরের দূতীকে দময়ন্তী বাককৌশলে নিরাকারণ করিলেন, তখন তিনি দূরগতা স্বকীয় বৈদর্ভীবিষয়িণী আশাকে প্রত্যাগত করিলেন। কিন্তু ভীমনন্দিনীর সখীমধ্যে তদালিকুলকর্ত্তৃক সমাদৃতা অমরেন্দ্রদূতীর বিজ্ঞাপ্তি সভয়ান্তঃকরণে শ্রবণপুটে শ্রবণ করত সাতিশয় হতাশ হইলেন। ইন্দ্রদূতী কহিলেন হে বিদর্ভ রাজবালিকে! দৈবীলিপি মনুষ্যগণ পাঠ করিতে সমর্থ হয় না, এই নিমিত্ত দেবরাজ অনুরাগবশতঃ তোমাকে উদ্দেশ করিয়া যে বচনরাজি বিকাশিত করিয়াছেন তাহাতে তুমি অবধানতারূপ প্রসন্নতা বিধান কর। হে চারুহাসিনি! সুরবর তোমাকে বাচনিক আশ্লেষপূর্ব্বক তোমার অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অধিক কি তোমার সংশ্লেষ বিষয়ক কথাদ্বারা হর্ষিত রোমরাজি তাঁহার বিশেষ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছে অর্থাৎ তোমার অদর্শনেই তাঁহার লোমহর্ষণ হইয়াছে, তখন আর তোমাতে বাসবের অনুরাগের কথা কি বলিব। বিদর্ভরাজপুত্রি! তোমার প্রার্থনাবিষয়ে মনেং প্রেরিত দেবরাজের যে কণ্ঠপর প্রার্থনানিবন্ধন অপারূপ বিপত্তিকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, আহা! স্বয়ম্বরাগত সুরনায়কের অপরাধি সেই কণ্ঠকে তোমার বরণমালাদ্বারা বন্ধন করা কি। দেবরাজ সামান্য ব্যক্তি নহেন, যাঁহার অনুজ দনুজবৈরীর ... ও সুর-

সমীরণকর্ত্তৃক গৃহীতাংশুক তত্রস্থ মহিলার স্তনযুগল অবলোকনপূর্ব্বক বিস্ময়াপন্ন হইয়া পূর্ণচন্দ্রের পরাজয়কারী নিজ বদনকে সঙ্কোচিত করিলেন। ফলতঃ তিনি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক পরস্ত্রীর অসম্বৃত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দর্শনরূপ কুৎসিত ব্যাপারে পরাঙমুখ হইলেন।

নলনৃপতির ধৈর্য্যের কথা কি বলিব, রতিপতি বালাবলির* (মহিলাকুলের) বলবৎ সৌন্দর্য্যাদি গুণগণদ্বারা দময়ন্তীর অন্তঃপুর মধ্যে বাগুরা বিস্তার করিলেও কালসার (কৃষ্ণবর্ণ উৎকৃষ্টাংশ) অথচ হরিতবর্ণ (শুভ্র বর্ণ) নলরাজার নয়নযুগলকে বন্ধন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তিনি কেশ বন্ধনাভিলাষিণী কোন কামিনীর বাহুমূল স্তন বিলেপনকারিণী কাহার স্তনযুগল ও শিথিল বসনা. কাহারি নাভিকমল অবলোকন করিয়া ক্রমেং সকল দিকেই নয়ন সঙ্কোচ করিলেন। ইত্যবসরে পরস্পর সম্মুখাগত ও স্তনদ্বয়দ্বারা ব্যবহিত্ত কামিনীদ্বয় মুদ্রিত লোচন নলরাজাকে বিশেষ সংশ্লেষ করিতে শক্ত হইল না বটে, কিন্তু তিনি নেত্রোন্মীলন করিয়া পরস্ত্রীকর্ত্তৃক কিঞ্চিৎ স্পৃষ্ট নিজ কলেবরকে তিরস্কার করিলেন, তখন সেই মহিলাযুগল পুরুষের অঙ্গ সঙ্গাধীন পুলকিত কলেবর হইল। তৎকালে নলরাজা উভয় সঙ্কটে পতিত হইলেন, যেহেতু তত্রস্থ কামিনী গণের অঙ্গ স্পর্শপ্রযুক্ত নয়নোন্মীলন করিলে তাহাদিগের অসম্বৃত স্তন ও নিতম্বাদি সন্দর্শন নিমিত্ত অনুরাগদর্শীর ন্যায় লজ্জায় নিমগ্ন হইলেন। হায়! বিবেচনা করি যে, স্বভাবতঃ সমুৎপন্না সাধুবর্গের লজ্জালহরী অপর হইতেও গুরুতর হয়। তৎকালে হাস্ত রতিকান্ত এইরূপ জ্ঞান করিয়াছিল যে, নিষধনাথ অনাথ কামিনীগণের নিরীক্ষণভয়ে যে নয়নাম্বুজ রুদ্ধ করিতেছেন এমত নহে, কিন্তু উহাদিগের প্রতি কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতেছেন এই বলিয়া ঐ নিষ্ঠুর তৎপ্রতি যে শরনিকর বর্ষণ করিয়াছিল, তৎসমুদয় নলরাজার ধৈর্য্যপূজার কুসুমরূপে সমুদিত হইয়াছিল। তখন সাধুবর্গের প্রদীপস্বরূপ নলভূপতি এই বিবেচনা করিলেন যে, এক পদবী পরিহার করিলেই পর্য্যটনশীল মহিলাকুলের সংস্পর্শ অনা-

---

*ব্যাধগণ বালাবলির (কেশশ্রেণীর) গুণগণদ্বারা বাগুরা বিস্তার করিলে কালসারনামক হরিণকে বন্ধন করিতে কোনমতেই সক্ষম হয় না।

য়াসেই পরিত্যাগ করা যাইবেক, এইহেতু তিনি লোকগণের অবলো-
কনার্থ চতুষ্পথের আভরণস্বরূপ হইলেন। তাঁহার দৃষ্টি তৈলমর্দ্দন-
কারিণী কোন কামিনীর বক্ষস্থলে নি[illegible] হইয়া তৎক্ষণাৎ যে প্রত্যাগত
হইল ইহাতে জ্ঞান হয় যেন, উক্ত কামিনী নায়ক নখকৃত অর্দ্ধ চন্দ্রাকার
চিহ্নদ্বারা ঐ দৃষ্টিকে [illegible] প্রদান করিতেছে। [illegible]কুল নলরাজার
লোচনযুগল [illegible] মিলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ যে নিমী-
লিত হইল [illegible] নিজ সরোজতা ও ঐ কামিনীর মুখচন্দ্রতা
এই উভয়ের [illegible] ফলতঃ সুধাকর সমুদিত হইলে কম-
লিনী [illegible] হইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহার নয়নকমল তদীয়
মুখচন্দ্র অবলোকনে [illegible] হইয়াছিল। তৎকালে চতুর্দ্দিক হইতে সমা-
গত যোষিদ্বৃন্দ [illegible] মাতিশয় ভর প্রযুক্ত যদি তাঁহা-
কে পদবী প্রদান না করিত তবে [illegible] নির্নিমেষ লোচন নল
রাজাকে পরম সুখে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইত। [illegible]
অকস্মাৎ সম্বন্ধ নিজ হীর[illegible] অগ্রভাগদ্বারা সবেগে [illegible]
বতীর দুকূল হরণ করত দিগম্বর করিয়া [illegible] বদন হইল,
পরিক নিমিত্ত সন্তাপিত হইলেন। হায়! নিষধনায়কের সম্ভোগের
কথা কি বলিব, তিনি কোন কামিনীকর্ত্তৃক কন্দুকপ্রহারে আহত হইলেন,
কোন মহিলাকর্ত্তৃক নখনিকরদ্বারা ক্ষত বিক্ষত কলেবর হইলেন, কোন
নায়িকাকর্ত্তৃক কুচস্থ কুঙ্কুমদ্বারা রঞ্জিত হইলেন। তখন কোন নিত-
ম্বিনী নিজ মণিময় হারমধ্যে তদীয় [illegible] প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করি-
লেন বটে, কিন্তু যুবরাজ স্থানান্তরে গমন করিলে ঐ কামিনী তদীয় অদ-
র্শন বশতঃ চিন্তা পরবশ হইয়া তাঁহাকে নিজ হৃদয়[illegible] বোধ
করিল। হায়! ছায়াময় নিষধনাথের সৌন্দর্য্য কর্ত্তৃক তত্রত্য [illegible]গণের
ধৈর্য্য অপহৃত হওয়ায় রতিপতি মূর্ত্তিবিহীন অথচ রতিকম্প কামিনী-
কুলকে প্রত্যেকেই আলিঙ্গন করিল, ফলতঃ [illegible] ছায়া বিলোকিনী
নিখিল মহিলাই মদনানলে জর্জ্জরিত কলেবর হইল। অদৃশ্যমান
নিষধনায়কহইতে কোন নায়িকাই নিতান্ত ভীত হইল না, যেহেতু তদীয়
ছায়াময় রূপ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। ফলতঃ মোহসম্পন্ন ব্যক্তির

অবলোকন করিতে লাগিল। কোন প্রদেশে সুধাংশুবদনা প্রমদাগণ কর্ত্তৃক পরস্পর প্রেরিত ক্রীড়া কন্দুক নলাঙ্গে সংলগ্ন হইয়া তদীয় অঙ্গরাগে রঞ্জিত হওত প্রত্যাগত হইল, তদ্দৃষ্টে ঐ কামিনীগণ উহার কারণ অনুসন্ধানে অক্ষম হইয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। হায়! পতিব্রতা যুবতীগণ নিজ পতি ব্যতিরিক্ত পুরুষের অদর্শনরূপ ব্রত পরায়ণ হইয়াও ক্ষিতিতলে ছায়াময় তদীয় কলেবর বিলোকন করত নিজ নেত্রদ্বয়ের সফলতা বোধ করিল। আর ছায়া দর্শন করত সকলে বিতর্কনা করিল যে, যেমন আমরা নিজ পতিকে অবলোকন করিয়া রতিপতিকে ধারণা করিয়া থাকি, তদ্রূপ বসুমতীও কি পতি দৃষ্ট করিয়া হর-কোপানল শিখায় দগ্ধ নীলবর্ণ মদনকে ধারণ করিতেছেন। তৎকালে যেমন যোগিগণ যোগবলে কলেবর বিস্তার করিয়া পরশরীরে প্রবেশ করত বিরাজিত হয়েন, তদ্রূপ নলরাজাও সকলের অদৃশ্য হইয়া নিখিল মণিময় কুট্টিমে প্রতিবিম্বময় দেহরাশি বিস্তার করত পুর প্রবিষ্ট হইয়া বিরাজমান হইলেন।

হায়! কামিনীগণ সকামা হইয়া অপরূপ তদীয় ছায়াময় রূপকে দর্শন করে তথাপি সুবর্ণখণ্ডের গর্ব্ব খণ্ডক নিষধপতির শোভনবর্ণ অবলোকন করে নাই। তৎকালে কোন কামিনী কহিল আমি পুরুষের ন্যায় স্পর্শ করিয়েছি, কেহ কহিল আমি ছায়াময় পুরুষ বিলোকন করিতেছি, কেহ বা কহিল আমি ভাষমান পুরুষের ন্যায় বিতর্কনা করিতেছি। নলরাজা এইরূপে মহিলাকুলের সঙ্কুল বচনাবলি শ্রবণ করিতেছেন, ইত্যবসরে প্রসূতির প্রণামানন্তর প্রত্যাগত নম্রতাঙ্গী দময়ন্তী পদবীমধ্যে নলাঙ্গ সঙ্গতি লাভ করিলেন, নলরাজাও ভ্রমময়ী ভৈমী বিবেচনা করিলেন না, কিন্তু দেবরাজের বর প্রভাবে দময়ন্তী তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না। তখন প্রসূতির প্রসাদলব্ধ প্রসূনমালা রাজবালাকর্ত্তৃক ভ্রান্তিবীক্ষিত নলাঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিকটস্থ প্রকৃত নলাঙ্গে সত্যই লম্বমান হইল। নলরাজা মানসিক দৃষ্টজনের প্রসাদরূপ প্রসূনমালাকে সত্যবোধে বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইলেন, রাজনন্দিনাও নিজ নিক্ষিপ্ত প্রসূনমালার অদর্শন নিমিত্ত বিস্ময়াপন্ন হই-

লেন। এবং পরস্পর বিবেচনা করিলেন যে, যেন অন্য প্রদেশে পরস্পর সাক্ষাৎকার হইয়াছে এই বলিয়া যথার্থই পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন। বিদর্ভরাজকুমারী রাজকুমারের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করিয়াও তদীয় অদর্শনজন্য তাঁহাকে ভ্রমাত্মক বোধ করিলেন, কিন্তু নিষধনায়ক বিদর্ভনাথনন্দিনীকে সত্য অবলোকন করিয়াও সত্ত্বরসবশতঃ জাতস্তম্ভ হইয়া তাঁহাকে ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে যেমন দীপশিখা স্নেহাতিশয্যপ্রযুক্ত প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ প্রকাশ হইয়া ক্রমশঃ দ্বিগুণ দেদীপ্যমান হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরস্পরের স্পর্শরসের তরঙ্গসেকাধীন পরস্পরের হৃদয়বর্ত্তী অনুরাগ ক্ষণকাল কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইয়া ক্রমশঃ সাতিশয় স্নিগ্ধতর হইল। তখন দময়ন্তী মুহুর্মুহু ধৈর্য্যবশতঃ বোধ ও বিয়োগবশতঃ মোহসম্পন্ন হইয়া নিজ নিকেতনে প্রবিষ্ট হইলেন। নিষধনাথও ভ্রমবশতঃ অগ্রে সেই সুভ্রূ বিদর্ভরাজনন্দিনীকে বারম্বার নয়নাতিথি করিয়া পরিভ্রমণশালী হইলেন। হায়! নলরাজা চরণযুগলদ্বারা চির সঞ্চরণ করত কথঞ্চিৎ পরিশ্রান্ত হইয়া বিদর্ভরাজবালার রমণীয় অত্যুচ্চ ভবনে সমাগত হইলেন। এবং তিনি শতঽ আলিকুলের সরস বিলাসদ্বারা কুসুমশরের অন্তঃপুর ভ্রমসম্পাদিকা সভামণ্ডলীকে অবলোকন করিলেন। অনন্তর তিনি মধুরালাপন-শালিনী কোন বালাকে মনেঽ এই বলিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন যে, ইহঁার রেখাত্রয়-সম্পন্ন কণ্ঠপ্রদেশ কোকিল বীণা ও বেণু এই ত্রয়ের পরাজয়কারিতা প্রকাশিত করিতেছে। এবং কোন স্থানে এইরূপ শ্রবণ করিলেন যে, হে দময়ন্তি! এই নিকটাগত নলরাজাকে অবলোকন করিয়া মানসিক ক্লেশরাশি পরিহার কর। নলরাজা এইরূপ আলিকুলের প্রবোধ বাক্য নারীগণের করবর্ত্তিনী শারিকাপ্রমুখাৎ শ্রবণপূর্ব্বক আপনাকে দৃষ্ট বলিয়া আশঙ্কিত হইলেন। অপিচ নলরাজার নয়নগোচর কোন স্থলে অলীক ভৈমীভূতা কোন ভামিনী অপরা কামিনীকে নলরূপ কল্পনা করত তদীয় কণ্ঠদেশে বনপালোপনীতা মধুকমালা সলজ্জ হইয়া সমর্পণ করিলেন। যে ভবনে কোন কামিনী নিজ বদনচন্দ্রে চন্দ্রপ্রভ অভ্রতিলক ধারণ করিয়া তদীয় প্রতিবিম্ব অপর চন্দ্রসম বয়স্যা

মুখে সংলগ্ন করায় হিমকরের অনেকত্ব সৃষ্টি করিতেছে। কোন স্থানে সুবর্ণ বর্ণা রাজবালা সুবর্ণ কেতকীর পত্রমধ্যে নখলেখনীদ্বারা নলকে উদ্দেশ করিয়া অনঙ্গ লিপি লিখিতেছেন। কোন প্রদেশে চিত্রকর্ম্মচতুরা ভৈমীবয়স্যা ভীমনন্দিনীর লীলাকমল ও কর্ণোৎপল লিখিতে সমর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার পাণিযুগল ও নয়নযুগল লিখিতে পারে নাই। ফলতঃ দময়ন্তীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাম্যাতীতপ্রযুক্ত লিপিদ্বারাও তৎ সজাতীয় হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহার মধুর ধ্বনির কথা কি বলিব, যাহাদিগের বীণা ভীমনন্দিনীর স্বরমধু পরিপূর্ণ কণ্ঠনালের সাদৃশ্য লাভ করিয়াছে, দেবর্ষি নারদের সেই প্রিয় শিষ্য গন্ধর্ব্বমহিলাগণ যে নিকেতনে ভৈমীকে বীণাদ্বারা গান করিতেছে। ফলতঃ সঙ্গীত বিদ্যাবিষয়ে গন্ধর্ব্বগণেরাও শিক্ষার্থ ভৈমীকে উপাসনা করিয়া থাকেন। যাহা হউক কোন স্থলে সখীগণ নিজ সখীর স্তনযুগলে নায়ককৃত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন অবলোকনপূর্ব্বক কহিল, হে বয়স্যে! আমরা বিবেচনা করি দগ্ধ মদন ভবানীপতির ভয় সঙ্গোপনহেতু তোমার কুচকুম্ভযুগলে লাভ পরিহারার্থ বিহার করিতেছে। ফলতঃ কলসমধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ পরিহাস হইতেছে ইত্যবসরে, সভয়-[illegible] মাল্যগ্রন্থন তৎপরা কোন যোষিদ্বরা কুসুমমধ্যে সূচিশিখা বিদ্ধ করায় [illegible] যেন, যে কুসুমনিকর কুসুমশরের শরভূত হইয়া রাজকুমারীর বক্ষস্থল ক্ষোভিত করে, তত্তৎ কুসুমের মধ্যস্থল সূচিশিখাদ্বারা বিদ্ধ করিতেছে। হায়! যে ভবনে ভৈমী অতিমাত্র ভীত হইয়া সখীকে কহিয়াছিলেন, হে সখি! তুমি এতাদৃশ সাহসিক ব্যাপার পরিহার কর, তুমিই গুণদ্বারা সজ্জীকৃত প্রসূনবাণ দগ্ধ মদনকে বিতরণ করিতেছ। ফলতঃ কুসুমবাণ গুণবিহীন হইয়াও আমাকে অসীম ক্লেশভাগিনী করিতেছে, পুনরায় তোমাকর্ত্তৃক সগুণ হইলে যে কত ক্লেশ প্রদান করিবে তাহা অনির্ব্বচনীয়। তখন কোন সখী নিজ সখীর কুচপত্র মধ্যে কর দ্বারা মকরী লিখিয়া কহিল, হে সখি! বিবেচনা করি এই মকরী তোমার একাবলিরূপ সুরতরঙ্গিনীর বাহনরূপে বিকাশিত হইতেছে। এবং কোন সখী পাশক্রীড়া-পরায়ণ হইয়া কহিল, হে বয়স্যে! এই সকর-

হইয়া তদ্দত্ত সুররাজের প্রসন্নতারূপ মন্দারমালা সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন, এবং সেই মালার সৌরভদ্বারা নলাশাভিন্ন অশেষ আশা (দিক) পরিপূরণ করিলেন। ইত্যবসরে কোন বয়স্যা তাঁহাকে কহিল আর্য্যে! সুরবরের পাণিগ্রহণ করিবে কি না এইরূপ বিচারেও প্রয়োজন নাই, কেহ কহিল হে সখি! সুরপতি তোমার অনুরূপ পতিই হইবেন, কেহ বা কহিল রাজনন্দিনি! দূতীবাক্য স্বীকার করাই কর্ত্তব্য।

ভূপালবালা এইরূপ মিত্রালিকুলের সঙ্কুল বচনাবলি শ্রবণ করিয়া কহিলেন হে আলিকুল! আমি তোমাদিগের অভিপ্রায়ানুরূপ কোন কার্য্য না বিধান করিয়া থাকি, তবে প্রস্তাবিত বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ বিশেষ শেষ বক্তব্য আছে, ভূপালবালা এইরূপ সুমধুর বাক্য কহিলে তাঁহার বয়স্যাগণ ও দেবেন্দ্রদূতী অসীম হর্ষকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলেন; তখন নিষধেশ্বর মনে২ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি প্রাণপ্রিয়া রাজদুহিতার পাণিপীড়ন নিবন্ধন সুখে বঞ্চিত হইলাম, এবং এই দূতী-দ্বারাই দেবরাজের কার্য্য সমাধা হইল, আমাহইতে দৌত্যকার্য্যের কোন উপকার হইল না, যুবরাজ এইরূপ বিষাদপ্রাপ্ত হইয়াও দময়ন্তীর মুখাবলোকনাভিলাষে তাঁহার হৃদয়ের বিন্দু ছিন্ন ভিন্ন হইল না। ইত্যবসরে ভীমনন্দিনী ঈষৎ হাস্যরসদ্বারা অক্লান্তাগণে স্নাপন করিয়া নয়ন-ভঙ্গিদ্বারা সখীগণকে নিবারণ করিলেন এবং মন্দারমালার সম্মানদ্বারা দেবরাজকে প্রণতি করিয়া দূতীবাক্যে উত্তর প্রদান করিলেন। হে ভব্যে! তুমি সুরবরের স্তুতিবিষয়িকা মধুৎসুকতা পরিত্যাগ কর, যেহেতু অশেষার্থ নিরূপিণী শ্রুতিবর্গেও যাঁহাকে জানেন কি না, যিনি নিখিল প্রাণিকুলের হৃদয়মন্দিরে সাক্ষীস্বরূপ অবস্থিত আছেন, তাঁহাকে অনভিজ্ঞ বিজ্ঞাপক এই উত্তর প্রদান সমুচিত নয়, [illegible] তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণ পদবীতে সমারূঢ় হইলে কোন ব্যক্তির রসনা [illegible] পক্ষ্য স্বীকার করে, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তাঁহার আজ্ঞার অন্যথা প্রকাশ করে না, কিন্তু আমি বালস্বভাব প্রযুক্ত তদীয় বাক্যে [illegible] প্রদান করিয়া কিছু অপরাধিনী হইলাম। হে আর্য্যে! আমি অশেষ ক্লেশ রাশি স্বীকার করিয়াও দেবরাজের প্রত্যুৎপাদনার্থে যে তপস্যা করিয়া

ছিলাম, সেই তপস্যারূপ কারণের কার্য্যস্বরূপ সুরপতির কৃপা আমাকে পুনরায় তপস্যা নিমিত্ত নিয়োগ করিতেছেন, যেহেতু জনগণ কার্য্য নিরীক্ষণ করিলে পুনরায় সেই কারণের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হয়। যাহা হউক আমি সুরপতিকেই পতিরূপে শুশ্রূষা পরায়ণা হইব, কিন্তু ইহাতে এই কেবল বিশেষ যে বসুমতীর শাসনার্থ বাসবের অংশভূত নিষধপতিই আমার পতি হইবেন। হে আর্য্যে! পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বিলোপিকা পৌলোমীপতির সমাদরসম্পন্ন বচননিচয় শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু কি করি প্রথমতঃ মনেই নলরাজাতেই আত্ম সমর্পণ করিয়াছি এক্ষণে কিরূপে সেই সুরবর্য্যকে পতিরূপে বরণ করি। আমি মনেই নিষধপতিকে পতিরূপে বরণ করিয়াছি বলিয়াও সুরপতির কৃপা আমার অনুতাপিকা হইবেন না, যেমন বিষয় বৈরাগ্য সংসার সম্ভূত সুখনিকরের পরিহারেচ্ছু ব্যক্তির সন্তাপজনক হয় না, ফলতঃ হৃদয়রঞ্জক নিষধনায়কের অনুকম্পা থাকিলে বাসবীয় দয়াকে আমি হেয়রূপে পরিগণিত করি। হে সখি! অধিক কি বলিব আচার্য্যগণ বিচার করিয়া ইহাই স্থির করিয়াছেন যে, ইলাবর্ত্ত প্রভৃতি বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষই প্রধান, তদ্বর্ত্তী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বানপ্রস্থাশ্রম ভিক্ষুকাশ্রম ও গৃহস্থাশ্রম এই আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে গৃহস্থাশ্রম সর্ব্বপ্রধান, অতএব আমি এই দুর্লভ গৃহস্থাশ্রমে পতিসেবাদ্বারা সুখ ও ধর্ম্ম উভয়ই লাভ করিতে সমুৎসুক হইতেছি; সেই ভোগভূমি অমরভবনে সাধুগণের কেবল সুখমাত্র শ্রুত হইয়াছি তাহাতে ধর্ম্মসম্পর্কও নাই, এই মহীমণ্ডলে সুখ ও ধর্ম্ম উভয় সমবেত রহিয়াছে। শচীপতি দেবেন্দ্র নিজাজ্ঞা লঙ্ঘনহেতুক কোপান্বিত হইবেন, কিন্তু আমি নিশ্চিত অশ্বমেধ প্রভৃতি সৎক্রতু ক্রিয়াদ্বারা বাসবের হর্ষ সম্পাদন করিতে সমর্থ হইব, নচেৎ কিরূপে ধর্ম্মাদি ত্রিতয়কে পরিহার করিয়া স্বর্গে একমাত্র সুখাভিলাষিণী হই। এবং সুরালয়ে আলয় করিলে যে প্রলয়পর্য্যন্ত তাহাতে বসতি করা যাইবেক এমত নহে, যেহেতু সাধুগণ পরায়ু হইয়া নিজ২ সৎকার্য্য প্রভাবে সুরভবন গমন করেন, কিন্তু কর্ম্মফল প্রক্ষীণ হইলে তাঁহাদিগেরও এই মর্ত্ত্যলোকে পুনরাগত হইতে হয়। হে আর্য্যে! আমি মনেই এই বিবেচনা করত স্বর্গবাস ও

মর্ত্ত্যলোকবাস উভয়কেই স্কন্দস্থিত কর্পরখণ্ডের* ন্যায় জ্ঞান করিতেছি, ফলতঃ সুরপুরস্থ হইলে সর্ব্বদা অধঃপতন ভয়ে সমাকুলিত হইয়া কোন ক্রমেই তত্রত্য সুখানুভব করিতে সমর্থ হইব না, বরঞ্চ অত্রস্থ হইয়া ঊর্দ্ধগমন প্রার্থনায় পাতিব্রত্যাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া পরম তৃপ্তিভাগিনী হইব।

আর দেখ ক্ষণিক সুখ-বিমুখ মুখ্য জ্ঞানিগণ সঙ্কল্পেও অপ্রাধাকল্প বিবুধভবনকে ভোগ করিতে বাসনা করেন না। ভারতীভঙ্গি নিপুণা ভীমনন্দিনী এইরূপে সুরপতির দূতীর সহিত কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে বয়স্যাগণের ওষ্ঠপুটের চাঞ্চল্য অবলোকনপূর্ব্বক পুনঃ বিবক্ষতা বিবেচনা করিয়া তাহাদি[illegible] কহিলেন, হে বয়স্যাগণ! এই অনাদি প্রসিদ্ধ বিশ্ব পরম্পরার কারণকূটে যে প্রথা ধারাবাহিনী হইতেছে তাহাই হইবেক, অথবা বিশ্ববিধাতার মনে যাহা আছে তাহাই হইবে, অতএব আমাকে কোন বিষয়ে নিয়োগ করা ভবাদৃশ ব্যক্তির সমুচিত নহে। আর দেখ যাবৎ প্রাণিমাত্রই সতত নিজ নিয়তির অধীন এই নিমিত্ত কোন জ্ঞানবান ব্যক্তিকেও সদসৎ কার্য্যে নিয়োগ করা বিধেয় নহে, অর্থাৎ জ্ঞানবান ব্যক্তি যদ্যপি কোন অসৎ কর্ম্মপরায়ণ হয় তাহাতে তাঁহার কি দোষ, যেহেতু সেই অনির্ব্বচনীয় শক্তিসম্পন্না অচেনা নিয়তিই শুভাশুভ কার্য্যে নিয়োগ করিয়া থাকেন, তবে যে আধুনিক বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণিদিগকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য উপদেশ প্রদান করেন সে কেবল তাঁহাদিগের বাক পরিশ্রম মাত্র। হে আর্য্যাগণ! তবে আমি জানিলাম যে, আমিক্ষা দ্রাক্ষাপ্রভৃতি কোমল বস্তু সম্ভোগশীল জনেরা কণ্টকাদি কঠিন বস্তু ভক্ষণশীল উষ্ট্রদিগকে অনুযোগ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু উহারাও কোমলভুক ব্যক্তিদিগকে নিন্দা করিয়া থাকে, যেহেতু

---

*সর্ব্বপ্রদেশে প্রথা আছে যে, শিক্ষকগণ বালকগণের চাঞ্চল্য [illegible] স্কন্ধদেশে কর্পরখণ্ড (খাবরা) সংস্থাপিত করিয়া উপদেশ প্রদান করেন [illegible] কালে পার্শ্ব ও সম্মুখাদি অবলোকনার্থ চেষ্টা করিলে ঐ কর্পরখণ্ড [illegible] সুতরাং শিক্ষকেরা তজ্জন্য বালকদিগকে গুরুতর দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন

স্বং অভিলষিত ভোজনশীল দ্বয়ের তৃপ্তির কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অতএব ইহাতে যে মধ্যস্থতা অবলম্বন করে সে কেবল উপহাসাস্পদ হয়, ফলতঃ তোমরা কহিতেছ যে দেবরাজ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কিন্তু যখন নিষধেশ্বর মদীয় চিত্তপদবীর ঈশ্বর হইয়াছেন তখন আমাকে অন্য বিষয়ক প্রলোভবাক্য বলা তোমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। এবং তোমরা মৎসন্নিধানে সেই গুণনিধান মঘবানের গুণ গান করিলেও তাঁহার মনোহারী গুণগণ মদীয় মনোগত পুরুষপ্রধানকে অপসারিত করিতে সমর্থ হইবে না। আহা! ইহাও কি অবলোকন করিতেছ না যে, ধর্ম্ম অর্থ ও কাম ইহারা মোক্ষ অপেক্ষা অধম হইলেও মানবগণ মোক্ষে উপেক্ষা করিয়া ত্রিবর্গ সাধনেই যত্নশীল হয়। যাহা হউক ক্ষুদ্রতর কীটাদি কৈটভবৈরি শ্রীকৃষ্ণপর্য্যন্ত যাবদ্ব্যক্তিই নিজং অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়া সমান কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু প্রাণিমাত্রেরই মনোবৃত্তি কার্য্য সিদ্ধির প্রতি পৃথক পৃথক বিলোকিত হইতেছে. এক ব্যক্তির প্রিয় বস্তু অপরের অপ্রিয়, এবং কাহার অপ্রিয় বস্তু কাহার প্রিয়রূপে প্রতীত হয়, অতএব দেবরাজ সর্ব্বপ্রাণির প্রিয় হইলেও আমার মনোবৃত্তিতে অপ্রিয়রূপে প্রতিভাসমান হইতেছেন। যদি বল বান্ধবগণ পদবীর অগ্রবর্ত্তী নিভৃত কূপে পতনোদ্যত বন্ধুগণকে অবলোকন করিয়া প্রতিবন্ধক হইয়াই থাকে ইহা সত্য বটে, কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক যদি বন্ধুগণ কূপ পতনে সমুৎসুক হয়, তবে কর্ম্মকুশল বান্ধবগণের তৎকালে মৌনাবলম্বন করাই বিধেয়, যদ্যপি সুহৃদ্বর্গ অকারণ কূপনিপাতনের কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া সকরুণ হয়েন, তবে পতনোদ্যত ব্যক্তির ইচ্ছাকেই পৃচ্ছনা করা সমুচিত, ফলতঃ আমি ইচ্ছার পরতন্ত্র হইয়া নলনৃপতিকে পতিরূপে স্বীকার করিয়াছি, তোমরা বৃথা আমাকে বাক্জালে সমাবৃত করিতেছ। এইরূপে নলপ্রাণা রাজবালা বাককৌশলদ্বারা নিজ আলিকুলকে সমাকুলিত করিয়া বাসবসম্ভলীকে সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন। হে মান্যতমে! মনোযানবর্ত্তিনী কৃতান্তদূতী, পবনযানবর্ত্তিনী হুতাশন সম্ভলী ও সুরতরঙ্গিণীবাহিনী বরুণসম্ভলী মদ্ভবনে ভাসিত হইয়া নিজং নায়কের বাসনা ব্যক্ত করিয়া আমাকে প্রলোভিত করিয়াছিল,

কিন্তু আমি তোমারই সাক্ষাৎকারে তাহাদিগেরও অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থাপিত করিয়াছি। অতএব যদ্যপি তুমি পুনর্ব্বার মৎসমীপে বাসববিষয়িকা কোন প্রস্তাবনা কর তবে তোমার বাসবের চরণ বিদ্রোহজন্য মহাপাতকে লিপ্ত হইতে হইবে, এবং আমিও তদ্বাক্য লঙ্ঘনহেতু তাঁহার সমুদ্দীপিত কোপানলকে পাতিব্রত্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হইব। দময়ন্তীর এইরূপ শপথ বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রসম্বলী তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সভাভবনহইতে বিনিঃসৃত হইলে যেমন জ্ঞানরাশি উন্মত্ত ব্যক্তিতে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা নিষধেশ্বরের চঞ্চল হৃদয়ালয়ে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর নলরাজা সুররাজের কৃপানিবন্ধন অদৃশ্যরূপে দময়ন্তীর এরূপ বচনসুধা শ্রবণপুটদ্বারা পান করিয়া পরমানন্দ চিত্ত হইলেন।

ইতি ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ।

নলরাজার প্রিয়তমাপ্রাপ্তি কামনা অনুশীলনের পূর্ব্বে যে মনোরথ পল্লবিত হইয়াছিল, আহা! এক্ষণে সেই নয়নানন্দদায়িনী রাজনন্দিনী নয়নাতিথি হওয়ায় নিষধপতি সেই মনোরথ সকল জ্ঞান করিলেন। এবং তাঁহার নয়নদ্বয় প্রথমতঃ প্রিয়তমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে প্রতিলক্ষ্য করিয়া তাহাতে অবগাহনপূর্ব্বক আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হওত পশ্চাৎ আনন্দাশ্রু প্রবাহে নিতান্ত নিমগ্ন হইল। পরন্ত নলরাজা প্রথমতঃ রাজনন্দিনীর রোমাগ্রভাগ অবলোকন করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন নিমিত্ত আনন্দানুভব করত তদীয় অশেষাংশ সমালোকনপূর্ব্বক অদ্বিতীয় মদনানন্দ অনুভব করিলেন, অর্থাৎ কামশাস্ত্রে সুস্পষ্ট প্রকাশ আছে যে, ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা কামানন্দ অধিকাধিক, ফলতঃ লোমাগ্রভাগের সূক্ষ্মতা দর্শনে সাতিশয় সূক্ষ্মতর ব্রহ্মানন্দ তাঁহার মনোমধ্যে

বিকাশমান হইয়াছিল, পরে নিখিল লোম বিলোকিত হইলে নলরাজার হৃদয়মন্দিরে কামানল উদ্দীপিত হইল। অপিচ নিষধপতির অনুরাগ সমুদ্র বৈদর্ভীর বদন সুধাকর দর্শনরূপ সুধারসদ্বারা বিপুলা বেলাকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃষ্ট বৃদ্ধিশালী হইলে তাঁহার লোচনদ্বয় সমুদ্র নিমগ্ন ভয়ে ভীত হইয়া দময়ন্তীর উত্তুঙ্গ কুচদ্বয়কে আশ্রয় করিল, ফলতঃ নল রাজা প্রাণাধিকার স্তনদ্বয়ে নয়নদ্বয়কে নিতান্ত আসক্ত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক প্রাণিগণ সাতিশয় জলোচ্ছ্বাস দর্শন করিলে উচ্চস্থান অবলম্বন করিয়াই থাকে। যাহা হউক তদীয় লোচনদ্বয় বৈদর্ভীর সূক্ষ্মতম মধ্যভাগকে অবলম্বন করিয়া স্থানের স্বল্পতাহেতু ভয়াকুলিত চিত্তে তাহাকে পরিহার করিয়াছিল। আহা! তাঁহার নেত্রদ্বয়ের কি দুরবস্থা হইয়াছিল, উহারা রাজনন্দিনীর প্রত্যেক পদবীতে পথিক হইয়া স্তন দ্বয়ে ভ্রমণ করত তদ্বর্ত্তী অসিতবর্ণ কস্তূরী বিলেপনরূপ প্রগাঢ় অন্ধকার হেতু দিক ভ্রমান্বিত হইল। এইরূপে নলরাজা নিজ লোচনদ্বয়কে প্রিয়তমা ও তাঁহার আলিকুলকে উপহার প্রদান করত অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে নিমগ্ন হইয়া এইরূপ মনেং কল্পনা করিয়াছিলেন যে, জগদীশ্বর যদ্যপি কুসুমশরকে অথবা মদীয় মনোরথকে সৃজনকর্তৃপদে অভিষিক্ত করিতেন, তবে ভীমনন্দিনীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অসামান্য শিল্পনৈপুণ্য ঘটনা হইত কি না, অর্থাৎ এতাদৃশ অঙ্গ সৌন্দর্য্য সঙ্কল্পে কল্পনা করাও যায় না। হায়! এই প্রমদাকে নয়নাতিথি করিয়া মদীয় মনোমধ্যে এইরূপ ভাসমান হইতেছে যে, মহীভৃৎ (নৃপতি) হইতে সমুৎপন্না নেত্রললামভূতা দময়ন্তী উজ্জ্বল রসের তরঙ্গিনীস্বরূপা* হইতেছেন। যেহেতু, ইহার উত্তুঙ্গ কুচযুগল হেতুক নিবিড়তর যৌবনখাতে লাবণ্য রূপ প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। অধিক কি বলিব বিধাতা এই কামিনীর সৃজনার্থ বহুলা মহিলা সৃষ্টিদ্বারা যে অভ্যাসশক্তিকে লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এই ভীমনন্দিনীতেই প্রকাশ পাইতেছে, যেহেতু প্রত্যঙ্গ-সঙ্গেই সৌকুমার্য্যশালী অসামান্য লাবণ্য এই সৌন্দর্য্য সর্ব্বস্বীভূতা প্রাণদয়িতাকে উপাসনা করিতেছে। এবং এই গৌরাঙ্গীকে জম্বু

*অর্থাৎ তরঙ্গিনী মাত্রই মহীভৃৎ (পর্ব্বত) হইতে সমুৎপন্ন হইয়াই থাকে।

নদীর জম্বালজাল (পঙ্কসঙ্কর) হইতে বিধাতা যে সমাকর্ষণ করিয়াছেন, তাহা এই সুকুমারীর অঙ্গ যুগের সঙ্গচিহ্নদ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে, যেহেতু ইহার প্রত্যঙ্গ সন্ধি নিম্নতা ও ঔন্নত্যরাহিত্য ভজনা করিতেছে। ফলতঃ পঙ্কসঙ্কর নির্ম্মিত পুত্তলিকার যেরূপ প্রত্যঙ্গ সন্ধিতে সঙ্গচিহ্ন থাকে না, তদ্রূপ এই বৈদর্ভীরও কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিলন চিহ্ন নাই। যাহা হউক প্রিয়তমার সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সদৃশ অশেষ বস্তুহইতে উৎকৃষ্টতা লাভ করিতেছে, অতএব যদ্যপি দময়ন্তীর তুলনার স্থান থাকে, তথাপি ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অপমান (প্রমাণবিহীন) হইতেছে। এবং এই কামিনীর বিধানকর্ত্তা বিধাতার স্ত্রী সৃষ্টি বিষয়ক হস্ত নৈপুণ্য ইহাকে উৎপাদন করিয়াই সীমালাভ করিয়াছে, তবে এই যে বর্ত্তমান ও ভাবিনী কামিনীগণের সৃষ্টি করিতেছেন ইহা কেবল এই প্রিয়াকে বিপুল মহিলাকুলের বিজয়জাত যশোরাশি বিতরণার্থ বোধ হইতেছে। এই নয়নানন্দদায়িনী কামিনী নয়নপথের অতিথি হইলেই মোক্ষজনিত হয় একারণ জ্ঞান হয় অসীম দোষরাশি সাতিশয় ভয়হেতু ইহাকে স্পর্শ মাত্রও করে নাই, অতএব গুণরাশিও অপার ভয়াশ্রিত দোষরাশিদ্বারা সমাকুলিত হইয়া শত্রুবাহিনীপ্রযুক্ত পরম সুখে ইহাতে বাস করিতেছে ফলতঃ প্রিয়তমাতে অণুমাত্রও দোষ নাই। আহা! প্রিয়তমার বিধু বদনের সপক্ষ একমাত্র নক্ষত্রনায়কই হইয়াছেন, অতএব উহার উপরিভাগে কেশকলাপ যে স্থানলাভ করিয়াছে ইহা যুক্তিযুক্ত হইতেছে, যেহেতু পার্শ্ববর্ত্তী বহু চন্দ্রকশালী* (চন্দ্রাকার চিহ্নশালী) কলাপিকলাপকে ইহার কেশকলাপ পরাজিত করিয়াছে, ফলতঃ প্রাণাধিকার কেশ শোভার পরিসীমা নাই। এবং ইহার বিধুবদনকর্ত্তৃক সম্মুখবর্ত্তী ও পার্শ্ববর্ত্তী গাঢ়ান্ধকার যে তিরস্কৃত হইয়াছে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। যেহেতু তমোরাশি ভঙ্গ কেশকলাপচ্ছলে এই মৃগাঙ্ককর্ত্তৃক আবদ্ধ হইতেছে, ফলতঃ অন্ধকার সাম্যপ্রযুক্ত কেশকলাপের শ্যামত্ব

*অর্থাৎ বহু চন্দ্র সহায়ীভূত ব্যক্তিকে পরাজয় করিলে তাহার এবং জয়কারী বস্তুর উপরিভাগে থাকা বিস্ময় হইতে পারে না। আর যে ব্যক্তি পরাজিত হয় তিনি অমিত্রকর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়াই থাকেন।

তাই বিকাশমান হইতেছে। আহা! প্রিয়তমার কেশকলাপ বিধাতাকে বিশেষ বুদ্ধিশালী বলিয়া স্তব করিয়াছিল এই নিমিত্তই বিধাতা ইহার কেশকলাপকে কুসুমসমূহদ্বারা পূজা (সুশোভিত) করিয়াছেন. কিন্তু শিখিকলাপ এই মৃগাক্ষী অপেক্ষা নিজ পিচ্ছদেশের চাকচক শূন্যতা নিবন্ধন বিধাতাকে বুদ্ধিবিহীন বলিয়া বিগান করিয়াছিল বলিয়াই বিধি তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্র (গলহস্ত) দিয়া কি ভৎসনা করেন নাই বাস্তবিক তাহাই করিয়াছেন, ফলতঃ কামিনীগণের সংযত কেশকলাপ পুষ্পমালাদ্বারা সুষমাসম্পন্ন হইয়াই থাকে, এবং ময়ূরসমূহের পিচ্ছদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন প্রকাশমান আছে।

যাহা হউক এই প্রিয়তমাকে কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথি বলিয়া বিবেচনা হয়, যেহেতু ইহার কেশপাশরূপ গাঢ়ান্ধকারানন্তর ভাল স্থলরূপ অর্দ্ধচন্দ্র পরিদৃশ্য হইতেছে, ফলতঃ কৃষ্ণপক্ষেও অন্ধকারানন্তর চন্দ্রচন্দ্রিকা অবলোকিত হইয়া থাকে, বিশেষ যেহেতু ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াই কুসুমশর স্বর্গাদি ভুবনত্রয়ের বিজয়ার্থ সাধু সিদ্ধিসাধনা করিয়াছে। আহা! এই সুদৃশ্যাকে দৃশ্য করিয়া বিবেচনা করি যে, ভূতভাবন ভবানীপতির কোপানলে কুসুমশরের সহযোগে কুসুমময় শরাসনও দগ্ধ হইয়া শ্যামলবর্ণ একমাত্র কিঞ্জল্কাবশেষ ছিল, হায়! চণ্ডীপতি প্রচণ্ড কোপবশতঃ তাহাও দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন, কেননা যেহেতু বিধাতা সেই দ্বিধা বিভক্ত শ্যামলবর্ণ কিঞ্জল্কদ্বারা এই ভীমভবার ভ্রূযুগল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অথবা কুসুমশরের ভস্মাবশেষ শরাসন ও প্রিয়তমার বদনসুধাকরকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত যে কলঙ্কলেখা এই উভয়ে ভীমনন্দিনীর ভ্রূযুগলরূপ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বাল্যস্বভাবপ্রযুক্ত চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছে, ফলতঃ যৌবনাবস্থায় কামিনীগণের ভ্রূযুগলের চাঞ্চল্য হইয়াই থাকে। পরন্তু পঞ্চবাণ বাণত্রয়ের দ্বারা জগত্রয়কে পরাজয়পূর্ব্বক অবশিষ্ট বাণদ্বয়কে এই প্রিয়তমার দৃগম্ভোজপদে অভিষিক্ত করিয়া সফল করিয়াছেন। নচেৎ কি হেতু ইহার নয়নপথের অতিথি হওয়া অবধি আমি ক্লেশে জর্জ্জরিত হইতেছি। বাস্তবিক এই কোমলাঙ্গী কুসুমশরের মূর্ত্তি গ্রহণাহ শরাসনই হইবেন, নচেৎ ইহার অপাঙ্গ মুক্ত

দৃষ্টি শররূপ বৃষ্টি মদীয় মোহসম্পাদিকা হইবে কেন ? প্রিয়তমার এই নয়নকমল প্রিয়তমারই ন্যায় অপর সাদৃশ্য স্থল নাই, যাহা প্রেমভরে ঈষৎ অলস ভাবাপন্ন ও প্রশস্ত পক্ষশালী যাহার কিরণ ঊর্দ্ধগত হইতেছে, যিনি শীতলতাদ্বারা সিতকিরণকে পরাজয় করিয়াছেন, যাহাতে ইন্দ্র নীলমণির ন্যায় নির্ম্মল গোলাকৃতি ও শ্যামলবর্ণ তারকা বিকাশমান হইতেছে। এবং যদ্যপি কুরঙ্গী প্রিয়তমার নেত্রদ্যুতিকর্ত্তৃক পরাজিত কর্ণোৎপল সমাপ মুখকমলকে লাভ করিত, তবে তাহার দ্বারাই কৃতকার্য্য হইয়া নিজ লোচনযুগলকে কিঙ্করী করিত, ফলতঃ ভীমনন্দিনীর লোচনযুগল কুরঙ্গলোচন অপেক্ষাও সমধিক সমুজ্জ্বল। অপিচ বিবেচনা করি বিধাতা কদলীতরুর পক্ক অথবা ষষ্ঠ সংখ্যক বাহ্যত্বক অপনোদনপূর্ব্বক সাতিশয় শুভ্রবর্ণ মধ্যত্বক ও নীলোৎপলসমূহ হইতে সারাংশ গ্রহণ করিয়া এই প্রাণাধিকার নয়ন শিল্পন করিয়াছেন, ফলতঃ ইহার শুভ্রবর্ণের মধ্যবর্ত্তী অসিতবর্ণ তারা সম্বলিত লোচনদ্বয় দর্শকগণের নিতান্ত সুখাবহ হইতেছে। পরন্তু রাজকুমারীর নয়নবিধানকর্ত্তা বিধাতার প্রযত্নাতিশয় নিমেষ যন্ত্রস্বরূপ চকোরীর নেত্রদ্বারা ইহার নয়নোৎপলের সুধোৎগারময় সারাংশ সমাকর্ষণ করিয়াছেন, ফলতঃ ইহার নয়নপথের পথিক হওয়া অবধি নিতান্ত সন্তপ্ত মদীয় কলেবর সুশীতল হইতেছে। আমি বিবেচনা করি প্রাণাধিকার নয়নশোভা হরিণীগণকর্ত্তৃক অধীকৃত হইয়াছে, যেহেতু রাজবালা বলক্রমে এই বহুল গুণশালিনী নয়নশ্রী ভয়বিহ্বল হরিণীগণহইতে লাভ করিয়াছেন, ফলতঃ হরিণী অপেক্ষা ইহার ঈক্ষণযুগল সমধিক সমুজ্জ্বলশালী হইতেছে। অধিক কি বলিব স্বভাবতঃ চঞ্চল ইহার নয়নযুগল দূরদেশ আক্রম করিয়াও পরস্পর মিলিত হইত না, যদ্যপি ঐ লোচনদ্বয়ের গমন বিষয়ে শ্রবণকূপ নিপাতন ভয়কর্ত্তৃক বিঘ্ন উৎপাদিত না হইত, ফলতঃ ভীমকুমারীর নেত্রযুগল শ্রবণপর্য্যন্ত বিকশিত হইতেছে। আহা! বিবেচনা করি কমলনা কেদার* (ক্ষেত্র) ভজনা করত শিশির প্রবেশপূর্ব্বক পুণ্যোদয়ার্থ

*অথচ ধর্ম্মপরায়ণ প্রাণিগণ পুণ্যপুঞ্জ উদ্দেশপূর্ব্বক কেদারতীর্থ ভজনা করত পর নিশরে প্রাণ পরিহার করিয়া উৎকৃষ্ট জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকেন।

নিজ জীবন পরিহার করিয়াছিলেন বলিয়াই উহার বিকশিত কুসুম দময়ন্তীর লোচনরূপে এবং কোরক চকোরপক্ষীর নয়নরূপে বিকাশমান হইতেছে, ফলতঃ চকোর নেত্রাপেক্ষা ভীমনন্দিনীর নয়নযুগল উৎকৃষ্টতা লাভ করিয়াছে।

হায়! পঞ্চবাণ বাণত্রয়দ্বারা জগত্রয়কে ব্যস্ত করিতেছে, কিন্তু তিল কুসুম তূণস্বরূপ ভৈমীর নাসিকা যে দগ্ধ মদনের অপর বাণদ্বয় ধারণ করিতেছে, তাহা বালবালার নিশ্বাস সমীরণের সৌরভদ্বারাই অনুমেয় হইতেছে, ফলতঃ ভীমনন্দিনীর নিশ্বাস পবন সাতিশয় সৌরভশালী। এবং ইহার অধর ও ওষ্ঠ বদনচন্দ্রের সমভিব্যাহারে সমুদিত হওত রাগশ্রীদ্বারা বন্ধুককুসুমের বন্ধুস্বরূপ আপনাকে শৈশব ও যৌবনের সন্ধ্যা (মিলন) ব্যক্ত করিতেছে*। পরন্তু ইহার মুখচন্দ্র সমাশ্রিত অধর ভাগই সুধাভূ (সুধোৎপত্তি স্থান) হইয়াছে, অথবা সুধাভু (সুধাকর) ইহার মুখ সুধাকরহইতে অধরতর হইতেছে। হায়! বিম্বফলের প্রতিবিম্বও প্রিয়তমার অধরের সদৃশ হইতে পারে না, যেহেতু ক্রমযুক্ত পাকে শেষ বিম্বফল পরিশোভিত হয়, তাঁহার অধরবিম্ব বিদ্রুমশ্রী (প্রবালশ্রী) ধারণ করিতেছে, আমার বিবেচনা সিদ্ধ তাহাই হইতে পারে যে, প্রিয়ার অধরের নামই বিম্ব, বিম্বের নাম অধর, বিশেষ জ্ঞানবিরহ ব্যক্তিরা ইহাকে বিপরীত করিয়া বর্ণনা করে। যাহা হউক ইহার মধ্যভাগের সন্নিধাবর্ত্তী অধর ও ওষ্ঠভাগ কিছু উন্নত হইয়া প্রকাশিত হওয়ার বিবেচনা করি স্বপ্নাবস্থায় মৎকর্ত্তৃক সম্পৃক্ত প্রিয়তমার অধরে মদীয় দশন দংশ নিমিত্ত আমি কতই অপরাধী হইয়াছি। অপিচ যদিচ ইহার ভগ্ন ওষ্ঠ কত বিম্বাধরী নৃত্যমানা হইতেছে, বিবেচনা হয় যেন কৌতুকশালী বিধাতা শ্রমবিহীন হইয়া অধর ও ওষ্ঠরেখাকৃতি দ্বারা উহাই সংখ্যা করিয়াছেন। কিমাশ্চর্য্য! অদ্য যামিনী শেষে স্বপ্নাবস্থায় এই মধুরাধরা কামিনী আমাকর্ত্তৃক অনুভূত হইয়াছে, পুনরায় তিনিই আমার নয়নপথের পথিক হইতেছেন। এবং এই প্রফুল্লবদনা

---

*অথচ সায়ন্তনী সন্ধ্যা সুধাকরের সমভিব্যাহারে সমুদিত হইয়া অরুণবর্ণ ধারণ করিয়া থাকে।

...র্পণ নিজ শিতলের সহস্রাংশের একাংশ নিতকরকে ... করেন এবং কৌমুদীপাতি প্রাপ্ত তদংশদ্বারা আপনাকে নির্মগ্ন করিয়, নিজ জন্মকে সফল বোধ করেন। ইহার মুখচন্দ্রের চন্দ্রিকা প্রকৃত চন্দ্রা... পেক্ষা সমধিক সমুজ্জ্বলশালিনী যাহা আনন্দ কিরণের সম্পর্কবশতঃ নির... তর হইতেছে, এবং ঈষৎ আয়ত দশনপংক্তিরূপ ঐ চন্দ্রিকার বিন্দুবৃন্দ পুরোবর্ত্তী ক্ষরিত পৃক্তকণার সহিত বিবদমান হইতেছে, ফলতঃ দময়ন্তীর দন্তশ্রেণী অনন্ত শোভাশ্রেয়িণী হইতেছে। আহা! এই কামিনী মদীয় বিরহ মূর্চ্ছাময়ী যামিনীর প্রভাতকালীয় সন্ধ্যাস্বরূপ হইতেছে, যেহেতু ইনি মহেন্দ্রকাষ্ঠার রাগ সম্পাদন করিতেছেন ও দ্বিজবর্গ (দন্তশ্রেণী) কর্ত্তৃক উপাসিত হইতেছেন। যাহা হউক বিধাতা এই শিরীশ কুসুম সৌকুমারীর অশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন বলিয়াই সুকোমল বস্তুর সৃষ্টি বিষয়ে জাত নৈপুণ্য হইয়া ইহার বাক্যেই কোমলত্বের পরিসীমা সমাপন করিয়াছেন। আর বোধ হয় দ্বিজবর পিকবর তরুনিকরহইতে ভিক্ষালব্ধ* বস্তু ভক্ষণ করত এই মনোহারিণীর আস্য বিজ্ঞহইতে অনির্ব্বচনীয় কামব্রহ্মবাদিনী উপনিষৎ অধ্যয়ন করিয়াছে। বিবেচনা করি যেন সরস্বতী নিজ সপত্নী কমলালয়া লক্ষ্মীর পরাভব বাসনায় কমল পরাভবকারী ইহার মুখচন্দ্রে বাস করিতেছেন। অথবা তিনি বীণাবাদন করত ইহার কণ্ঠালম্বিনী হইয়া যে বীণাধ্বনি করিতেছেন তাহাই এই মৃগনয়নার বাক্যরূপ শ্রোতৃবর্গের শ্রুতিযুগলে সুধারূপে প্রবিষ্ট হইতেছে। আহা! বিধাতা ইহার নিখিল কলেবর সঙ্কলন করিয়া সুষমা পরিসমাপ্তি হেতু অঙ্গুলিদ্বারা আননোত্তোলন করত যে ইহাকে অবলোকন করিয়াছিলেন, বিবেচনা করি সেই অঙ্গুলিচিহ্ন ইহার চিবুকদেশে প্রকাশমান হইতেছে। আহা! এই যে সুধাকর রাহুভয় বিনাশক প্রিয়তমার আস্যত্ব লাভ করিয়া দিবা রজনী পরম সুখে অভ্যুদয়শালী হইতেছে, উহার অভিনব কিরণমণ্ডল প্রিয়তমার অধর বিম্বে লীলা করিতেছে। এবং প্রাণাধিকার পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল পূর্ণ

*অথচ দ্বিজগণ মহীরুহের ফলমূল ভক্ষণ করত দ্বিজরাজ (শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ) হইতে বেদাধ্যয়ন করিয়াই থাকেন।

শশধরমণ্ডলকে পরাজিত করিয়াছে, যেহেতু ঐ মুখের তৃতীয় ভাগের ভাগরূপ অর্দ্ধচন্দ্র নিজ পরাজয় চিহ্নস্বরূপ ভ্রূযুগলরূপ কলঙ্কখণ্ড ধারণ করিতেছে। বোধ হয় জগদ্বিধানকর্ত্তা বিধাতা এই কামিনীর আনন সরোজকেই নিখিল সরোজকুলের সম্রাট করিয়াছেন, যেহেতু ইহা. নয়ন সরোজ, আনন সরোজকে সেবা করিতেছে, বস্তুতঃ সর্ব্ব ভূমীশ্বর সামান্য রাজন্যকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। হায়! সুধাকর দিবসে দিবাকর ভয়ে ও সরোজিনী রজনীযোগে শশধর ভয়ে ব্যাকুল হইয়া ইহার মুখমণ্ডলেই নিজ২ লক্ষ্মী নিক্ষেপ করিয়াছে, যেহেতু এই প্রমদার মুখমণ্ডল কি দিন কি রজনী উভয়েতেই সুষমাসম্পন্ন হইতেছে। যাহা হউক বিবেচনা করি যেন সরোজ ও শশধর উভয়ের উৎপাদক উদক ও পরম মিত্র মুকুর হইতে এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরীর মুখশ্রীর প্রতিবিম্ব প্রার্থনা পূর্ব্বক ধারণ করেন বলিয়াই উপহার যাচিত বস্তুর অস্থিরতা প্রযুক্ত সর্ব্বদা শোভাসম্পন্ন হয়েন না। বোধ হয় জলকেলিকালে সরোজিনী কুল অলিকুলরূপ লোচনদ্বারা এই রাজবালার নির্ম্মল মুখশ্রী অবলোকনপূর্ব্বক পত্রময় হস্ত বিস্তার করত নিজ পতি বাসরপতির নিকট অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া উহার শ্রী প্রার্থনা করিতেছে। এই সুমুখীর কুঙ্কুম রাগান্বিত মুখকর্ত্তৃক নিত্যস্পর্দ্ধী সুধাকর যে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহা চন্দ্রমার পরিবেশরূপ পাশদ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। বিধাতা প্রতি মাসীয় কুহূনিশায় সুধাকরের শত২ বিম্ব বিলোপন করিয়া চির স্থায়ী শোভাসম্পন্ন এই মনোহারিণীর মুখচন্দ্রে কি একমাত্র শেষ রাখিয়াছেন। হায়! কুসুমশর ইহার ভ্রূযুগলরূপ শরাসনদ্বারা জগতীমণ্ডলের জয়াভিলাষী হইয়া রতি (অনুরাগ) অবলম্বন করত প্রিয়তমার মুখচন্দ্রে বিরাজমান হইতেছে, এই ললনার মকরাকৃতি কপোল পত্রাবলি মকরকেতুর কেতুরূপে প্রকাশ পাইতেছে। যাহা হউক বিধাতার কি শিল্পনৈপুণ্য, ইহার শ্রবণযুগল কি রতি ও তৎপতির নৈবেদ্য পুষ্পস্বরূপ হইয়াছে, যেহেতু বিরহ বাষ্পান্বিত নেত্রপদ্মচ্ছলে উৎসর্গ জলযুক্ত লোচনকমল ঐ শ্রুতিযুগলে প্রকাশ পাইতেছে, ফলতঃ প্রিয়তমা আকর্ণ নয়নশালিনী হইতেছেন। আহা! নিতান্ত বক্রভাবাপন্ন

অশেষ শাস্ত্ররূপ সুধাপ্রবাহ যে পদবী সমালম্বনপূর্ব্বক এই ভীমকুমা-রীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে, শ্রবণপত্রবর্ত্তিনী সেই রেখাময়ী প্রণালী শ্রবণ-কূপকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইতেছে। ইহার শ্রুতিযুগল অষ্টাদশ বিদ্যাকে অর্দ্ধার্দ্ধ বিভক্ত করিয়া যে ধারণ করিতেছে, তাহা এই নবীনার কর্ণদ্বয়বর্ত্তিনী গভীর নবরেখাদ্বারা কি পরিগণিত হইতেছে না। আমি বিবেচনা করি রতিপতি ইহার কর্ণ লতাময় সুদৃঢ় পাশযুগলদ্বারা এক পাশশালী সলিলপতিকে অনায়াসেই পরাজয় করিয়াছেন। এবং তিনি যে চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণের আত্মজ বলিয়া চতুর্ভুজ হইয়াছেন তাহাও সমুচিত, যেহেতু এই প্রমদার ভ্রূযুগল যুগল করের শরাসন হইয়াছে ও কর্ণযুগল গুণদ্বয়রূপে প্রকটিত হইতেছে। হায়! যে কবিত্ব সঙ্গীত বিদ্যা ও সত্য বাক্য এই ত্রিতয় ইহার কণ্ঠপ্রদেশে সংস্থাপিত করিয়াছেন, বোধ হয় তিনিই কণ্ঠস্থ রেখাত্রয়চ্ছলে ঐ কবিত্বাদি ত্রিতয়ের নাম নিমিত্ত সীমা বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। এই প্রিয়তমার বাহুলতা মৃণালখণ্ডকে যে পরাভব করিয়াছে ইহা বিস্ময়াবহ নহে, যেহেতু পরস্পর বিবদমান প্রাণিগণের একতরের জয় হইয়াই থাকে, কিন্তু ইহাই সাতিশয় বিস্ময় সম্পাদক হইতেছে যে, যুদ্ধভগ্ন মৃণালখণ্ডের অন্তঃকরণ নির্ব্যথন* (ব্যথাশূন্য) হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। এবং এই কোমলাঙ্গীর সুকোমল বাহুযুগলকর্ত্তৃক মৃণাল যে পরাজিত হইয়াছে, ইহা ঐ মৃণালখণ্ডই অকীর্ত্তিরূপ ঘনপঙ্কে নিমজ্জমান হইয়া প্রকাশ করিতেছে এবং কোকনদরূপ তূণস্বরূপ প্রিয়তমার করে লোহিতবর্ণ নখশালী অঙ্গুলি পঞ্চকচ্ছলে সুবর্ণপুঙ্খ অথচ বিশুদ্ধ পর্ব্ব পঞ্চশরের পঞ্চ শর প্রপাক্ষিত হইতেছে। হায়! নবপল্লব এই পদ্মলোচনার করের সহিত স্পর্দ্ধাভিলাষী হইয়া বালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, পুনরায় ঐ মূর্খ ইহার অধর সাদৃশ্য প্রার্থনা করত কি প্রবাল (প্রকৃষ্ট বালক) হইতেছে না, ফলতঃ এই লোচনানন্দদায়িনীর কর ও অধর প্রবালকেও অধর (নীচ) করি-

*মৃণালখণ্ডকে খণ্ড করিলে তাহার অন্তবর্ত্তী নির্ব্যথন (ছিদ্র) প্রকাশ পাইয়াই থাকে।

আছে। এই নর্ম্মদার * (সুখদায়িনীর) বাহুবল্লীরূপ মৃণালী অনালোকিত হইতেছে ও বাল্যরূপ বারি স্মরানলে শুষ্ক হইয়াছে। আর এই সুন্দরীর স্তনযুগলের সহিত কুম্ভযুগল সাদৃশ্যরূপ স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে বলিয়াই কুলালজাতি মণিকাদি (জালাপ্রভৃতি) মহাভাণ্ড শিল্পী হইয়াও সুপ্রসিদ্ধ কুম্ভকার নামে বিখ্যাত হইতেছে। এই সুবদনার বদনচন্দ্র পঙ্কজকে সঙ্কোচিত করিয়া যে দেদীপ্যমান হইতেছে ইহা বিস্ময়াবহ নহে, কিন্তু ইহার স্তনরূপ চক্রবাক মিথুন মুখচন্দ্রোদয়েতেও যে অন্যোন্যতঃ বিযুক্ত হইতেছে না ইহাই আশ্চর্য্য, ফলতঃ প্রিয়তমার পীবর কুচযুগল পরস্পর বিচ্ছেদশূন্য হওয়ায় মদীয় লোচনের নিতান্ত আনন্দদায়ক হইতেছে; অপিচ ইহার স্তনদ্বয়কর্তৃক করিকুম্ভ যুগলের শোভা অপহৃত হইয়াছে, কিন্তু করিকুম্ভকর্তৃক স্তনদ্বয়ের শ্রী পরিগৃহীত হয় নাই, যেহেতু উহারা নিতান্ত ভয়বিহ্বল নিজ মুক্তাধনকে সঙ্গোপন করিতেছে, কিন্তু প্রিয়তমার পরাজয়কারি কুচযুগলে মুক্তাহার ব্যক্তরূপে দোদুল্যমান হইতেছে, ফলতঃ এই ললনার কুচযুগল করিকুম্ভ অপেক্ষাও সমধিক অহ্লাদকশালী! যাহা হউক ইহার চন্দন চর্চিত স্তনরূপ উচ্চ প্রদেশহইতে কত যুবকগণের মনোরথ যে স্খলিত হইয়াছে তাহা ঐ স্তনোপরি বিরাজমান হারাবলির রত্ন কিরণের ধারাকার রেখাদ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে। কি আশ্চর্য্য! প্রেয়সীর মধ্যভাগ নিতান্ত ক্ষীণ হইলেও যে বলি (ত্রিবলি) হইতে আক্রান্ত হইতেছে না, বোধ হয় সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ ভীমনন্দিনীতে অনঙ্গরাজ্য প্রকাশ পাওয়ায় বলিগণ রাজভয়ে ক্ষীণের প্রতি অত্যাচার পরাঙ্মুখ হইতেছে;

পরন্তু যদ্যপি বিধাতা ইহার মধ্যভাগকে ক্ষীণ করিয়া বিভক্ত না করিতেন, তবে সম্প্রতি অপ্রতিম প্রভাশালিনী এই কামিনীর স্তনযুগল কোন অংশদ্বারা সৃজন করিতেন। যাহা হউক যেমন সৌভাগ্যবতী ভগবতী নিজ পতি পশুপতির অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইতেছেন, তদ্রূপ এই

*নর্ম্মদানদী মৃণালশালিনী অন্তরীপশালিনী ও শুষ্কতোয়া হইয়াই থাকেন।

† কবিবর্গ কহেন যে চক্রবাক ও চক্রবাকী যামিনীযোগে বিযুক্ত হইয়া থাকে।

অসামান্য রূপ লাবণ্যবতী যুবতী কবে অনুরূপ পতির অদ্ধ কলেবর রচনা করিবেন, বিবেচনা করি বিধাতা এই নিমিত্তই ইহার মধ্যভাগে রোমাবলিরূপ কৃষ্ণসূত্রপাত করিয়াছেন। আহা! যদাপি এই নীল-বসনা বসনদ্বারা রোমাবলি রজ্জুপ্রভৃতিকে সঙ্গোপন করেন, তবেই মদীয় দৃষ্টিতৃষ্ণা রোমাবলিরূপ রজ্জু স্তনকুম্ভ ও গভীর নাভিকূপ প্রাপ্ত হইয়াও বিরত হয়। এই ভীমভবা মনোভবরূপ প্রমত্ত মাতঙ্গের বাস-স্থলী হইয়াছেন, যেহেতু ইহার গভীর নাভি উৎপাটিত বন্ধন স্তম্ভের বিবররূপে প্রকটিত হইতেছে, ইহার রোমাবলি ছিন্ন ভিন্ন শৃঙ্খলরূপে প্রকাশ পাইতেছে, এবং উন্নত স্তনযুগল শয়নবপ্ররূপে প্রকাশমান হইতেছে! আমি বিবেচনা করি মীনকেতন রণস্থলে সুদর্শন (সুদৃশ্য) চক্রদ্বারা নিজ জনককর্ত্তৃক এই জগন্মণ্ডলকে পরাজিত দেখিয়া দুর্লভ দর্শন এই ললনার নিতম্বময় চক্রদ্বারা কি ত্রৈলোক্যের পরাজয় বাসনা করিতেছেন, ফলতঃ প্রিয়তমার নিতম্বভাগ চক্রের ন্যায় গোলাকৃতি হইয়াছে। এবং জ্ঞান হয় যেন ভীমনন্দিনী কুচকুম্ভকারক যৌবনের সহকারি চক্র (কারণসমূহ) ধারণ করিতেছেন, যেহেতু ইহাতে রোমা-বলিরূপ দীপ্ত নিতম্বময় চক্র সৌন্দর্য্যরূপ, গুণ ও লাবণ্যরূপ সলিল অব-লোকিত হইতেছে। আহা! এই কামিনীর যেরূপ অনির্ব্বচনীয় অঙ্গ অশ্বত্থ পত্রের জন্য নিমিত্ত অন্বেষণ করিতেছে, নচেৎ অকারণ ইতর পত্র অপেক্ষা অশ্বত্থপত্র কম্পিত হইবে কেন? কি আশ্চর্য্য! এই একাকিনী কামিনী আমাকর্ত্তৃক অবলোকিত হইয়া অনেকতর অপ্সরার দর্শনকৌ-তুক বিস্তার করিতেছেন, যেহেতু ইহার জ্র চিত্রলেখা (বিচিত্র রেখা-শালিনী) নাসিকা তিলোত্তমা (উৎকৃষ্ট তিলকশালিনী) এবং উরুযুগল রম্ভা (কদলী) রূপে প্রকটিত হইতেছে। হায়! এই অখণ্ড চন্দ্রবদনার প্রকাণ্ড উরুযুগলকর্ত্তৃক করিবর যে পরাজিত হইয়াছে, তাহা করিবর নিজ শুণ্ডের কুণ্ডলচ্ছলে গোপন করিতেছে। আহা মরি! এই কুমা-রীতে মুনিসমূহের মোহও সমুদ্ভূত হইতেছে, যেহেতু ভৃগু (উচ্চতা) ইহার কুচশৈলাশ্রয়া হইতেছেন, এবং ব্যাস (বিস্তার) ইহার উরুস্থলী-কে আশ্রয় করিতেছেন। বিবেচনা করি মহারুহের প্রবালচয় প্রিয়া

মনোহর পাদদ্বয়ের নবভাব ভজনা করতই পল্লব শব্দে প্রসিদ্ধ হইতেছে। বোধ করি এই মহিলা দর্প পরতন্ত্র হইয়া জগতীমণ্ডল-বাসিনী মহিলাকুলের উত্তমাঙ্গে চরণপদ্ম সংস্থাপন করিয়াছেন বলিয়াই সেই কামিনীগণের মস্তকস্থ সিন্দুর-রাগদ্বারা চরণতল প্রবালহইতেও প্রবল হইয়াছে। অধিক কি বলিব নারায়ণবনিতা ক্রোধরক্ত কলেবর হইয়া বিধাতাসমীপে এই সর্ব্ব গুণান্বিতা ভীমতনয়ার পদ প্রার্থনা করায় বিধি-কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি কোপবশতঃ সাতিশয় অরুণ-বর্ণ হইয়া ইহার চরণতল ভজনা করিতেছেন, জ্ঞান হয় এই নিমিত্ত ঐ চরণতল অরুণবর্ণ হইতেছে। বিবেচনা করি কমলযোনি শীতলকালে নিখিল কমলকুলকে উন্মূলিত দেখিয়া উহার পুনর্ব্বিধানা ভিলাষী হইয়া মাধুকরী ভিক্ষার ন্যায় ইহার আনন চরণদ্বয় ও করদ্বয়হইতে অভিখ্যা (শোভা) ভিক্ষা করিতেছেন, ফলতঃ প্রিয়ার আনন চরণ ও পাণিপদ্ম অপেক্ষাও প্রভান্বিত হইতেছে। এবং নৃপমণ্ডল কুসুমশরের শরনি-করে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া দশ দিঙমণ্ডলহইতে এই পদযুগলে যে শরণ লইয়াছে, বোধ হয় বিধাতা দশ সঙ্খ্যক অঙ্গুলিরূপ রেখাদ্বারা তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। এই যুবতী যশ আস্য ও পাদাঙ্গুষ্ঠের নখরযুগল চ্ছলে পরিপূর্ণ চন্দ্র চতুষ্টয় ধারণ করিতেছেন, সুতরাং প্রত্যেক কলা-নিধির ষোড়শ কলাপ্রযুক্ত চতুঃষষ্টি কলা এই ললনাতে অবস্থিতি করিতেছে। আহা! একেত বিধাতা ভুবনমণ্ডল অতিক্রম করিয়া এই ভুবনমোহিনীকে সৃজন করিয়াছেন, তাহাতে পুনরায় এই তরুণী তরু-ণতা নিবন্ধন সমধিক উৎকৃষ্টতা লাভ করিয়া রসিকতায় সুরসিক কুসুম শরের শিষ্টত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় বাকপথের অবিষয় হইতেছেন। নিষধ-নাথ এইরূপে হরিণনয়না বিদর্ভরাজতনয়ার চিকুরাবধি চরণ নখপর্য্যন্ত বর্ণনা করত নিজ মনকে বিস্ময়সমুদ্রে নিমগ্ন করিলেন, এবং পঞ্চশরের প্রখর শরনিকরে জর্জ্জরিত কলেবর হইয়া বয়স্যাগণ পরিবৃত দময়ন্তীর নয়নযুগলে নিজ নয়নযুগল মিলিত করিলেন।

ইতি সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ।

অনন্তর সভামণ্ডল নিবাসিনী ভীমনন্দিনী বামলোচনাগণ সম্ভি-ব্যাহারে পুলকিত কলেবর নলনৃপতিকে অনিমিষ লোচনে লোচনদ্বারা পান করিলেন। যদ্যপি নলরাজা দেবরাজের বরপ্রভাবে সর্ব্বভূতের অদৃশ্য হইয়াছিলেন, তথাপি দৈবীবাণী বৈদর্ভসেনিকে কতকাল গোপন করিতে সমর্থ হইবেন, যেমন ইক্ষুডিম্ব পলালজালদ্বারা সমাচ্ছাদিত হইয়াও অঙ্কুরিত হইয়া স্বয়ং বিকাশিত হয়, তদ্রূপ নলরাজা নিজ প্রভাবে স্বয়ং প্রকাশিত হইলেন। অনন্তর যেকালে নলরাজার লোচন কিরণাবলি দময়ন্তীতে সম্যাসক্ত হইয়া নিজ অপাঙ্গদেশ লাভেও বঞ্চিত হইয়াছিল, তৎকালেই কুসুমশরের সপুঙ্খ শরনিকর মঞ্জুল ভ্রূযুগলশালিনী নলপ্রাণার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রবেশিত হইল। হায়! পঞ্চবাণ নিজ বিক্রম সাম্যপ্রযুক্ত নলরাজাতেও শক্তি (রতি) সাম্যপ্রযুক্ত দময়ন্তীতে যুগপৎ যে পঞ্চবাণ নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই অর্দ্ধ২ বিভাগ শূন্য শরকর্ত্তৃক কুসুমশরের বৈমুখ্য বিদিত হয় নাই, অর্থাৎ পঞ্চবাণের তাড়নাদ্বারা যেরূপ পীড়া সমুৎপন্ন হয়, তদর্দ্ধ তাড়নাদ্বারা নিষধেশ্বর ও বিদর্ভেশ্বরনন্দিনী তদ্রূপই পীড়িত হইয়াছিলেন। অনন্তর রাজবালা মনে২ এইরূপ বিতর্কনা করিলেন যে, এই পুরোবর্ত্তী জন নিষধ জনপদের অধীশ্বরই হইবেন, ক্ষণকাল এইরূপ অনুরাগশালিনী হইয়া বিবেচনা করিলেন যে, তিনি কিরূপে এখানে সমাগত হইবেন, এই বলিয়া তৎপক্ষে সুতরাং ঔদাস্য প্রকাশ করিলেন। তখন নলরাজার মনও প্রথমতঃ প্রিয়তমাতে সমাসক্তচিত্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু নলরাজা আপনাকে দূত বিবেচনাপূর্ব্বক তদাসক্ত চিত্তকে পুনরাবৃত্ত করিলেন। অনন্তর অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণ নলরাজাকে সন্দর্শন করিয়া কেহ লজ্জাশালিনী হইল, কেহ তাঁহার ভারতীভঙ্গিতে মনে২ নিমগ্ন হইল, কেহ বা কুসুমশরের বশবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে মনসিজ বলিয়া স্বীকার করিল। নলরাজাকে অবলোকন করিয়া মহিলাকুলের তাৎকালিক

স্বত্বরসের আবির্ভাব হওয়ায় উহারা ওহে তুমি কোথাহইতে সমাগত হইয়াছ ইহাও জিজ্ঞাসা করিতে অসমর্থ হইয়াছিল, এবং রসিকা রমণীগণ সহসা পুরুষরত্নকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক নানাবিধ রসশালিনী হইয়া সম্ভ্রান্ত মানসে যেন অভ্যুত্থান বাঞ্ছায় নিজ২ আসনহইতে গাত্রোত্থান করিল, এবং যেমন সলিলবিহীনা তরঙ্গিণী ধারাধরের কেলিকালকে (বর্ষাকাল) লাভ করিয়া প্রবল বেগ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভীমনন্দিনী বীরসেননন্দনকে নয়নাতিথি করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পরম্পরার পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন। ভীমনন্দিনীর অনুরাগের কথা কি বলিব, যগুপি তাঁহার নিমেষধারা বুদ্ধিধারাকে বারম্বার বিচ্ছেদ করিয়া নয়ন দ্বয়ের তদঙ্গ বোধের প্রতিবন্ধক না হইত, তবেই তাঁহার লোচনযুগল প্রথমতঃ নলরাজার যে অবয়ব অবলোকন করিয়াছিল, তদঙ্গেই সমাসক্ত হইয়া অপরাঙ্গে সমাগত হইত না। বাস্তবিক পূর্ব্ব দৃষ্ট বস্তুর অপেক্ষা পরদৃষ্ট বস্তু কোন অংশে ন্যূন হইলে তবেই পূর্ব্ব দৃষ্ট বস্তু উত্তমতা নিবন্ধন স্মরণ পদবীতে সমারূঢ় হয়, ইহা লোকসমাজে প্রসিদ্ধই আছে, নলরাজার সমস্ত অঙ্গের তুল্যতা থাকায় সুতরাং লোচনযুগল প্রভেদ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। দময়ন্তীর লোচনরূপ খঞ্জন যুগল নিষধপতির সূক্ষ্ম ও নিবিড় কেশকলাপে সংলগ্ন হইয়া স্পন্দ রহিত হওয়ায় সুতরাং তাঁহার অনুবন্ধ (স্নেহ) পরিহারপূর্ব্বক পলায়ন পরায়ণ হইতে পারে নাই*। এবং তাঁহার লোচন সরোজরাজী নল ভূপতির আননসরোজ পাণিসরোজ ও চরণসরোজের সহযোগ লাভ করিয়া চিরকালেও নিজ বান্ধবস্নেহ পরিত্যাগ করেন নাই, ফলতঃ নল রাজার উক্ত অবয়ব সকলে ভৈমীর লোচনযুগল চিরকাল লীন হইয়াছিল†। তৎকালে ভীমনন্দিনী আনন্দময়ী ও অনির্ব্বচনীয় মোহসম্পন্ন

*খঞ্জন পক্ষিগণ সূক্ষ্ম কেশাদি রচিত পাশযন্ত্রে আবদ্ধ হইয়া নিজ পক্ষযুগল সঞ্চালন করিতে অসমর্থ হওয়ায় বন্ধন ছেদনপূর্ব্বক উড্ডয়ন করিতে যোগ্যতা শূন্য হইয়াই থাকে।

†প্রাণিগণ বান্ধবসংসর্গ লাভ করিলে চিরকালেও বন্ধুস্নেহ পরিহার করিতে সমর্থ হয় না।

হইয়া মুক্তদশার এবং সংসারদশার রসাস্বাদন করিলেন, ফলতঃ তিনি চিরাভিলাষিক নিষধেশ্বরের সমাগম লাভে এককালে আনন্দরসে ও মোহরসে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। আহা! বিধাতা যদ্যপি নলরূপধারী দেবরাজকে এই বৈদর্ভীসমীপে প্রেরণ করিতেন, তবেত নল শ্রী সম্পন্ন দূতসমীপে হাব ভাব কটাক্ষাদি প্রকাশ করিয়া পতিব্রতা দময়ন্তী জন সমাজে কলঙ্কিনীরূপে পরিগণিত হইতেন, বাস্তবিক বিধাতার ইচ্ছা প্রভাবেই ইন্দ্রপ্রভৃতি দিকপালগণ নলরাজাকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যাহা হউক কোন সদাশয় ব্যক্তির মন দুষ্কৃতাবলম্বী হয় কাহারও বা চিত্ত পাপাসক্ত হয়, ইহার কারণ করুণাধার পরমেশ্বর নিজ ভক্তের চিত্তকে সৎকার্য্যাসক্ত করিয়া থাকেন, ফলতঃ সাধ্বী দময়ন্তী সর্ব্বদা ধর্ম্মপথ অবলম্বন করায় ধর্ম্মই নলরাজার সহিত তাঁহার মিলন করিয়াছিলেন। মদনোন্মাদিনী ভীমনন্দিনী যেরূপ সঙ্কল্প কল্পিত নলরাজাকে প্রাপ্ত হইয়া লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎসমক্ষে মুখরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আহা! এক্ষণে নিষধপতি সত্যই নয়নাতিথি হই লেও মৌনাবলম্বন করিতে সমর্থ হইলেন না, তবে বিবেচনা করি নে, মোহসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সত্য ও মিথ্যা বিবেচনায় পরাঙ্মুখ হয়। সুতরাং যখন দময়ন্তী নিজ সাত্ত্বিকভাব সঙ্গোপনে যত্ন বৈফল্য ও বয়স্যাগণের তুষ্ণীম্ভাব অবলোকন করিলেন, তখন তিনি অবনতাননে সগদগদ স্বরে নিষধনায়ককে কহিলেন, অয়ে পুরুষরত্ন! আচারজ্ঞ জনকর্ত্তৃক অতিথিকে প্রণামপূর্ব্বক মস্তকস্থ রত্নপ্রভাদ্বারা তাঁহার পাদ্য সম্পাদনায় হইয়াছে, এবং মধুর বাক্যশ্রেণীরূপ রসধারাদ্বারা বিধি প্রতিপাদ্য মধুপর্ক দান বিধেয় হইয়াছে। আপনাকে সরল স্বভাবদ্বারা হৃদ (দেয়) বিবেচনা করিবে, এবং নিজ আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহাগত ব্যক্তিকে প্রদান করিবে, আনন্দজনিত নিজ নয়নজলদ্বারা তাঁহার সলিল কল্পনা করিবে ও সুমধুর বাক্যদ্বারা স্বাগত কুশল জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য। যদ্যপি সত্বরপূর্ব্বক উক্ত কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ হও, তবে প্রাঞ্জলিপুটে নিজ অক্ষমতা নিবন্ধন অপরাধ স্বীকার করিয়া তৎসমীপে ভক্ষ্যাদিনা প্রার্থনা করিবে। অতএব হে মান্যতম! আমি প্রথমতই নিজা-

সন পরিহার করিয়া আপনাকে উপবেসনার্থ প্রদান করিয়াছি, যদ্যপি আপনি স্থানান্তর সমাগমে সচেষ্ট হইয়া থাকেন, তথাপি এই অযোগ্য আসনকে ক্ষণকাল উপবেশন করিয়া সালঙ্কৃত করা সমীচীন হইতেছে।

হে নরোত্তম! আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন যে, কিয়দ্দূর পর্য্যটন করিয়া শিরীষ কুসুমের সৌকুমার্য্য বিনাশক ভবদীয় চরণযুগলকে বিশ্রাম বিতরণ করিবেন, আহা! আপনার মন কি কৃপাশক্তি বিহীন, নচেৎ এই সুকোমল পদযুগলকে পর্য্যটন করাইয়া কেন ক্লেশান্বিত করিতেছেন। যাহা হউক জিজ্ঞাসা করি যেমন অরণ্যাণী বসন্ত ঋতুকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া শ্রীবিহীন হয়, তদ্রূপ তুমি কোন জনপদকে পরিত্যাগ করিয়া বিপদাকুল করিয়াছ, এবং ভবদীয় সঙ্কেত নিবন্ধন কৃতার্থম্মন্যা যে তোমার সংজ্ঞা তাহাও কি আমি শ্রবণে শ্রবণ করিতে অযোগ্যা হইতেছি। হে পুরুষ প্রধান! আর জিজ্ঞাসা করি দ্বাররক্ষক জনকর্ত্তৃক সুরক্ষিত এই সভাকুট্টিমে তুমি যেহেতু প্রবেশ করিয়াছ, অতএব তুমি তরঙ্গসঙ্কুল জলনিধিকেই উত্তীর্ণ হইয়াছ, তবে বিবেচনা করি সাহসী ব্যক্তির অসাধ্য কোন কর্ম্মই নাই। অথবা বিবেচনা করি মদীয় নেত্র দ্বয়ের অসীম পুণ্যপুঞ্জ প্রভাবেই তুমি পুরপ্রবেশ করিয়াছ, যেহেতু তুমি রক্ষকগণের অলক্ষ্য হইয়া তৎকর্ত্তৃক অবলোকিত হইতেছ। তবে ত্বদীয় অনির্ব্বচনীয় আকৃতি দ্বারপালগণের অন্ধকরণী শক্তি ও সুবর্ণ বর্ণের পরাভবকারী কান্তিপ্রযুক্ত সুধাভোজী বিবুধগণের জাতি বলিয়া গণনা করিতেছি। কিন্তু তন্মধ্যে তোমাকে মন্মথ বলিয়া স্বীকার করা যায় না, যেহেতু তিনি অশরীরী, এবং অশ্বিনীকুমারও বলা যায় না, যেহেতু উক্ত দেবতা উভয়াত্মক, কিন্তু তোমার শরীর শোভা উক্ত বিবুধযুগল অপেক্ষাও বিশেষরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। যাহা হউক হে লোচনানন্দপ্রদ! যে বংশ সুধাকরতুল্য তোমাকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছে, সেই কোন বংশ জলনিধির সহিত স্পর্শ করিতেছে তাহা প্রকাশ করিয়া বল। হে মনোহারিন! বাবদূক ব্যক্তি মৌনাবলম্বন করিলে তাহার বাকশক্তি ফলবিহীন হয়, এবং অল্প বক্তৃতা করিলে তাহার খলত্ব প্রকাশ করা হয়, অতএব বাগ্মী ব্যক্তির এমত বক্তৃ

করা বিধেয় যে, যাহাতে লোকে তাহাকে বন্দি বলিয়া বিবেচনা করে, ফলতঃ আমাদিগকে তোমার বাককৌশলে সমাচ্ছন্ন করা সমুচিত। আহা! তদীয় অসামান্য রূপ লাবণ্য অবলোকন করিয়া বিবেচনা হয় যে, রতিপতি চণ্ডীপতির প্রচণ্ড লোচনরূপ বহ্নিকুণ্ডে* নিজ দেহ আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই পবিত্র হইয়া তোমার স্বরূপ জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন। অধিক কি বলিব তুমি শোভা ও যশোরাশিদ্বারা কৈলাস শৈলের পরাজয়কারী ইলানন্দন বুধকেও লজ্জাবনত মৌনি করিয়াছ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের শ্রীহরণ করিয়া অশ্রুজলে পরিপূর্ণ করিয়াছ, এবং সৌন্দর্য্যদ্বারা কন্দর্পকেও বিগত দর্প করিয়াছ। তদীয়া সমজ্ঞা জ্ঞানপথকেও অতিক্রম করিয়াছে, আমি বিবেচনা করি তদীয় কান্তি কীর্ত্তির পুনাকস্বরূপা চঞ্চল ধবলবর্ণ হংসাবলি উড্ডীয়মান হইয়া যে তরঙ্গিনী ক্ষুদ্র সরোবরের প্রবাহের চতুর্দ্দিকবর্ত্তী প্লবমান হইতেছে, ইহা যুক্তিযুক্ত। ফলতঃ হংসসমুদায় উড্ডীয়মান হইয়া সমীপস্থ সরোবরে যে নিমজ্জমান হয় তাহাতে সন্দেহ কি? যাহা হউক হে শ্রীমন! রতিপতি ভবদীয় পদাঙ্গুষ্ঠাশ্রয়িণী শ্রীকেতু লাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই, বিবেচনা করি মীনকেতু ভবানীপতির ভয়ে ভীত হইয়া ভবদীয় পদাঙ্গুষ্ঠে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নখবেশধারী চিহ্নস্বরূপে বিরাজমান হইতেছেন। আর জ্ঞান হয় যেন দ্বিজরাজ প্রতিমাসে তপোবলদ্বারা পরিপূর্ণ তনু করিয়া অমাবস্যাতে অদৃশ্য হয়েন বলিয়াই তোমার আনন সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন, ফলতঃ প্রাণিগণ সমাধিদ্বারা জীবন পরিহার করিলে উৎকৃষ্ট জন্ম প্রাপ্ত হইয়াই থাকে। হে সুবর্ণবর্ণ! বিধাতা তোমার লোচনযুগলকে লোহিত, ধবল ও শ্যামলবর্ণে চিত্রিত করিয়া কৃষ্ণসার মৃগের নয়নদ্বয়ের সমীপবর্ত্তিনী শুক্রবর্ণা প্রণালীরূপা রেখাকেই অর্দ্ধচন্দ্র (গলহস্ত) রূপে বিতরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ কৃষ্ণসার মৃগের রেখাশালী

---

*অথচ প্রাণিগণ বিধিপূর্ব্বক হুতাশনে প্রাণ পরিহার করিয়া উৎকৃষ্ট জন্ম লাভ করিয়াই থাকে।

†কৃষকগণ পবন সঞ্চারদ্বারা ধান্যরাশিকে পরিষ্কৃত করিলে তাহার পুনাকরাশি (আগড়াসকল) উড্ডীয়মান হইয়া নিকটস্থ জলমধ্যে পতিত হইয়াই থাকে।

লোচনযুগল ভবদীয় লোচনযুগলকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে। হায়! রতিপতিও তোমার মনোহর দেহ সন্দর্শন করায় মুগ্ধ হইয়া ভবদীয় ভ্রূযুগল রচনা নিবন্ধন নিজ শরাসন বিতরণ করিয়াছিল বলিয়াই ঐ মূঢ় তদীয় ভ্রূভঙ্গীদ্বারা পরাজিত হইয়া অদৃশ্যতা লাভ করিয়াছে, ফলতঃ পরাজিত ব্যক্তি অদৃশ্য হইয়াই থাকে। হে চন্দ্রাস্য! তোমার আস্য সুধাকরের নৈর্ম্মল্যপ্রযুক্ত যে মৃগ অবলোকিত হইতেছে, তাহারই লোচনযুগল তোমার লোচনরূপে দৃশ্যমান হইতেছে, এবং সেই মৃগের বিকাশমান চামরগুচ্ছ স্বরূপ পুচ্ছভাগই তোমার কেশপাশরূপে প্রকাশমান হইতেছে। হে অনঙ্গসুন্দর! মহাদেব যে কামদেবকে অঙ্গবিহীন করিয়া অদৃশ্য করিয়াছিলেন, এই পুরাতনী বাণী দূরে থাকুক, যেহেতু সাক্ষাৎ কামদেবস্বরূপ তোমাকে প্রত্যক্ষ করিয়া অপ্রত্যক্ষ তত্তৎ পদ বিন্যাসকে উপন্যাসরূপে বোধ করিতেছি।

হে মনোহারিন! তুমি জগতীমণ্ডলের কান্তিসার হরণ করিলে পর যেহেতু কলাপতি উপলখণ্ডে উঞ্ছবৃত্তি অনুশীলন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ চন্দ্রকান্ত মণি ও সূর্য্যকান্ত মণিপ্রভৃতিহইতে কিঞ্চিৎ দীপ্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই ভূতভাবন ভবানীপতি ঐ উঞ্ছবৃত্তি ফলে বালক কলানাথকে নিজ মৌলিরূপ দ্বিজরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন। হে পরম সুন্দর! পিতামহ কন্দর্পের দেহ দাহপর্য্যন্ত জগতীমণ্ডলকে সৌন্দর্য্য কথাবিষয়ে দুর্ব্বিধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিবেচনা করি পুনরায় তিনি তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্ম্মাণ করায় ভুবনমণ্ডলের প্রতি কৃপাপরতন্ত্রই হইয়াছেন। হে মহিমার্ণব! তুমি যদি মানবকুলকে উজ্জ্বল করিয়া থাক, তবে মহীমণ্ডল কৃতার্থই হইয়াছেন, যদি অমরগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাক তবে অমরভবন ঔৎকর্ষশালী হইয়াছে, এবং যদি ভুজঙ্গকুলকে অলঙ্কৃত করিয়া থাক তবে নাগলোক অধোবর্ত্তী হইয়াও কাহার উপরিভাগে বিরাজিত না হইতেছেন। যাহা হউক তোমাকে চিন্তা করিলে মদীয় চিত্তবৃত্তি অগস্ত্যঋষির করতলে গাম্ভীর্য্য মহত্বাদিশালী জলনিধি কিরূপে নিমগ্ন হইয়াছিল, এতাদৃশী অনুপপত্তি লাভ করে না, যেহেতু তুমি জলনিধির গাম্ভীর্য্য ও মহত্বাদি হরণ করিয়াছ, ফলতঃ

যখন তুমি এতাবৎ কালেও বাঙনিষ্পত্তি করিতেছ না, অতএব ভবাদৃশ গাম্ভীর্য্য ও মহত্বাদি গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বাঙমনেরও অব্যক্ত। তবে বিবেচনা করি যে এই সংসারসিন্ধুতে বীরসেননন্দনই তদীয় প্রতিবিম্ব হইবেন, কারণ বিম্ব ও অনুবিম্ব এই উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া বিধাতার সৃষ্টিকৌশল কখন সমানরূপে দৃষ্ট হয় না, ফলতঃ বিধাতা উভয়কে একরূপ কদাচ করেন না, কেবল বিম্ব ও অনুবিম্বদ্বারা সাম্য হয়, অর্থাৎ তুমি ও নলনৃপতিতে অণুমাত্রও প্রভেদ নাই। যাহা হউক এই মহীমণ্ডলে কোন ব্যক্তি এমত সুকৃত সঞ্চয় সঞ্চিত করিয়াছে যে, যাহাকে অভিসন্ধান করত ভবদীয় চরণযুগল পদবীধূলাতে পদ্মমালা সৃজন করিতেছে। হায়! আপনি কোথাহইতে আগমন করিয়াছেন, কিম্বা কোথায় গমন করিবেন, আমার বুদ্ধিধারা এই সন্দেহ দোলাকে অবলম্বন করিয়া কিং না ব্যক্ত করিতেছে তাহা আমি ব্যক্ত করিতে অসক্ত, অথবা আপনি কোন সুকৃতির নিকেতনে অতিথি হইবেন, এমত অলীক সম্ভাবনাতেও প্রয়োজন নাই। হে অসেচনক! মদীয় নয়নদ্বয় ভবদীয় অপরূপ রূপসৃষ্টি দৃষ্টি করিয়া নিজ জন্মের সাফল্য লাভ করিয়াছে, শ্রবণযুগলকে বচন বিতরণ করিয়া যদি কৃতার্থ কর, তবে উভয়ে সুধার প্রতিও জাতঘৃণ হয়। এই প্রকার মধুর রসোদ্গারী ও ভৈমীর অধর বন্দুকরূপ শরাসনহইতে বিমুক্ত কুসুমশরের কুসুমময় পঞ্চবাণ বাণীছলে নলরাজার মানসে প্রবেশ করিল। নলরাজাও প্রিয়তমার প্রিয় বচন শ্রবণ করিয়া পীযুষরসে মজ্জাপর্য্যন্ত নিমগ্ন হইলেন, কারণ অমিত্র বদন বর্ত্তী স্তুতিবাদও সুখাবহ হইয়াই থাকে, অতএব অভীষ্টজন মুখবর্ত্তী সেই স্তুতি বাক্যের মিষ্টতা কি অপ্রমেয় নহে? তৎকালে যেমন দিবাকর জনসমূহকর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্ঘ্য প্রতিগ্রহ করত উদয়াচলে উপবেশন করেন, তদ্রূপ নিষধপতিও সখীগণকর্ত্তৃক উপনীত অর্ঘ্যকে স্বীকার করিয়া তাহাদিগের আসনে সমাসীন হইলেন। আহা! নিষধনাথের ধৈর্য্য ও কাম উভয়ে, ভৈমীভূমিকে অবলম্বন করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু মধ্যভগ্ন* স্মরধনু নলরাজার ভ্রূযুগল হইয়া পঞ্চশরের পরাজয়

*যোদ্ধাগণ ভয়ানক রণভূমিতে মধ্যভগ্ন শরাসন বিলোকন করিয়া নিজ

বৃত্তান্তই কহিতেছে, ফলতঃ নলরাজা চিত্তপ্রীণনী প্রণয়িনীকে নয়নাতিথি করিয়াও ধৈর্য্যশূন্য হয়েন নাই। নিষধনাথ ধৈর্য্যপ্রযুক্ত কুসুমশরের আজ্ঞাকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক বিদর্ভরাজনন্দিনীর বাণীরূপ বীণা দ্বারা উপগীত হইয়াও যে তাহাকে কহিয়াছিলেন, ইহাতে জ্ঞান হয় যে কলুষ কুসুমায়ুধ শত বিবেকধারাদ্বারা পবিত্রীভূত সাধুগণের অন্তঃকরণকে কলুষিত করিতে সক্ষম হয়েন না। তিনি কহিলেন হে সুন্দরি! দিকপতিদিগের সভামণ্ডপহইতে সমাগত আমাকে তোমার অতিথিরূপে বিবেচনা কর, আমি সুররাজের সন্দিষ্ট বচনরাজিকে প্রাণের ন্যায় সাতিশয় সমাদর করত অন্তঃকরণে ধারণ করিতেছি। অতএব আমাকে যে সপর্য্যা করিয়াছ তাহা বিধেয় নহে, পরিত্যক্ত নিজাসনে উপবেশনপূর্ব্বক মদীয় দৌত্যকার্য্যকে সফল কর সেই তোমার অতিথি হইবে। হে কল্যাণি! তদীয় কলেবরের ত কুশল, এবং চিত্ত ত পাপাসক্ত নহে, হে আকর্ণনেত্রে! বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আমার বাক্য সমাকর্ণন কর। হে মনোহারিণি! তোমার কৌমার কালাবধি গুণনিকর সুররাজ, সলিলরাজ, প্রেতরাজ ও হুতাশনের মনোহরণ করিয়াছে। হে চারুহাসিনি! তুমি শৈশব ও তরুণতারূপ রাজদ্বয় ভজনা করিলে তাঁহাদিগের মন নিতান্ত চিন্তাকুল হইতেছে, এবং কান্তি লুণ্ঠক পঞ্চশর তাঁহাদিগের চিত্তের ধৈর্য্যরূপ বিত্তও লুণ্ঠন করিতেছে। ফলতঃ রাজদ্বয়ের অধিকারে কৃতবসতি জনগণ ক্লেশভাজন হইয়াই থাকে। হে চন্দ্রাননে! এক্ষণে অমর চতুষ্টয়ের মনোমন্দিরে কেবল তোমার প্রত্যাশাই নিরন্তর বিলাস পাইতেছে, পূর্ব্বাদি দিগঙ্গনাগণ মহতী তনু বিস্তার করিয়াও তাঁহাদিগের মনে পূর্ব্ববৎ বিলাস পাইতেছে না, ফলতঃ দিকপালগণ তোমাতে চিত্তাভিনিবেশ করায় নিজ২ দিক প্রতিপালনে অসাবধানপর হইতেছেন। অয়ি সুরমনোহারিণি! যেকালে তোমার এই যৌবনের সহিত সুরবরের অসীম প্রেম তোমাতে বিলীন হইয়াছে, সেইকালেই পঞ্চশর নিজ শরাসনে গুণ রোপণ করিয়াছে। মেঘরাজ তোমার বিরহে ব্যাকুল হইয়া পূর্ব্বাচলে সমুদিত দিন-

---

জয়তন্ত্রই প্রকাশ করিয়া থাকেন।

মণিকে শশাঙ্ক শঙ্কা করত পরাপরাধে ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া দিবাকরের প্রতি রক্তিমাবর্ণ সহস্র নেত্র ধারণ করিতেছেন, ফলতঃ এই নিশানাথ সমুদিত হইতেছে এই বোধে দিননাথকে সক্রোধে নি[illegible] করিতেছেন। হায়! দগ্ধ মদনের প্রাদুর্ভাব এইবারই তিরোভাব হইবে, মদন কেবল ত্রিনেত্রের কোপানলে যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, অদ্যাপিও তৎপ্রতি কারে পরাঙমুখ হইতেছে, কিন্তু সহস্র নেত্র (ইন্দ্র) উহার প্রতি [illegible] পরতন্ত্র হইয়াছেন, এক্ষণে যে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। হে হৃদয়ানন্দিনি! কশ্যপনন্দন দেবেন্দ্র বনপ্রিয়ের অপ্রিয় ধ্বনি শ্রবণ নিবন্ধন নন্দনবনেও আনন্দিত হইতেছেন না। এবং শূলপাণির মৌলিস্থলে বাল কলানিধির অবস্থিতিপ্রযুক্ত শূলপাণিকেও আরাধনা করিতেছেন না। দেবরাজের দুরবস্থা অনবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, পঞ্চশরের কুসুমময় পঞ্চশর পরাগ নিকরের দ্বারা সুররাজের নয়নিকরবর্ত্তি দিক সকলকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া রাকা রজনীতেও কুহু (অমাবস্যা) রবকারী বনপ্রিয়কে সত্যবাক করিতেছে, ফলতঃ সুরবর তদীয় বিরহে কামান্ধ হইয়া পূর্ণচন্দ্রকে অবলোকন করিতে সক্ষম হইতেছেন না। বাসব সামান্য নহেন, যদি পঞ্চশর হরপ্রসন্নতা নিমিত্ত অনঙ্গ না হইত, তবে বজ্রভৃৎ বজ্রদ্বারা কুসুমশর সন্তাপক কুসুমশরকে স্মরণপথের পথিক করিতেন। আহা! হে চারুহাসিনি! তদীয় বিচ্ছেদে অধৈর্য্যশালী দেবরাজের আর্দ্রশয্যা করণার্থ ভৃত্যগণ কল্পপাদপের নিখিল প্রবাল উত্তোলন করিয়াছে বলিয়াই তিনি যাচকদিগের দারিদ্র হরণ করিয়াও স্বয়ং প্রবালবিষয়ে দরিদ্র হইতেছেন। অধিক কি বলিব মনোভবের গুণাকর্ষণ সম্ভব রবদ্বারা অমরপতির কর্ণযুগল বধির হইয়াছে, এই নিমিত্ত স্মর মোহরূপ নিদ্রার প্রবোধক সুরগুরুর বচনবিন্যাস তিনি শ্রবণে শ্রবণ করিতেছেন না। অয়ি কৃশোদরি! সুররাজের স্মরতাপ সামার্থ বসন্তকালে সুর-তরঙ্গিনীর নলিনীনিচয় সকলিই উত্তোলিত হয় বলিয়াই তৎকালে উহারা শ্রীবিহীন হইয়া থাকে, বরঞ্চ শিশিরকালে তত্রস্থ নলিনীগণ শোভান্বিত হয়। হে দমভগিনি! দেবরাজের তদ্বিষয়িকী তৃষ্ণা এই জগতীমণ্ডলে [illegible]

গণনা লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইতেছে, অর্থাৎ বিরহিগণ গণনা সময়ে দেবরাজকেই প্রধান বিরহী বলিয়া সকলে গণনা করে, যেহেতু তাঁহার সহস্র লোচন তদীয় দৃষ্টির ত্রিভাগ লাভেও সমুৎসুক হইতেছে, ফলতঃ সুরপতি তোমার কিঞ্চিৎ দর্শন প্রাপ্ত হইলেই কৃতার্থম্মন্য হয়েন। হে তনুমধ্যে! সাগ্নিক ভূদেবগণ অষ্টমূর্ত্তি মহাদেবের জাজ্জ্বল্যমান যে মূর্ত্তিকে সর্ব্বদা উপাসনা করেন, পঞ্চশর সেই দিগীশ্বর বৈশ্বানরকেও তদীয় দাসত্বে নিদেশ করিয়াছেন। হুতাশনের বিষয়বর্ত্তী দগ্ধ মদন তাঁহাকে সন্তাপিত করিয়া এমত বিনয়যুক্ত করিয়াছে যে, তিনি সন্তাপ আস্বাদন করিয়া পুনর্ব্বার অপরকে সন্তাপশালী না করেন, ফলতঃ অনল কামানলে দগ্ধ হইয়া দাহকতা শক্তিবিহীন হইয়াছেন। বিবেচনা করি পুরাকালে স্মরারি ত্রিপুরারির নয়নানলকর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই এক্ষণে ভবদীয় নয়নবাসী হইয়া হুতাশনকে নিঃশেষে দগ্ধ করত বৈর নির্যাতন করিতেছে। আহা! বিয়োগী কৃশানু সোমের প্রতি কোপান্বিত হওত যজমানকর্ত্তৃক হূয়মান সোমরসকেও এককালে কবলিত করিতেছেন, জ্ঞান হয় অমিত্রগণের অভিধান যাহাতে প্রকাশমান আছে, কোন তেজস্বিগণ তাহা সহন করিতে পারেন না। হে সুন্দরি! তোমার অদর্শনে পঞ্চশরের কুসুমময় শরনিকরদ্বারা পাবক এমত তাপ ভজনা করিতেছেন যে, যজমানকর্ত্তৃক নিবেদ্যমান কুসুমহইতেও ভীত হইতেছেন। অধিক কি বলিব অনল মদনানলের কাষ্ঠস্বরূপ নিজ বক্ষস্থলে শৈবাললতা ও নবপ্রবাল ধারণ করিতেছেন, ঐ উভয়কে দৃষ্ট করিয়া জ্ঞান হয় যেন কামানলের ধূমাবিল শিখাযুগল বিকাশমান হইতেছে। যাহা হউক দিনমণি যাহাদ্বারা পুত্রবান হইতেছেন, চন্দন গন্ধিত গিরয়ওলী যাহার প্রিয়তমা হইয়াছেন, সেই ধর্ম্মরাজও তোমার নিমিত্ত কামানলে ধৈর্য্যকে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। মলয়ভূধর তদঙ্গ স্পর্শ নিবন্ধন দহ্যমান প্রবালরূপ হস্তদ্বারা মন্মথের কাষ্ঠস্বরূপ নিজাধিপ ধর্ম্মরাজের সেবা করিতেছেন, আহা! মলয়পর্ব্বত কি মহান, আপনি সন্তাপান্বিত হইয়াও তদাশা অবলম্বন করেন বলিয়াই তাঁহার সেবা পরিহার করিতেছে না। অয়ি বিনিন্দিতভূরতে! কৃতান্ত তোমার বিচ্ছেদপ্রযুক্ত পাণ্ডু

সর্প ও প্রচণ্ড জ্বর জর্জ্জরিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে ধারণ করিতেছেন, ইহাতে বিবেচনা করি উহা রতিপতির ধবলবর্ণ কীর্ত্তিমণ্ডলী ও তদীয় বাহুযুগলের প্রতাপকৃতই হইবেক। হে তন্বি! পশ্চিমদিকের অধিপতি সলিলপতি তৎসমীপে নিজ চিত্তকে যে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার সেই চিত্তরূপ পথিক অদ্যাপিও প্রত্যাগত হইতেছে না, অর্থাৎ সলিলরাজের মন কেবল তোমাতেই বিরাজমান হইতেছে। হায়! মদনতাপ সন্তাপিত নিজ পতি বরুণ যেরূপ সরিৎপতির সন্তাপজনক হইতেছেন, ক্ষুধিত বাড়বাগ্নিও তাঁহার তদ্রূপ সন্তাপকর হইতেছে না। তিনি সন্তাপের অপনোদনার্থ শৈত্যগুণশালিনী মৃণালীকে ধারণ করিয়াও সমধিক সন্তাপশালী হইতেছেন, যেহেতু ঐ দুর্ব্বিনীতা মৃণালী তোমার বাহুলতা স্মরণ মালাওম্বন করিতেছে, অর্থাৎ মৃণালী অবলোকন করিয়া তদীয় বাহুযুগলকেই অজস্র স্মরণ করত নিতান্ত সন্তপ্ত হইতেছেন। অধিক কি বলিব তৎকর্ত্তৃক নিজ হৃদয়ে বিন্যস্ত মৃণালদণ্ড খণ্ডকে দৃষ্টি করিয়া বোধ হয় যেন তাঁহার হৃদয়মগ্ন কুসুমশরের শরনিকরকর্ত্তৃক ঐ মৃণালখণ্ড ক্ষণকাল মধ্যেই শতং ছিদ্রিত হইতেছে, ফলতঃ মৃণালদণ্ডের মধ্যবর্ত্তি বহুতর ছিদ্র স্বভাবতই হইয়া থাকে। হে মনোরমে! মনসিজ অমোঘ শস্ত্রস্বরূপ তোমাকে লাভ করত গর্ব্বপ্রবৃত্ত কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া সেই ত্রিলোকীতিলক দিকপতিদিগের প্রতি এইরূপ যথেষ্টাচারণ করিতেছে। দময়ন্তি! সুধারসের সারহইতে সমুদ্ভূত ধারার ন্যায় ভাবি দিন ভাবিনী তদীয় স্বয়ম্বররূপ শ্রুতি (জনরব) সুররাজপ্রভৃতির শ্রুতিযুগলকে পরিতৃপ্ত করিয়া তাহাতে সঙ্গত হইয়াছে। সুরপুর পরিহার পূর্ব্বক গমনোদ্যত হইলে সপত্নী সম্ভব ক্লেশ নিবন্ধন তীব্রতর যে সমীরণ তাঁহাদিগের নিজং প্রেয়সীর নাসিকাপথের পথিক হইয়াছিল, অনঙ্গতাপদুস্থ দিকপালগণ তাহার সহিত প্রস্থান করিয়াছেন, ফলতঃ দিকপতিগণ তোমাতে নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া নিজ নায়িকার ক্লেশরাশি স্মরণপথেও সমানীত করিতেছেন না। হে বিদর্ভরাজতনয়ে! তাঁহারা উপযোগ যোগ্য পাথেয় পীযূষকেও পরিহার করিয়াছেন, কেবল তদ্বর্ত্তী সুস্বাদু স্বং মনোরথদ্বারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া পরম সুখে

পাদবী অতিবাহিত করিয়াছেন। দময়ন্তি! তোমার সৌভাগ্যের কথা কি বলিব, তোমার নিমিত্ত ঐ সুরবরগণ নিজ প্রিয়তমাদিগকে মদনবাণ-রূপ দাবানলে নিমগ্ন করিয়া এই বিদর্ভনগরীতে চরণ বিন্যাসদ্বারা অনুগ্রাহ্য করিতেছেন। উঁহারা এই নগরীর সন্নিকৃষ্ট ভূভাগকে উপবেশন দ্বারা অলঙ্কৃত করত আমাকে সন্দিষ্ট বাক্য উপদিষ্ট করিয়া ভবৎ সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেকে বাচনিক ভবদীয় পীবর স্তনমণ্ডলকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তোমাকে এই কথা কহিয়াছেন, অয়ি অনঙ্গ বল্লি! আমরা অনঙ্গের ভল্ল ও শল্লাস্ত্রদ্বারা মূর্চ্ছাপন্ন হইতেছি, তুমি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া অস্মদীয় মূর্চ্ছাপনোদনার্থ বিশল্য বল্লিস্বরূপ হও। হায়! হে মনোহারিণি! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তোমার অসামান্য লাবণ্য দর্শনেচ্ছু নিজ কটাক্ষকে আমরা আশ্বাস প্রদান করিয়া আর কতকাল প্রতারণা করিব? তুমি নিজ ভুজযুগলদ্বারা অস্মদীয় ভুজযুগলকে পরিবেষ্টন কর। হে সুন্দরি! তুমি প্রসন্ন হইয়া অনঙ্গলীলা লহরীদ্বারা সুশীতল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে অস্মদীয় তাপিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সঙ্গত করিয়া সুশীতল কর। হে প্রাণেশ্বরি! কৃপাপরতন্ত্র হও, অনঙ্গ চণ্ডালের অদৃশ্যমান শরনিকরদ্বারা আমাদিগকে কৃতান্তপুরের অতিথি করিও না, বরং প্রেমরস-প্রযুক্ত পবিত্রীভূত তদীয় প্রখর কটাক্ষ শরনিকরদ্বারা আমরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রাণ পরিহার করিব, ফলতঃ চণ্ডাল হস্তে নিহত হইলে সাধুজনোচিত গতিলাভে বঞ্চিত হইব, তোমার পবিত্র দর্শন বাণদ্বারা নিহত হইলে প্রত্যুত চরিতার্থ হইয়া অসীম সুখ সম্ভোগে কালাতিপাত করিব। হে প্রাণাধিকে! এতত্রয় ভূপালগণ তোমাকে প্রার্থনা করিতেছেন বটে, কিন্তু তদীয় চরণ প্রসন্নতাই অস্মদ্দিগের প্রাণস্বরূপ হইয়াছেন, অর্থাৎ তুমি প্রসন্ন হইলে আমাদিগের প্রাণাভাব অবশ্যই হইবে। যদ্যপি এই বাক্যকে কপটগর্ভ আশঙ্কা কর তবে আমাদিগের অন্তঃকরণ চর পঞ্চশরই প্রমাণ (সাক্ষী) হইতেছে।

হে চিত্তপ্রীণনি! তুমি আমাদিগের অন্তর্হৃদয়ে চিরকালবসতি করিতেছ বটে কিন্তু এক্ষণে যেমন কমলা কমলনাভির হৃদয়মন্দিরকে অলঙ্কৃত করেন, তদ্রূপ তুমিও বাহ্য হৃদয়মন্দিরে বসতি করিয়া সমলঙ্কৃত কর।

প্রিয়তমে! তদীয় হৃদয়ে দয়া উদয়বতী হইয়া থাকে, তবে আমাদিগের মনোরথ সফল করিয়া সুরভবনকে সমলঙ্কৃত কর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, যদি জন্মভূমি এই ভূমণ্ডলীতে প্রীতিশালিনী হও, তবে এই বসুন্ধরা-কেই স্বর্গাভিধান প্রদান করি, অর্থাৎ অস্মদাদির বসতিস্থানকেই আ-চার্য্যগণ স্বর্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে ভগ্নি! তুমি শতপত্র দ্বারা অহরহ আমাদিগের পূজা করিয়া প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাক, কিন্তু এক্ষণে প্রার্থনা করি যে, তোমার প্রসন্নতা নিমিত্ত অবশ্য অস্মদীয় মৌলিদেশে ভবদীয় চরণ পদ্মদ্বারা পূজা বিধান হউক, অর্থাৎ আমরা তোমার চরণযুগলকে শিরোপরি ধারণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হই। অয়ি সুবর্ণবর্ণে! উপাসনাকালে তোমাকর্তৃক বিকীর্ণ স্বর্ণ লাভ করিয়া আমরা কি করিব, অস্মদীয় পাণিযুগল সুবর্ণ গর্ব্ব খর্ব্বকারক তোমার অঙ্গ প্রত্য-ঙ্গকে প্রার্থনা করিতেছে। হে সুভ্রু! যেমন স্বর্ণকার জঘন্য সুবর্ণকে দগ্ধ করিয়া থাকে তদ্রূপ আমরা তোমার গৌরবর্ণে স্পর্দ্ধি সুবর্ণকে দগ্ধ করিতেছি। অয়ি অমৃতলোচনে! তোমার নিমিত্ত অস্মদীয় যে মদন সন্তাপ জাজ্জ্বল্যমান হইতেছে তাহা সুধাসরোবরে সঙ্গত হইলেও শান্তি লাভ করে না, কিম্পুন অপ্সরাসঙ্গত (অথচ সলিল সরোবরে) হইয়া সুশীতল হইবে, বিবেচনা করি মধুসীকরস্বরূপ তদীয় স্নেহরসকর্তৃক এ সন্তাপ নির্ব্বাপিত হইতে পারে। অয়ি রমণি গর্ব্বখণ্ডিনি! খণ্ড (মিষ্ট দ্রব্য বিশেষ) তোমার বচনখণ্ডকেই আশ্রয় করিয়াছে, শর্করা তোমার বচনপথের শর্করা (খাবরা) হইয়াছে ও ইক্ষু তোমার বচনভঙ্গিরূপ রসোৎপন্ন জলীয় তৃণ হইয়াছে।

হে প্রিয়তমে! আমরা এমত কোন বস্তু উপঢৌকন দিয়া তোমাকে পরিতৃপ্ত করিব, যেহেতু তোমার মুখমণ্ডলে স্বয়ং সুধাই অধররূপে অব-স্থিতি করিতেছে, এক্ষণে ভবদীয় মুখচন্দ্রই প্রকৃত চন্দ্রকে পরাজয় করিয়া যজ্ঞভাগী হইবেন, অর্থাৎ আমরা পূর্ব্বে সুধাকরহইতে সুধাপান করিয়াছিলাম বলিয়াই তাঁহাকে যজ্ঞভাগ প্রদান করিয়াছি, এক্ষণে তোমার বদন সুধাকরহইতে সুধাপান করিয়া উহাকেই যজ্ঞভাগী করিব হে প্রিয়ে! তুমি এই অমরগণহইতে অমরত্ব বর প্রার্থনা কর অস্মদীয়

এই বাক্যও কি ত্রপাকর হইতেছে না? যেহেতু আমরাই তোমার পাদ-পদ্মে শরণাগত হইয়া প্রাণ ধারণে সমুৎসুক হইতেছি। হায়! আমা-দিগের মদনাপমৃত্যু হইতে পরিত্রাণ নিমিত্ত সুধারসও সমর্থ হইতেছে না, অতএব হে তন্বি! তুমি প্রসন্ন হইয়া এই দেব চতুষ্টয়কে সুধা সম-ধিক অধরসুধা পান নিমিত্ত বিতরণ কর। হে প্রাণাধিকে! রতিপতি শরাসন সায়ক ও কেতুভূত মকরের সহিত উমাপতির কোপানলে দগ্ধ হইয়াছেন, এক্ষণে মানস করি যে, তোমার প্রসন্নতায় তিনি আমাদি-গের মানস নন্দন হইয়া মনসিজত্ব লাভ করুন, হে তন্বি! তোমার ভ্রূযুগল ও শুক্লবর্ণ হর্যদ্বারা শরাসন ও ভল্লাস্ত্রশালী হউন, এবং তদীয় নয়নরূপ চঞ্চলতর মীনযুগলদ্বারা মীনধ্বজ হউন। হে সর্ব্বস্বভূতে! সর্ব্ব শর্ব্বরীতেই স্বপ্নপ্রাপ্ত তোমার কান্তিতে কটাক্ষ সঙ্গীতরূপ সুধাসমুদ্রে শ্রবণ, শরীর সৌকুমার্য্যে ত্বকসকল, নিশ্বাস পবনে নাসিকা, অধরমধুতে রসজ্ঞা ও চরিত্রে চিত্ত নিমগ্ন হইতেছে, অতএব হে তন্বি! অস্মদীয় ইন্দ্রিয়রূপ মৃগচয় তোমার স্বরূপ মৃগবন্ধন যন্ত্রকে লঙ্ঘন করিতে সক্ষম হইতেছে না। হে সুন্দরি! আমি নিজ রসজ্ঞা বল্লীকে সুরগণের এই সন্দিষ্ট বচনরাজির পত্রবাহিকা করিয়াছি, অতএব প্রস্তাবিত দিকপতি-গণের মধ্যে একতমকে পতিরূপে বরণ করিয়া আমার দৌত্যকার্য্যকে সফল কর। হে ক্ষীণমধ্যে! মহেন্দ্রকে আনন্দিত কর, অথবা মন্মথ নিমগ্ন অগ্নিকে অভিনব কেলিদ্বারা উদ্ধার কর, কিম্বা শমনে সকরুণ মনকে অভিনিবিষ্ট কর, কিম্বা বরুণকে বরণ করিয়া কৃতার্থ কর।

ইতি অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ।

তখন ভীমনন্দিনী নয়নযুগল ও ভ্রূযুগলের বিভ্রমদ্বারা সুরদূতের বচন বিন্যাসে ঘৃণাপূর্ব্বক তাঁহার বচনমাত্রের অতিমাত্র শ্রবণেচ্ছায় সমুৎ-সুকা হইয়া দিকপতিগণের সন্দিষ্ট বাক্য শ্রবণ করিলেন, কিন্তু দিক-

পালগণের গৌরব নিমিত্ত তাহা শ্রবণ করেন নাই। অধিক কি বলিব সেই ভীমকুমারী নলকর্ত্তৃক অভিহিত দিগীশবৃন্দের সন্দিষ্ট বাক্যকে অশ্রুতের ন্যায় বিধান করত সেই পৃথিবীচন্দ্রকে এই কথা কহিলেন, হে অসেচনক! আমি তোমার কুল ও নাম জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তুমি তাহা পরিহার করিয়া অপর অপ্রস্তাবিত কথা কহিতেছ, অতএব মদ্বাক্যের সমুচিতোত্তর প্রদান না করায় তোমার যে অধমর্ণতা হইয়াছে, তাহা কি ত্বদীয় লজ্জা সম্পাদিকা হইতেছে না। যাহা হউক শ্রবণ বিষয়ে অমৃতোপমা ভবদীয় ভারতী শ্রবণ করিয়াও তোমার নাম শ্রবণে শ্রবণস্পৃহা নিরীহমানা হইতেছে না, কেননা সলিল বিষয়িকা পিপাসা সুমধুর দুগ্ধপানদ্বারা কি সমতা লাভ করে? ফলতঃ তোমার বচনবিন্যাস শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র আনন্দিত হইতেছি বটে, কিন্তু কুল ও নাম শ্রবণ করিলে সমধিক সুখভাগিনী হইব। হে পুরুষরত্ন! কোন বংশ তমোবিনাশক ভবাদৃশ নায়করত্নকে ধারণ করিতেছে, অন্য রাজন্যগণে সামান্য জ্ঞানহেতু অবমাননাকারী ভবদীয় বংশকে অদ্য তোমার আবির্ভাব নিমিত্ত উৎকৃষ্টতম বিবেচনা করিতেছি। এই কথা বলিয়া রাজবালা মৌনাবলম্বিনী হইলে যেমন গ্রীষ্মাবসানে মেঘমণ্ডলী শব্দ করিয়া বিশ্রামশালিনী চাতকমণ্ডলীকে সলিল বর্ষণদ্বারা সুশীতল করেন, তদ্রূপ নলরাজা পুনরায় বাক্যদ্বারা তাঁহাকে সুশীতল করিয়া কহিলেন। অয়ে মৃগলোচনে! প্রয়োজন বিহীন কুল ও নাম পরিকীর্ত্তনে মদীয়া রসনা আলস্য করিয়াছে, যেহেতু বচন বিস্তার ও নিরর্থক বাক্য বাক্যের কালকূট বিষস্বরূপ হইয়াছে, পণ্ডিতমণ্ডলী কহেন যে, অর্থযুক্ত ও মিত কথাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক আমাতে সঙ্কেতিত যে কতিপয় বর্ণশ্রেণী আছে তাহা প্রকাশ করায় প্রয়োজন নাই, যেহেতু আমাদিগের প্রত্যক্ষ কার্য্য সম্পাদনে তুমি ও আমি এই পদদ্বয়ই ক্ষমবান হইতেছে। এবঞ্চ কুল প্রকাশেও আবশ্যক নাই কারণ যদি আমার কুল স্বভাবতঃ সমুজ্জ্বল না হয়, তবে তাহার প্রকাশ করা কিরূপে সমুচিত হয়, অথবা মদীয় বংশ দোষশূন্য হইলেও আমার পক্ষে বিড়ম্বনাস্বরূপ হইতেছে, যেহেতু আমি দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি!

হে সুন্দরি! আমি এই বোধেই নাম ও কুলের প্রকাশ বিষয়ে ঔদাস্য করিতেছি, কিন্তু তোমার তৎশ্রবণে প্রগাঢ় অনুরাগও ভাল নহে, যে-হেতু তুমি দিকপালগণের আদিষ্ট বাক্যে অবলেহন করিতেছ। যাহা হউক তথাপি তোমার প্রযত্নাতিশয়-প্রযুক্ত আমি পরিমিত বাক্যদ্বারা নিজ পরিচয় প্রদান করিতেছি. হে হিমাংশুবদনে! আমাকে হিমাংশু বংশের অঙ্কুর জানিয়াও কলগ্রহে অক্ষম হইতেছ। হে চারুহাসিনি! মহাজনগণের এইরূপ আচার পরম্পরা আছে যে, সদাচার ব্যক্তি স্ব-দ্বারা নিজ নাম উচ্চারণ করেন না, আচার বিহীন জনকে প্রাণিমা-বিধান করিয়া থাকেন, এইহেতু আমি তৎকার্য্যে উৎসাহ পরাঙ্মুখ হইতেছি। নলরাজা এই কথা কহিয়া যেমন শরৎকালে ভুজঙ্গ সন্তাপক ভুজঙ্গভুক শব্দ করিয়া মৌনাবলম্বন করে তদ্রূপ মৌনাবলম্বী হইলেন। অনন্তর মুখরাগ-ধারিণী বিদর্ভরাজনন্দিনী যেমন হংসমণ্ডল পদে পদে শব্দোচ্চারণ করে, তদ্রূপ নলরাজার প্রতিবাক্যের পদে উত্তর বিতরণ করিলেন। হে মহানুভব! তুমি চন্দ্রবংশের ভূষণস্বরূপ হইতেছ, ইহা শ্রবণে শ্রবণ করিয়াও বিশেষ সংশয়াপনোদন হইতেছে না. তুমি আমার প্রস্তাবিত বিষয়ে কতিপয় উত্তর বিতরণ করিলে. কাহাতেও বা মৌনাবলম্বন করিতেছ, অতএব মহতী বঞ্চন চাতুরী তোমাতে প্রকটিত হইতেছে। তবে আমিও তদীয় বাক্যের প্রতিবাক্য বিতরণ করিব না, যেহেতু তুমি নিজ নাম প্রকাশ করিয়া মদীয় শ্রবণযুগলকে পরিতৃপ্ত করিতেছ না, আর পরপুরুষের সমভিব্যাহারে বিশেষ আলাপ করা অবলাকুলের কুলাচার বিরুদ্ধ হইয়াছে। অনন্তর বীরসেননন্দন তাঁহার সমুচিত উত্তরকে মনে২ অভিনন্দন করিয়া সস্মিত বদনে তাঁহাকে কহিলেন, হে বামলোচনে! আমি কহিতেছি যে, ঈদৃশ মধুর মধু বিনিন্দিত বচনবিন্যাস পরপুরুষে প্রয়োগ করা সমীচীন নহে। হে অমলে! মদীয় প্রস্তাবিত কোন দিগীশ্বরকে জীবিতেশ্বর করিয়া আমার পরিশ্রম সফল কর, একমাত্র তুমি রসামৃত স্নান পবিত্র বাক্যদ্বারা সুরবর্গকে উপাসনা করিতে সমর্থ হইতেছ। অয়ে গাম্ভীর্য্যশালিনি তুমি এমত কোন রসবতী ভারতী সুরবর্গে প্রয়োগ করিতেছ না যে, তা-

রতী আমাতে অর্পিত হইয়া কন্দর্প-তাপিত সুরনিকরে দাবানল সন্তপ্ত বনরাজির বৃষ্টিত্ব লাভ করে, ফলতঃ তোমার এমত কোন আশ্বাসবাক্য প্রয়োগ করা উচিত, যাহা শ্রবণগোচর করিবামাত্র সুরগণেরা সুশীতল হয়েন। তাঁহাদিগের দুরবস্থার কথা কি বলিব তোমার অভিপ্রায় অপেক্ষা করিয়া আমি যে এক নিমেষ বিলম্বাবলম্বী হইতেছি, রতিপতি এই অবকাশেই সুরগণের শরব্যীকরণে ত্বরান্বিত হইতেছে।

আর সহস্রলোচনের সহস্র লোচন ইয়ৎকাল মদীয় পদবী অবলম্বন করত কি বজ্রস্বরূপ হইবেন না, অর্থাৎ কাল বিলম্ব প্রযুক্ত দেবরাজ আমাকে কোপানলে ভস্মসাৎ করিবেন, হায়! আমাতে ঐশ্বর্য্যগুণের লেশমাত্রও নাই, সুতরাং ঈদৃশ কার্য্যমন্ত্র আমাতে থিক থাকুক। এইরূপ কহিয়া মহীপাল নল মৌনাবলম্বী হইলে সেই সুরসিকা রাজবালা মনেং কহিলেন যে, দেবগণেরা কি নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, যেহেতু মাদৃশ মহিলা অভিলাষ করিয়া মহীমদনকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। যাহা হউক আমি সত্য জানিলাম যে, দেবরাজ, পরেতরাজ সলিলরাজ ও পাবক তোমাকে মৎসন্নিধানে প্রেরিত করিয়াছেন। সতীকুলের ভূষণস্বরূপ ভীমভূপতনয়া মনে মনে এইরূপ কহিয়া পুনরায় প্রকাশপূর্ব্বক নলরাজাকে সম্বোধন করত কহিলেন, হে মনোহর! আমার এই বৃথা পরিহাস বাক্য কি প্রগল্ভতা প্রকাশক নহে, অর্থাৎ চাপল্যসূচকই হইতেছে, কিন্তু ভবদ্বাক্যে নঞশব্দ প্রয়োগ (অস্বীকার) করিলে বাক্য বিগর্হণা করা হয়, এবঞ্চ উত্তর বিতরণ না করিলে অবহেলন করা হয়, সুতরাং ভবদ্বাক্যের প্রতিবাক্য প্রয়োগে সমুৎসুক হইতেছি। হে সদ্বিচারক! সেই দয়াপরতন্ত্র বিবুধেন্দ্রগণ কিরূপে এই ক্ষুদ্র মানুষীতে উক্তরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, অর্থাৎ হে দময়ন্তি! তুমি অস্মদাদির একতরকে স্বামিত্বে স্বীকার কর, এই ঘৃণিত বাক্য প্রয়োগ করা তাঁহাদিগের সমুচিত হয় নাই, তবে বিবেচনা হয় যে প্রভুগণ নিজ ভক্তের হর্ষ সম্পাদনার্থ সকল কথাই কহিয়া থাকেন। হায়! যেমন বলাকা হংসাবলি পরিশোভিত সরোবরের বিড়ম্বনা সম্পাদন করে, সেইরূপ সুরাঙ্গনা সম্ভোগ পরায়ণ সুররাজগণের বিড়ম্বনা করা

আমার বিধেয় নহে। এবং সুরকামিনীর অগ্রে মানুষীর কথা কোথায়, যে প্রদেশে তাঁহারা প্রকাশমান নাই সেই স্থলেই যেমন কাঞ্চনভূষণ শূন্য অকিঞ্চন নায়িকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আর কুটাভরণ শোভা সম্পাদন করে, তদ্রূপ নরকামিনী কমনীয় হইয়া থাকে। হে পুরুষরত্ন! সুরগণেরা যেমন তেমন শব্দ প্রয়োগ করুন না কেন, কিন্তু মদীয় কর্ণযুগল তদ্বর্ণ সমাকর্ণনে বধির হইয়াছে, অথবা তাঁহাদিগের তত্তদ্বাক্য শ্রবণে শ্রবণ করিয়াই বা কি করিব, হরিণী কি কর্ণীনায়কে অসঙ্গত মনোবৃত্তি সঙ্গত করিয়া থাকে? দময়ন্তী এই কথা কহিয়া অধোমুখে নিজ সখীর কর্ণকুহরে যে কথা কহিলেন, ঐ সখী তত্তদ্বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক নলকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে হৃদয়রঞ্জন! এই সলজ্জা রাজতনয়া মদীয় হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া যে কথা কহিলেন তুমি আমার মুখপদবীহইতে বিনিঃসৃত তত্তদ্বাক্য শ্রবণ কর; রাজনন্দিনী কহিতেছেন যে আমি বাল্যাবধি নিষধপতিতে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছি এক্ষণে সুরপতির ঈদৃশী বচনাবলিকে স্মরণপথের পথিক করিতেও ভীত হইতেছি, যেহেতু তৃণাগ্র তন্তুর ন্যায় ভঙ্গুর সতীব্রত ঈষৎ চপলতাদ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হয়। অধিক কি বলিব আমার মন স্বপ্নদশাতেও যদ্যপি নলভিন্ন অপর পুরুষকে স্পর্শ করিয়া থাকে, তবে সমস্ত বিষয়ের সাক্ষিস্বরূপ নিজ বুদ্ধিকে বিবুধগণ জিজ্ঞাসা করুন না কেন? ফলতঃ তাঁহারাত সর্ব্বজ্ঞ, মদীয় হৃদয়বর্ত্তী অশেষাবগত হইয়াও বৃথা কেন আমাকে দোষভাগিনী করিতেছেন। অথবা তাঁহারা কোন কারণ বশতঃ আমাকে পরদারা না জানিয়াই এমত অস্বপ্ন স্বপ্ন দেখিয়াছেন, নচেৎ যাঁহারা সৎকার্য্যের পথ প্রদর্শক হইয়াছেন, তাঁহারা কি জ্ঞানপূর্ব্বক পরবনিতা স্পর্শনে সমুৎসুক হইতে পারেন। তবে বিবেচনা হয় যে এই অধম মনুষ্যজন্মা আমাতে যে সুরপতিপ্রভৃতির চিত্তাভিনিবেশ হইয়াছে, ইহা কেবল অনুগ্রহ বলিতেই হইবেক, যদ্যপি এই দাসীকে অনুগ্রহ করা বিধেয় হইয়া থাকে, তবে তাঁহারা নলরূপ ভিক্ষা বিতরণ করিতে প্রভু হউন। হে স্মরসুন্দর! আমি যে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা সাবহিত হইয়া শ্রবণ কর, যদ্যপি সেই নিষধরাজ মদীয় পাণিগ্রহণে পরাঙমুখ হয়েন, তবে আমি

উদ্বন্ধনদ্বারা বা অনল বা সলিলে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিহার করিব। হে শাস্ত্রজ্ঞ! যেমন রাজপথ জলধরের জলধারাদ্বারা পিচ্ছিল হইলে সাধুগণ অপথে পদার্পণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আপৎকালে বৈধ ব্যাপারদ্বারা কালাতিপাত করিতে না পারিলে সুতরাং সাধুগণেরাও নিন্দ্যাচরণে তৎপর হয়েন, ফলতঃ আত্মবধ পাতকে পরিলিপ্ত হইয়াও তত্রত্য ধর্ম্ম রক্ষণে তৎপর হওয়া বিধেয়। হে ধীমন! আমি ধীশক্তি বিহীন সামান্য কামিনী হইয়া সেই বাবদূক দেববর্গের সমুচিত প্রত্যুত্তর বিতরণে কদাপিও সমর্থ হইব না, অতএব তোমার সহিত উত্তরোত্তর বচন বিস্তারে প্রয়োজন নাই। তখন যেমন বালককুল কৌতুকাক্রান্ত হইয়া বারম্বার কুহূরবের প্রতিধ্বনি করিলে মধুর নিনাদী পিকবর প্রকোপিত হইয়া স্বরভঙ্গ নিমিত্ত অমধুর রব করিয়া থাকে, তদ্রূপ স্বাভাবিক প্রিয়বাদী নিষধরাজ রাজবালাকর্তৃক নিরাকৃত হইয়া কিঞ্চিৎ অপ্রিয় বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন। হে সৌন্দর্য্যাভিমানিনি! কি আশ্চর্য্য! সুররাজপ্রভৃতি সুরগণ তোমাতে মন ও প্রাণ সমর্পণ করিতেছেন, কিন্তু তুমি তাহাতে বিমুখতা ভজনা করিতেছ, অতএব ইহা অপেক্ষা কৌতূহলী মহীমণ্ডলীতে হয় নাই হইতেছে না, এবং হইবেক না, আর জিজ্ঞাসা করি পদ্মশঙ্খপ্রভৃতি নিধিবর্গ স্বয়ং কোথায় ধনহীনকে প্রাপ্ত হয়েন, যদ্যপি সেই ভাগ্যবান সৌভাগ্যক্রমে নিধিলাভ করেন, তবে কি বাক্যরূপ কবাটদ্বারা তাঁহাকে নিরাস করিয়া থাকে? হে বরবর্ণিনি! সুরবরের অনুরাগপ্রযুক্ত তোমাতে গুরুতর সমাদর ও অখিল মহিলাকুলে অবহেলন করিতেছি, তুমি ঈদৃশ অভিমুখাগত পরম মঙ্গলে কিহেতু পরাঙমুখী হইতেছ? হে নবীনে! মানবী স্বর্গবাসীকে কামনা করেন না, তোমারই আননহইতে এতাদৃশী নবীনা বাণী শ্রবণ করিলাম, অথবা যে নিকৃষ্ট অদৃষ্টবান জনের নিখিল গ্রহ বিরুদ্ধ হয়, তাহার মঙ্গল সাধনে বিশুদ্ধ গুরু (বৃহস্পতি) ও সমর্থ হয়েন না, ফলতঃ হে মোবিদ্বরে! তোমার অণুমাত্রও দোষ নাই, কেবল তোমার বিরুদ্ধ গ্রহফলই বলবৎ হইতেছে। আহা! যেমন সুবর্ণ ও রজতের শিথিলতা সম্পাদক সিন্দুরসের (সোহাগা) সহযোগেও লৌহের শিথিলত্ব ঘটনা হয় না, তদ্রূপ

দেববর্গের বিশেষ অনুগ্রহ থাকিলেও নিকৃষ্ট অদৃষ্টবান মানবগণ মনুষ্য ভাব পরিহারপূর্ব্বক দিব্য ভাবলাভে ক্ষমবান হয়েন না। হে জ্ঞানি-মানিনি! তুমি সহস্রাক্ষকে প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক সামান্য নলে অভিলাষিণী হওত কিহেতু লজ্জাযুক্ত হইতেছ না, হায় হে করভোরু! যে করভ (উষ্ট্র) ইক্ষুখণ্ডকে উপেক্ষা করিয়া শমীবৃক্ষে অনুরত হয়, আমি তদপেক্ষা প্রধান বলিয়া তোমাকে গণনা করিলাম। আহা! যেমন প্রবলা নিশ্বাসধারা বিপুল বিবরশালী বদনকে পরিহার করত ক্ষুদ্রতর বিবরযুক্ত নাসিকাপথহইতে বিনিঃসৃত হইয়া বৃথা পরিশ্রম ধারণ করিতেছে, তদ্রূপ তুমিও নিখিল দেবকুলের অধীশ্বর পুরন্দরকে পরিহার করিয়া মানবজাতিতে সাধুত্ব ভ্রম ধারণ করিতেছ। হে বালিশে! সুকৃতিগণ যে দেহান্ত সম্ভব স্বর্গ লাভরূপ ফল উদ্দেশ করিয়া তপস্যারূপ প্রচণ্ডানলে জীবনধন আহুতি প্রদান করেন, সেই স্বর্গ কাতরতা প্রকাশ করিয়া বলক্রমে তদীয় করযুগল ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তুমি তাহা জঘন্যবোধে প্রত্যাখ্যান করিতেছ। যাহা হউক তুমি নললাভে পরাঙমুখী হইয়া যদ্যপি উদ্বন্ধন কামনা কর, তৎকালেই সহস্রাক্ষ অন্তরীক্ষাবলম্বিনী তোমাকে হরণ করিবেন, যেহেতু তিনি অন্তরীক্ষবর্ত্তী বস্তুমাত্রের প্রভু হইতেছেন, অথবা কোন ব্যক্তি ন্যায্য প্রাপ্যাংশে উপেক্ষা করিয়া থাকে। হে নেত্র ললামভূতে! অথবা যদি নলব্যতিরেকে অনলে প্রবেশ কর, তথাপিও অনলে বলবর্ত্তী দয়া প্রকাশ করা হয়, যেহেতু অনল তোমাকে চিরকাল অভিলাষ করিয়াও বিফল হইতেছেন, এক্ষণে তুমি স্বয়ং তাহাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমর্পণ করিলে তিনি কি চরিতার্থ হইবেন না? এবং যদি নললাভে বঞ্চিত হইয়া সলিলে প্রবেশ কর, তবেত সেই সলিলপতি নিশ্চিতই জয়যুক্ত হইলেন, যেহেতু তিনি বাহ্য প্রাণস্বরূপ তোমাকে নিজ বক্ষে বহন করিবেন। হে পণ্ডিতে! যদ্যপি উক্ত সকল কারণপ্রযুক্ত প্রাণ পরিহারার্থ উপায়ান্তর চেষ্টা কর, তথাপিও সেই অতিথিপ্রিয় ধর্ম্মরাজ তোমাকে গৃহাগত দেখিয়া কি চরিতার্থ হইবেন না।

হে চন্দ্রাননে! তোমাকে সুরবরের করগ্রহণে পরাঙমুখী দেখিয়া বোধ

হয় যেন নিষেধ বেশধারী বিধি তদীয় মুখাবলম্বী হইয়াছেন, এবঞ্চ বিদগ্ধ নারীর মুখকমল নিষেধ বিধির আকর বটে, সুতরাং তোমার কুটিল বচনাবলি যুক্তিযুক্তই হইতেছে, ফলতঃ প্রমদাগণ যৌবনমদে প্রমত্ত হইয়া কিং কর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়াই থাকে, অতএব তুমিও উক্ত কারণে অবশ্য কর্ত্তব্য সুরবরের করগ্রহণকে অবিধেয় বোধে পরিহার করিতেছ। যাহা হউক হে ভৈমি! তোমার সরস্বতি (বাক্য) রসের প্রবাহ চক্রে নিপতিত হইয়া আমি আর কতকাল পরিভ্রমণ করিব? একবার লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকাশ কর যে, এই প্রস্তাবিত দেববর্গের মধ্যে করগ্রহণ করিয়া কাহাকে চরিতার্থ করিবে? হে তন্বি। পূর্ব্বদিকরূপা কামিনী করিবরের কুম্ভযুগলচ্ছলে উত্তুঙ্গ ও পীবর কুচযুগল ধারণ করিতেছে, তাহার পতি সুরপতি কি তোমার অভিমত হইতেছেন? আমার মতেও সহস্রাক্ষ ব্যতীত অপর ক্ষিতিপাল তদীয় অঙ্গলক্ষ্মী লক্ষ্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন না, ফলতঃ বিধাতা যাঁহাকে অসীম নয়ন বিতরণ করিয়াছেন তিনিই তোমার কলেবরের কিঞ্চিৎ শোভা দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন। অতএব হে দময়ন্তি! তুমি সুরপতির প্রতি প্রসন্না হও, সেই জগতীমণ্ডলের অধীশ্বর পুরন্দর শচীলোচনের তীক্ষ্ণ কণ্টকীভূত তদঙ্গসঞ্জাত কণ্টকদ্বারা নিজ কলেবরকে বিরল করুন। যাহা হউক কিন্তু আমার বোধ হয় যেন তুমি হুতাশনেই অনুরক্ত হইতেছ, যেহেতু তুমি মহাতেজস্বি ক্ষত্রিয়কুলে সমুদ্ভূত হইয়াছ, সুতরাং তোমার অভিলাষ সেই তেজস্বী বিভাবসু ব্যতিরেকে অপরে সঙ্গত হইবে কেন? আর যেহেতু তুমি সতীকুলের অগ্রগণ্য হইতেছ, অতএব তোমার মন তনুতাপ শঙ্কায় অনলহইতে কদাপিও বিচলিত হইবে না, এবঞ্চ আমিও যোষিদ্বৃন্দের পরীক্ষণকালে শতং বার নিরীক্ষণ করিয়াছি যে, অনল প্রবেশকালে তাহাদিগের কলেবর সুশীতল সলিলের ন্যায় প্রকাশিত হয়। অথবা হে ধর্ম্মপরায়ণে! তুমি ধর্ম্মরাজে চিত্ত সমর্পণ কর ইহাও মদীয় বুদ্ধিবৃত্তিতে উত্তম প্রতিভা পাইতেছে, যেহেতু যোগ্যের সহিত যোগ্যের সমাগম সঙ্গত হইতেছে, ফলতঃ তুমিও ধর্ম্মপরায়ণ, তিনিও ধর্ম্মরাজ, সুতরাং উভয়ে মিলিত হইলে পরস্পরের উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভ

হইবে। এবং অগস্ত্যমুনির প্রভাপুঞ্জ প্রভাসিত দিকে ধর্ম্মরাজের সহিত মিলিত হইয়া বিরহক্লেশশূন্য মদনোৎসবরূপ কেলিকলাপদ্বারা নিঃশঙ্ক চিত্তে এক নিমেষের ন্যায় জীবিতাবধি কাল অতিবাহিত করিবে। অথবা হে রাজনন্দিনি! তুমি শিরীষকুসুমের ন্যায় সৌকুমার্য্যশালিনী বলিয়াই কি অনির্ব্বচনীয় সুকোমল সলিলরাজকে অভিলাষ করিতেছ, হাঁ, ইহা আমারও সম্মত বটে, যেহেতু যামিনী নিখিল নায়ককে পরিত্যাগ করিয়া সীতকরের করগ্রহণ করিয়াছেন। আর হে কৃশোদরি! বরুণকে বরণ করিলে জগৎপতি শ্রীপতি সুরপুর পরিহার করিয়া যে রমণীয় ক্ষীরসাগরে সর্ব্বদা বসতি করেন, সেই সুশীতল ক্ষীরসমুদ্রে বরুণদেবের সহিত কেলি করত পরম সুখে কালাতিপাত করিবে।

তখন নলপ্রাণা রাজবালা করদ্বারা এক কর্ণ সম্বৃত করিয়া সুরবর্গের অনুরাগ সম্পাদিকা তত্তদ্বচনরাজিকে শ্রবণে স্থান প্রদান করিলেন না, কিন্তু তাঁহার বচন মাধুর্য্যপ্রযুক্ত সঙ্গীতস্বরের ন্যায় শ্রুতিগোচর করিলেন। অনন্তর সেই বিচক্ষণা ক্ষণকাল অধোমুখী হইয়া নিজ মুখে অনধ্যায়কে বসতি করাইয়া (মৌনাবলম্বিনী হইয়া) ঘন২ দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন পূর্ব্বক অকরুণ স্বরে সেই পুরুষপ্রধানকে কহিলেন। হে নির্দ্দয়! একে আমি নলবিরহে প্রায় প্রাণবিহীন হইতেছি, তাহাতে তুমি দুষ্কৃতকারী মদীয় শ্রুতিযুগলকে দিকপালগণের বিষয় অশ্লিষ্ট বাক্যরূপ সূচিসমূহদ্বারা বিদ্ধ করিতেছ, সুতরাং কি করাল কালের দৌত্যোচিত কার্য্য সুসিদ্ধ করিতেছ না? হে প্রভু কার্য্যদক্ষ! যেমন বিকট কীট কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া উৎকট পীড়া সম্পাদন করে, তদ্রূপ মদীয় অলীক অকীর্ত্তি মসীরূপ ভবদীয় মুখ বিনিঃসৃত নিষ্ঠুরবাক্য আমার শ্রবণপুটে প্রবিষ্ট হইয়া উৎকট পীড়া সম্পাদন করিতেছে। ইত্যবসরে কোন বয়স্যা তৎকর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া নলকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, হে চতুর চূড়ামণে! এক্ষণে আমাদিগের সখী দময়ন্তী প্রগাঢ় মৌনব্রতধারিণী এক স্মরসজ্জা (জিহ্বা দ্বারা) লজ্জারাধনা করিতেছেন, দ্বিতীয় স্মরসজ্জা (অতিপ্রাজ্ঞা) অথচ সুশীলা আমাদ্বারা তোমাকে এই কথা কহিতেছেন যে, পর দিবসে সেই ভূপাল নিষধরাজের বরণার্থ স্বয়ম্বর হইবে, কিন্তু পুরন্দর পুরঃসর মৎ

প্রাণদ্বারা গতমনা হইয়া স্বয়ম্বরের বিঘ্নসম্পাদক হইবেন। যাহা হউক হে কৃপাসাগর! তুমি অদ্য এখানে বিশ্রাম কর, আমি তোমাকে অবলোকন করত দিনাতিপাত করিতে অভিলাষিণী হইতেছি, যেহেতু হংস রাজ নখরাজিদ্বারা ক্ষিতিতলে লিখিত করিয়া তোমার অনুরূপ রূপসম্পন্ন সেই মৎপ্রিয় নলরাজাকে আমাকে দেখাইয়াছিল। হে নয়নানন্দদায়ক! আহা! বিধাতা তোমার নয়নযুগলকে বঞ্চনাই করিয়াছেন, যেহেতু উহারা তদীয় বদনলক্ষ্মী নিরীক্ষণে অসমর্থ হইতেছে, তবে ভাবি দিনে তোমার ঐ বঞ্চিত লোচনযুগল নলাননে প্রতিবিম্বিত নিজাননলক্ষ্মী নিরীক্ষণ করিয়া নিজ জন্ম সাফল্যলাভ করুক। হে আর্য্য! তুমি আর্য্যপুত্র নলের অনুরূপ রূপসম্পন্ন হইয়াও কিহেতু এই নলসাক্ষিক অথচ যুক্তিযুক্ত নিষধরাজের করগ্রহণে আমাকে নিষেধ করিতেছ। হে সাধো! বিবুধগণের কার্য্যসাধনার্থ আর আমাকে কদর্থনা (অশ্লীল বাক্য) প্রয়োগ করিবেন না, হায়! অদ্য কি তুমি প্রসন্ন হইবা না, তবে সুতরাং আমি নয়নসলিলে অভিষিক্ত হই। হে স্বার্থপর! আমি দিকপতিদিগকে পতিরূপে বরণ করিব তোমার এতাদৃশী ভারতী শ্রবণে শ্রবণযোগ্যও নহে, আর তোমাকে নলবৎ শোভান্বিত বলিয়াই যে অবলোকন করিতেছি এমতও নহে, গৃহাগত ব্যক্তিকে সপর্য্যা করিতে হয়, সুতরাং অগত্যা অবলোকন করিতেছি, কিন্তু আমি সতীব্রতরূপ হুতাশনে নিজ জীবনকে হলের ন্যায় বিসর্জ্জন করিব, তথাপি সেই দগ্ধ ভস্মতনু মদনে প্রাণধন আহুতি প্রদান করিব না। আর বৌদ্ধবর্গ রত্নত্রিতয়াখ্য গ্রন্থে অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, আমি আত্মহননে উদ্যোগিনী হইয়া সে ধর্ম্মকেও পরিত্যাগ করিয়াছি, এবং কপালির কোপানল দগ্ধ দুর্বিদগ্ধ মদনের নিমিত্ত নিজ কুলেও ভস্ম বিতরণ করিয়াছি। তখন রসিকরাজ নিষধরাজ পীযূষ রসোৎপন্ন ও কন্দর্পানলের আহুতিস্বরূপ প্রিয়তমার বচনশ্রেণী শ্রবণ করিয়া তৎকর্তৃক অভিক্ষিপ্ত হইয়া আপনাকে কৃতান্তদূত বলিয়া মানিলেন না, কিন্তু আপনাকে সাক্ষাৎ করাল কাল বলিয়াই স্থিরতর করিলেন। আহা! কি আশ্চর্য্য! পরম ধর্ম্মপরায়ণ বীরসেননন্দন রাজনন্দিনীর আর্তনাদদ্বারা

বিদীর্ণ মর্ম্ম হইয়াও নিজ দূতধর্ম্মের বিনাশার্থ যত্নও করিলেন না, প্রত্যুত বৃহস্পতির ন্যায় বাককৌশলে অল্পে২ গুহ্য বৃত্তান্ত নিজ কান্তাকে কহিলেন। হে নলপ্রবণে! যদি সেই স্বর্গাধিপতি সুরপতি নিজাঙ্গনবাসী কল্পবৃক্ষ সমীপে তোমাকে প্রার্থনা করেন, তবে কি তাঁহার জীবিতেশ্বরী হইবা না? অর্থাৎ অবশ্যই দেবেন্দ্রের চিত্তানন্দিনী হইবা, যেহেতু সেই মহীরুহ যাচকগণের সঙ্কল্পানুরূপ বস্তু বিতরণে পরাঙমুখী হয়েন না। আর যদ্যপি হুতাশন তদীয় সমাগম কামী হইয়া নিজ মূর্ত্তিতে স্বকীয় মূর্ত্তিরূপ হবি আহুতি প্রদান করত সর্ব্ব কামপ্রদ সপ্ততন্তু বিধান করেন, তখন সেই বেদ প্রতিপন্ন বিধি কিরূপেই বা বিতথ হইবে। কিন্তু দক্ষিণদিগবাসী অগস্ত্যঋষি বররূপ কর বিতরণার্থ দক্ষিণ দিগীশ্বর দণ্ডধরের সমীপ গমন করিলে যদ্যপি সেই তদাসক্তচেতা যমুনাভ্রাতা সত্যবাদী উক্ত ঋষিসমীপে বলক্রমে তোমাকে প্রার্থনা করেন, তখন হে নলপ্রাণে! তোমার কি উপায় হইবে? পরন্তু বরুণভবনে যজ্ঞার্থ যে কত শত কামধেনু অবস্থিতি করিতেছে, তাহা কোন ব্যক্তিই বা অবগত আছে, যদ্যপি সলিলরাজ তন্মধ্যে একতরের নিকট তোমাকে যাচঞা করেন তবেত তুমি তাঁহার করগত অবশ্যই হইবা। হে দময়ন্তি! অধিক কথার প্রয়োজন নাই, যদ্যপি সেই পতিপরায়ণা শচী পতির অনিচ্ছাবশতঃ বিঘ্ন বিধানার্থ স্বয়ম্বরের সন্নিহিত না হয়েন, তখন সেই রাজব্রজেরা পরস্পর বিরোধ তৎপর হইলে তোমার স্বয়ম্বর কোথায় থাকিবে, ফলতঃ শচী সন্নিহিত না হইলে স্বয়ম্বর অম্বরের ন্যায় প্রকাশমান হয়। হে দুর্ললিতে! তখন সেই বীরবর নৃপবরেরা ক্রোধবশতঃ পরস্পর পরুষবাক্য প্রয়োগ করত হস্ত ও ছত্রদণ্ডদ্বারা যে সমর সাধন করিবে তুমি কি তাহাই দর্শনেচ্ছু হইতেছ?

যাহা হউক আর যদ্যপি অনল যজমানের ফুৎকারাশ্রম ব্যর্থ করিয়া অন্তর্ধান না হয়েন, তবে হে সারসাক্ষি! সেই নলরাজা অনল সাক্ষি ভিন্ন কোন বিধিকে সাক্ষ্য করিয়া তোমার করগ্রহণ করিবেন। অথবা যদ্যপি প্রেতরাজ তোমার বা বরের কোন কুলজাতকে নিজালয়ের অতিথি করেন, তবেত হে সাধ্বি! সেই সর্ব্ব সমৃদ্ধিসম্পন্ন স্বয়ম্বর অম্বর-

বৎ প্রতিভা পাইবে। এবঞ্চ সলিলরাজ কোপপারতন্ত্র হইবা স্বামিত্ব-প্রযুক্ত যদি নিখিল সলিলকে নিবারণ করেন, তবে তুমিই বল দেখি সেই লোভ-প্রসারিতপাণি নিষধপতিকে বিদর্ভপতি কিরূপে তোমাকে সম্প্রদান করিবেন, ফলতঃ সলিল সম্পর্কব্যতীত বৈধদান কোনরূপেই সম্ভব হয় না। অতএব হে দময়ন্তি! তোমার হিতকর বহুবিধ বাক্য কহিলাম, এক্ষণে তুমি মোহ পরিহারপূর্ব্বক বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখ যে, সুরগণ বিঘ্নসম্পাদক হইলে কোন নর করস্থ বস্তুলাভেও ঈশ্বর হয় না। তখন বিদর্ভরাজনন্দিনী সেই পুরুষরত্নের পূর্ব্বোক্ত যুক্তিযুক্ত বচনসমূহের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত হইয়া তাহাতে দৃঢ়তর বিশ্বাস করিলেন, এবং বৃষ্টি প্রতিবন্ধ নিবারি দৃষ্টিযুগলকে শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসত্ব পাওয়াইলেন, অর্থাৎ নলিননয়না ললললনা অনবরত নয়ন-সলিলে পরিপ্লাবিত হইয়া এইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। যেমন তরল নীলকান্ত মণিযুগল প্রমদার হৃদয়োপরি দেদীপ্যমান হয়, সেইরূপ তাঁহার সকজ্জল অশ্রুবিন্দু-যুগলরূপ ভ্রমর মিথুন কুচকোরক লালসায় প্রফুল্ল পঙ্কজরূপ নয়নযুগলহইতে হৃদয়ে পতিত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। অপিচ তৎকালে সেই রোদন-পরায়ণা ললনাকে শৃঙ্গাররসের সরোবর বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল, যেহেতু তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কুসুমশরের শিলীমুখরূপ অলিকুল সমাকুলিত হইয়াছিল, এবং তাহাতে মৃণাল নীলোৎপলরূপ লোচনযুগল বিকাশমান হইয়াছিল। আহা! সেই বিরহ তাপিনী রাজনন্দিনী অসাধারণ ধীশক্তিশালিনী হইয়াও তৎকালে এক কালে লুপ্তবুদ্ধি হইলেন, কখন উদ্‌ভ্রান্তা, কখন ক্রন্দনপরায়ণা, কখন ধৈর্য্যশূন্যা, কখন বা সচেতনা হইয়া প্রিয় সমাগমের বিঘ্ন নিশ্চয় করত আর্ত্তনাদপূর্ব্বক কহিলেন। হে কামাগ্নে! তুমি ত্বরান্বিত হইয়া মদীয় ভস্মময় কীর্ত্তিচয় বিস্তার কর, হে নির্দ্দয় বিধে! তুমি কেবল পরকীয় চেষ্টারূপ ফল ভোজনে নৈপুণ্যলাভ করিয়াছ, এক্ষণে আমার এই অসার জীবন (প্রাণ) পান করিয়া পরিতৃপ্ত হও? হে চেত! তোমাকে লৌহময় বোধ হইতেছে, যেহেতু তুমি প্রিয় বিরহানলে সন্তপ্ত হইয়াও দ্রবীভূত হইতেছ না, অথবা দেবরাজের দারুণ বজ্রই হইবা, যেহেতু স্মর

শরদ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইতেছ না, অতএব তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে, তুমি কিরূপে বিদীর্ণ হও তাহা সত্য ব্যক্ত কর। হে জীবন! তুমি আর কিহেতু কালবিলম্ব করিতেছ, দ্রুতপদ সঞ্চারে পলায়ন কর, যেহেতু এই তদীয় হৃদয়মন্দির জাজ্বল্যমান হইতেছে, রে নির্ব্বোধ! অদ্যাপিও সুখোপবেশন পরিত্যাগ করিতেছ না, কি আশ্চর্য্য! আমি ঈদৃশ আলস্য কখনই অবলোকন করি নাই। হে নয়ন! মদীয় মনোরথ তোমাকে প্রতারণা করিয়াছে, অতএব তুমি অশ্রুধারাদ্বারা প্রিয় কান্তির দর্শন বিঘাতি পাতকপঙ্ককে শতবর্ষ প্রক্ষালিত কর। হে মন! তোমা কর্ত্তৃক অভিলষিত নলনৃপতি বা মরণ এই উভয় লাভেই আমি বঞ্চিত হইতেছি, তবে বিবেচনা করি যে, তুমি মদর্থে যাহা বাসনা কর তাহার অভাবই হয়, অতএব হে শরণ্য মন! তুমি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া আমার প্রিয়তম নলের সহিত বিচ্ছেদ বাসনা কর, সুতরাং তোমার প্রসন্নতায় মদীয় প্রিয় বিরহের অভাব হইবে। যাহা হউক আমি অমিত্রসমাজে দৈন্য-প্রকাশক বাক্যদ্বারা মনোভিরাম কামকে প্রার্থনা করিতেছি না, কিন্তু দক্ষিণ দিকবর্ত্তী সমীরণ প্রার্থনা করিতেছি যে দিকে আমার প্রিয় নলরাজা অবস্থিতি করিতেছেন, ঐ দক্ষিণ পবন সেই দিকেই মদীয় দেহ ভস্ম বিতরণ করুণ, ফলতঃ লোকের মরণাবধিই বৈরিভাব আবির্ভাব পায়, অতএব মদীয় প্রাণ প্রয়াণ করিলে দক্ষিণ পবনের শত্রুতা শান্তি হইবে। একক্ষণকে আমার অনেক যুগতুল্য বোধ হইতেছে, হায়! আমি আর কত যন্ত্রণা সহন করিব প্রাণও দেহহইতে বিনিঃসৃত হইতেছে না, সেই প্রাণপতি নিষধপতি পুনঃ২ আমাকে পরিহার করিতেছেন না, আমার মনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছে না, এবং আমার প্রাণ মনকে পরিত্যাগ করিতেছে না, বস্তুতঃ প্রাণবায়ু মনকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। যাহা হউক হে সুরবর্গ! যাহার সীকর প্রচণ্ড মদীয় সন্তাপনিকরকে শান্তি পাওয়াইতে যোগ্য, তোমাদিগের সেই কৃপাসাগর কোনজন পান করিয়াছে, আমার মন উত্তম পক্ষকে অবলম্বন করিয়াছে, তোমরা আমাকে সঙ্কল্প কল্পিত করিয়া বৃথা পরিশ্রান্ত হইতেছ। এই কথা কহিতে২ কিঞ্চিৎ বিবেচনাপূর্ব্বক কহিলেন, হায়!

দিবা বিভাবরী মদীয় নয়নযুগলহইতে অনর্গল সলিলধারা বিনির্গত হওয়ায় অকালে বর্ষাকাল সমুদিত হইতেছে, সুতরাং সুরগণ বর্ষাকালে নিদ্রাগত হইয়া কর্ণে মদ্বাক্য সমাকর্ণনে সমর্থ হইতেছেন না, আহা! আমার অরণ্যে রোদন করাই হইতেছে। হে নিসধনায়ক! তথ্যাজপরায়ণা এই অধিনীর যন্ত্রণা কি তোমার নয়নপথের পথিক হইতেছে না? অথবা যে হংস আমার দুঃখ বিজ্ঞাপন তোমার নিকট প্রকটন করিবে কহিয়াছিল, বিধাতা তাহাকে অন্বেষণ করিয়া কি গোপন করিয়াছেন? ফলতঃ তুমি হংসমুখে মদীয় দুঃখ শ্রবণ করিলে কখনই ইয়ৎ সময়াতিপাত করিতে সমর্থ হইতে না। হে কৃপাসাগর! যদ্যপি তুমি আমার মনকে তোমার চরণাসক্ত জানিতে, তবে মৎপ্রতি তুমি অবশ্যই করুণাশালী হইতে, অথবা যে বিধাতা পরচিত্তকে প্রগাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন করিয়াছেন, তাঁহাকেই ক্লেশ বিজ্ঞাপন করা বিধেয়, নাথ! তোমার অপরাধ মাত্রও নাই। হে নাথ! তোমার বিরহ নিমিত্ত আমি করাল কাল ভবনে কৃতবসতি হইলে এই কথা কি তোমার শ্রবণপথের পথিক হইবে না? এক্ষণে করুণাবিহীন হইতেছ বটে, কিন্তু তখন কিঞ্চিৎ করুণালেশ দ্বারা মৎপ্রতি কৃপাপরায়ণ হইতে হইবে। হে জীবিতেশ! আমার হৃদয় দ্বিধা ভিন্ন হইতে সমুৎসুক হইতেছে, অতএব হে প্রার্থকাভীষ্টপ্রদ! তৎসন্নিধানে কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিতেছি যে, হে প্রাণসখ! মদীয় বিদীর্ণ হৃদয়ের বিবরদ্বারা প্রাণের সহিত যেন তুমিও বিনিঃসৃত হইও না। এইরূপ বিনয়গর্ভ ভীমনন্দিনীর কাকুবাক্যদ্বারা নলরাজার বিয়োগানল সাতিশয় সমুজ্জ্বল হইয়া তাঁহাকে ক্ষণকাল বিচেতনপ্রায় করিল

অনন্তর নলরাজা নিজ দৌত্যকার্য্য বিস্মৃত হইয়া প্রিয়তমার হাব ভাব কটাক্ষাদি ক্রিয়া বীক্ষণ করত কহিলেন। হে প্রিয়ে! কাহার নিমিত্ত বিলাপ করিতেছ, হায়! সকজ্জল লোচন জলবিন্দুদ্বারা মুখকমলকে বিলেপন করিতেছে, তোমার পুরোবর্ত্তী পদানত এই নলকে বক্র অথচ চঞ্চল নয়নলীলাদ্বারা কি অবলোকন করিতেছ না? হে প্রিয়ে! অশ্রুবিন্দু ক্ষরণছলে তদীয় বিন্দুচ্যুত বিষয়িকা চতুরতাই প্রকাশমান হইতেছে, যেহেতু হে সারসাক্ষি! এই অসার সংসারকে দোষবিন্দু

চ্যুতি করিয়া সংসার (সারবান) করিতেছ, ফলতঃ তোমার বিদ্যমানতায় এই অসার সংসারকে আমার সার বলিয়া বোধ হইতেছে। হে সরোজ-মুখি! কিহেতু সরোজ পরাজয়কারী আননসরোজকে বামকরে সংস্থাপিত করিতেছ, এবং হৃদয়মন্দিরকে নির্দ্দোষে অনলঙ্কৃত করিয়া নিবিড়তর অশ্রুবিন্দুদ্বারা হারশালী করিতেছ। যাহা হউক হে প্রাণাধিকে! এই অশুভ সম্পাদক ত্বদীয় নয়নবারি আমি করযুগলদ্বারা অপসারিত করিতেছি, এবং ভবদীয় চরণসরোজের রজোরাশিতে নিজ মৌলিকে সমাসক্ত করিতেছি ইহাতেও কি অনপরাধী হইব না। হে সুমুখি! মদীয় মুকুটস্থ মাণিক্য কিরণমঞ্জরীরূপ রোহিণী ভবদীয় চরণনখরূপ রোহিণীপতিকে সেবা করিতেছে, এই অধীনের প্রতি অকারণ কোপ পরিহার কর। হে মানিনি! নিজ দাসের প্রতি যদি কিঞ্চিৎ মান বিস্তার কর, তবে এই দাস তাহাকেও বহু করিয়া স্বীকার করে, হে চণ্ডি! যদি অধোমুখী হইয়া কিঞ্চিৎকাল অবস্থিতি কর, তবে তোমার চরণ-পর্য্যন্ত প্রণাম করিয়া চরিতার্থ হই। হে প্রাণেশ্বরি! তুমি প্রভুত্ব বুদ্ধি প্রযুক্ত দাসের প্রতি করুণাবলম্বিনী হও বা না হও, কিন্তু এই অধমের প্রণতি স্বীকার করায় তোমার কি পরিশ্রম হইবে? তুমি যাচকগণের হৃদয়মন্দিরে কল্পবৃক্ষরূপে বিরাজ করিতেছ, সম্প্রতি এই হতভাগ্যের প্রতি দৃষ্টি বিতরণেও দীনতা প্রকাশ করিতেছ। হে কোমলাঙ্গি! দৃঢ়-তর স্তন সম্বৃত হৃদয়মন্দিরে কিরূপে কুসুমশরের শর প্রহার সহন করিতেছ, অথবা ঐ শরনিকর কঠিন স্থলে প্রবিষ্ট না হইয়া বৈমুখ্য ভজনা করত আমার সরল হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইতেছে। যাহা হউক হে স্মিতা-ননে! ঈষৎ স্মিতলেশদ্বারা সৃক্কভাগকে পরিশোভিত করিয়া ভ্রূধনুকে লীলা চঞ্চল কর, প্রসন্ন হইয়া এই দাসের উপর কটাক্ষ বিক্ষেপ কর। নয়ন জলবিন্দুর বর্ষা সমাপনপূর্ব্বক ঈষৎ স্মিত প্রকাশ করিয়া কৌমু-দীকে প্রমোদ বিতরণ কর, এই অধীনে তোমার চঞ্চল লোচনযুগলরূপ খঞ্জনযুগল লীলা করুক, তোমার মুখপদ্ম বিকাশিত হউক। হে আকর্ণ নেত্রে! তুমি সুধাময় বচন বিন্যাসদ্বারা মদীয় কর্ণকূপের অন্তর প্রদে-শকে সুধারসে পরিপূর্ণ কর, হে মদিরাক্ষি! ভবদীয় অক্ষিযুগল মদীয়

অক্ষিযুগলে মিলিত করিয়া পরিতৃপ্ত কর। হে জীবিতেশ্বরি! এই ক্রীত দাসের আসনার্দ্ধ ভজনা কর, অথবা এই উৎসঙ্গে সঙ্গত হইয়া চরিতার্থ কর, প্রিয়ে! ভ্রমপরতন্ত্র হইয়া যে অলীক আলাপ করিয়াছি তাহা নিজ গুণে ক্ষমা কর, এই দাসের হৃদয়াসন ব্যতিরিক্ত কোন আসন তোমার উপবেশন যোগ্য হইবে। হে জিতকামে! তুমি মদীয় অন্তঃকরণে অবস্থিতি করিতেছ বটে, কিন্তু যদ্যপি বাহ্য হৃদয়ে ক্ষণকাল উপবেশন কর, তবেই মদীয় হৃদয় হৃদয়শায়ীর শরনিকরহইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। প্রিয়ে! আলিঙ্গন কর পরস্পরের সংলগ্ন হৃদয়যুগলে কুসুমশরের শরনিকর প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হইবে না, এবং আমার বক্ষস্থলী রূপ পরিচারিকা ভবদীয় কঠিন স্তনযুগলের পরিচর্য্যায় চিরনিযুক্ত থাকিবে। আমার নখশ্রেণী তোমার স্তনোপরি অবস্থিতি করত চান্দ্রী রেখারাজির শোভা বিস্তার করুক। হে জীবিতেশ্বরি! কথা কহিয়া চঞ্চল জীবনকে সুস্থির কর, চুম্বন বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত কর, হায়! যেমন যামিনী রজনীকান্তের করনিকরের জীবনস্বরূপা হইয়াছে, তদ্রূপ তুমি এই অকিঞ্চনের একমাত্র জীবনস্বরূপা হইতেছ। নলরাজা এই রূপ কহিতে২ যেমন মুনিগণ তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া আত্ম সাক্ষাৎকার করেন তদ্রূপ তিনিও প্রবোধবান হইয়া আপনাকে নষ্ট প্রকৃতিরূপে জানিলেন, এবং দময়ন্তীকে নয়নাতিথি করিয়া অস্ফুটবাক্যে কহিলেন। হায়! আমি আপনাকে প্রকাশ করিলাম. দেবরাজ আমাকেই বা কি জ্ঞান করিলেন, তবে আমি তাঁহার অগ্রে লজ্জাবনত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণত হওত তাঁহার তাৎকালিক নয়নভঙ্গি অবলোকন করিব না। আহা! যেহেতু আমি নিজ অভিধান পরিকীর্ত্তন করিলাম, অতএব মহেন্দ্রের মহান কার্য্যকে অবহেলন করাই হইতেছে, সুতরাং হনুমানপ্রভৃতি শাখামৃগগণ আত্মারাম শ্রীরামের কার্য্য সাধন করিয়া কীর্ত্তিমণ্ডলদ্বারা যে দৌত্যপদবীকে শুক্লীকৃত করিয়াছেন, আমি সেই পদবীকে অমিত্রগণের হস্যরাশিদ্বারা শুভ্রবর্ণ করিতেছি, ফলতঃ আমি আপনাকে প্রকাশ করিয়া দৌত্যকার্য্যের বিঘ্নসম্পাদন করিয়াছি। কিন্তু আমি বুদ্ধিপূর্ব্বক অসদাচরণ করি নাই, তবে সামান্য জনগণ যেমত জানিতেছে, তদ্রূপ জন

সমাজে ব্যক্ত করিবে, অথবা জনগণ কাহাকে বা কি না বলিয়া থাকে, উহারা জনগণের প্রতিপালন পরায়ণ ভগবান নারায়ণকে জনার্দ্দন (জন পীড়ক) ও মহাপ্রলয়কালে নিখিল লয়কারক স্মরহরকে শিব (মঙ্গলজনক) বলিয়া পরিকীর্ত্তন করে। আহা! লজ্জাভরে মদীয় হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, আমার অন্তঃকরণ নির্ম্মল কি সমল তাহা নির্ম্মলধী বিবুধগণ জানিতেছেন, কোন জন লোকমুখে দন্তুরকরকে প্রদান করিবে, অর্থাৎ কোন ব্যক্তিই লোকমুখকে সম্বরণ করিতে সক্ষম হয় না। যাহা হউক আমার চৈতন্য পরিশ্রমকে সফল করিতেছে বটে, কিন্তু বলবান বিধাতা সেই চেতনাকে ক্রমে২ লোপ করিতেছেন, অথবা দৈবাধীন বিনশ্বর বস্তুর প্রতিকার করিতে মহেশ্বরও ঈশ্বর হইতেছেন না।

এইরূপে নিষধনায়ক মহামোহ-তরঙ্গে নিমগ্ন হইয়া পরিতাপ করিতেছেন, এমত সময়ে হংসরাজ কৃপাপরতন্ত্র হইয়া যুবরাজের শোকাপনোদন নিমিত্ত তথায় সমাগত হইল। তখন নৃপবর হংসবরের স্বন শ্রবণ করিয়া ঊর্দ্ধাবলোকন করত কহিলেন, আহা! এই বিপদ সময়ে শোক বিনাশক সেই সুবর্ণপক্ষ হংস নেত্রপথের পথিক হইতেছে, নলরাজা এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে হংস তাঁহাকে কহিল, হে নির্দ্দয়! তোমার এই প্রাণদয়িতা দময়ন্তীকে বৃথা প্রতারণা করিও না, অতঃপর ইনি করাল কাল কবলে কবলিত হইবেন। হে মহারাজ! তুমি সুররাজপ্রভৃতির কার্য্য সাধনার্থ যাতিশয় প্রয়াস করিয়াছ, অতএব সুর সমাজে অপরাধী হইবা না, সাধুগণের মন শুচি কি অশুচি তদ্বিষয়ে অন্তরাত্মাই সাক্ষীভূত হইতেছেন, ফলতঃ তুমি নিরপেক্ষপ্রযুক্ত সহস্রাক্ষ নিকটে অবমানিত হইবা না। হংসরাজ বিদর্ভরাজনন্দিনী সমীপে এই কথা বলিয়া গমন করিলে নিষধরাজ তাহার বাক্যদ্বারা শোক সম্বরণ করিয়া দেবরাজদিগকে মনে২ প্রণামপূর্ব্বক প্রাণপ্রিয়া দময়ন্তীকে কহিলেন। হে জীবিতেশ্বরি! সুরবর্গে অনুরাগার্থ তোমাকে যে কত কদর্থনা (অশ্লীল প্রয়োগ) করিলাম তাহা নিষ্ফল হইল, অর্থাৎ তোমার অনুরাগ সুররাজেও বিরাজিত হইল না, কিন্তু তাঁহারা আমার অকপট সৌজন্য বিবেচনা করিয়া কৃপাপরতন্ত্র হউন বা অপরাধের সমুচিত দণ্ড

বিধান করুন। যাহা হউক যেহেতু আমাকর্ত্তৃক বিরহবেদনা অনুভূত হইতেছে না, অতএব মদীয়া উন্মাদিক্ষুতা ইস্ট সম্পাদিকাই হইতেছে, অর্থাৎ প্রমত্ত জন সুখ বা দুঃখ কিছুই অনুভব করিতে পারে না, সুতরাং যেমন অজ্ঞানবশতঃ পাতক লঘুতাপ্রযুক্ত প্রায়শ্চিত্তেরও লঘুতা হয় তদ্রূপ অজ্ঞানবশতঃ নিজ অভিধান পরিকীর্ত্তন করিয়া দেবেন্দ্র সমীপে আমি যে অপরাধী হইয়াছি, তাহারও অত্যাল্প দণ্ডবিধান হইবে। হে সুন্দরি! সুরবরেরা তোমাতে চেষ্ট-তৎপর হইতেছেন, কিন্তু তুমি আমাকে নিজ কিঙ্কর করিতে অভিলাষিণী হইতেছ, অতএব যাহাতে তোমাকে পশ্চাৎ পরিতাপ করিতে না হয় এমত বিচার করিয়া কার্য্য বিধান কর। হে নলিননেত্রে! আমি উদাসিনের ন্যায় যাহা তোমাকে কহিলাম, তাহা সুরগণের ভয়বশতঃ বা কামবশতঃ নহে, যদ্যপি আমার অঙ্গ বিনাশদ্বারা তোমার হিতসাধন হয় তাহাও প্রেম শোধনার্থ হউক। নল হৃদয়বিলাসিনী ভীমনন্দিনা যেমন বসন্ত ঋতুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দূর. বিকশ্বর পিকস্বরদ্বারা পরিতৃপ্ত হয়েন, তদ্রূপ নলরাজার উক্তিরূপ সূনৃত সুধাসেবনদ্বারা সাতিশয় পরিতৃপ্ত হইলেন। তখন ভীমনন্দিনী বীরসেননন্দনকে বিশেষ অবগত হইয়া মনেং ঘৃণা ও লোকনিন্দা পরিত্যাগ করিলেন, এবং তাঁহার যে মন নলরাজাকে দেবদূত বলিয়া স্থির করিয়াছিল তাহাকে সাতিশয় তিরস্কার করিলেন। অনন্তর তিনি অন্তরবর্ত্তী কুসুমশরকে এই বলিয়া নিন্দা করিলেন যে, রে মনোভব! অশেষ প্রাণির মনই তোমার প্রভব স্থল হইয়াছে, অতএব নিজ জনক মনকে পাতকরাশিতে নিমগ্ন করিয়া তুমি লজ্জামুক্ত হইতেছ না? রে কুলাঙ্গার! তোমাকর্ত্তৃকই সৎপুত্র কথা এককালে কথামাত্র হইল। দময়ন্তী দগ্ধ মদনকে এইরূপ তিরস্কার করত নয়নসলিলে বর্ষাকাল করিয়া রোমহর্ষণচ্ছলে নিজ শরীরকে প্রস্ফুটিত কদম্ব কুসুমরাজিদ্বারা বিকাশিত করিলেন। এবং মনেং করিলেন যে, আমি নলনাম সম্বোধন করত বিলাপ করিতেছি বলিয়াই এই নলরাজা আমাকর্ত্তৃক অবগত বোধে আত্মপ্রকাশ করিলেন। রাজনন্দিনী এইরূপ চিন্তা করত লজ্জারূপ বয়স্যাবলম্বিনা হইয়া দময়নন্দন বীরসেননন্দনের সহিত আলাপ

করিতে সমর্থ হইলেন না, যেহেতু প্রথমতঃ লজ্জাবিহীন হইয়া অভি-মুখাগত যুবরাজের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন, সেই হেতু ত্রপা-ময় মহাহ্রদে নিমগ্ন হইলেন। যখন রাজবালা নিজ সখীর শ্রবণযুগলে মুখমণ্ডল অভিনিবেশ করিয়াও উত্তর বিতরণে কাতর হইলেন, তখন তাঁহার কোন সখী সস্মিতবদনে গুণসদন নলরাজাকে কহিল, হে যুব-রাজ! সম্প্রতি তদীয় হৃদয়ানন্দিনী এই রাজনন্দিনী মৌনাবলম্বিনী হইতে ছেন। হে ভুবনমোহন! ইনি সভামণ্ডলে ভবদীয় কলেবর লিখিত করিয়া ঐ লিখিত পদযুগলকে নয়নসলিলে অভিষিক্ত করত যে কামো-পনিষৎ গান করিয়াছেন তাহা তুমি আমার প্রমুখাৎ শ্রবণ কর। হে রাজন! আমি জানিলাম হংসরাজ ভবৎসমীপে মদীয় বিরহ যন্ত্রণা ব্যক্ত করে নাই, নচেৎ হে চন্দ্রবংশাবতংস! ভবাদৃশ জনে মাদৃশ ক্ষুদ্র জনের বধরূপ নৃশংসতা কদাচই সম্ভব হইতে পারে না। হে নাথ! তুমি আননদ্বারা দ্বিজরাজকে ও কান্তিদ্বারা রতিকান্তকে পরাজয় করি য়াছ বলিয়াই কি তাহারা পরাপরাধে মদীয় বধসাধনে কৃতপ্রতিজ্ঞ হই-য়াছেন, অর্থাৎ তাহা সম্ভব হয় না, অথবা আমি বিবেচনা করি যে, যদ্য-পি তুমি আমার বধে কৃতযত্ন হয়েন তথাপিও তাহা আমার জয়স্বরূপ হইতেছে, কারণ দেবগণেরা আমাকে তদাসক্তচেতা জানিয়া ব্যর্থ সঙ্কল্প হইবেন। হে অসেচনক! সীতকর তোমার আস্যতা লাভ করিবার নি-মিত্ত নিজ কিরণনিকরদ্বারা মদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দগ্ধ করিয়া তদভস্মরাশি দ্বারা লাঞ্ছন মার্জ্জনে বৃথা বাঞ্ছা করিতেছেন, যেহেতু কুলবধূ বধ করিয়া পূর্ব্ববৎ কলঙ্কিত হইবেন। হে প্রাণাধিক! অকরুণ প্রসূনবাণ অশেষ নিদারুণ শরনিকর আমাতে প্রয়োগ করিয়া এককালে শরশূন্য হইয়াছে, এক্ষণে যদ্যপি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কুসুমশরকে শরনিকর বিতরণ কর, তবে ঐ দুরাত্মা তদ্দত্ত শরদ্বারা আমার বধসাধন করিলে আমি তদে কচেতা হইয়া প্রাণধন বিসর্জ্জনপূর্ব্বক তোমার স্বারূপ্য লাভ করিয়া ঐ পামর অমরকে হলের ন্যায় পরাজয় করিব, অর্থাৎ শাস্ত্রে ব্যক্ত আছে যে, প্রাণিগণ নিধনকালে যেরূপ ভাবনা করত জীবন পরিহার করেন জন্মান্তরে সেইরূপ প্রাপ্ত হয়েন, সুতরাং আমিও তাহা লাভ করিব।

হে গুণনিধান! যদ্যপি অশেষ শ্রুতি সুরগণের গুণ গায়নী হইতেছেন বটে, কিন্তু ভবচ্চরণ লীন এই অবলার তাহাদ্বারা কি ক্ষতি হইল? যেমন কমলিনীপতি সলিলাবগাহি জনকর্ত্তৃক বন্দিত হইলে কুমুদ্বতী কি প্রমোদবতী হয়েন, অর্থাৎ কদাপি তাহার প্রফুল্লতা হয় না, ফলতঃ হে আর্য্য! আমি তোমার শ্রীচরণে মন ও প্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক অমরগণের গুণগণকে জঘন্যরূপে গণ্য করিতেছি। হে চন্দ্রাস্য! তুমি আমাতে ঔদাস্য প্রকাশ করিলে তোমার প্রত্যক্ষেই এই অলক্ষ্য প্রাণের ক্ষয় সাধন করিব। হে মহারাজ! অস্ত্রধারী রাজন্যগণের যাচক প্রতি এই অসামান্য ব্রত হইয়াছে যে, তাঁহারা শরণাগতকে প্রাণপণে সুরপতি হইতেও পরিত্রাণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তুমি আমাকে প্রসূনশরের শরনিকরহইতে পরিত্রাণ না করিয়া ক্ষতব্রত হইতেছ। হে ধর্ম্মজ্ঞ! বিবেচনা করি তুমি বিশেষ মর্ম্মাবগত না হইয়াই অমর গৌরববশতঃ মদীয় হননোদ্যত দগ্ধ মদনকে উপেক্ষা করিতেছ, কিন্তু হে নাথ! ঐ অকারণ ক্লেশদায়ককে চণ্ডাল বলিয়া অবগত হও। হে নীতিজ্ঞ! যেমন হুতাশন প্রথমতঃ তৃণরাশিতে উদ্দীপ্ত হইয়া ক্রমশঃ করীষ (শুষ্ক গোময়) পলাশিরাশি ও নগরপ্রভৃতিকে দগ্ধ করেন, তদ্রূপ তেজস্বিগণ অগ্রে ক্ষুদ্র শত্রুর বধসাধন করিয়া নিজ তেজ প্রোজ্জ্বলিত করিয়া ক্রমশ বীর্য্যবান পরিপন্থিকে পরাজিত করেন, ফলতঃ হে মহারাজ! এই সবাণ ফুলবাণকে দুর্ব্বলবোধে উপেক্ষা করিও না। যাহা হউক আমি স্বয়ম্বরা হইয়া তোমাকে পতিত্বে বরণ করিলে তুমি সুরসমাজে অপরাধীও হইবা না, পরন্তু তাঁহারা অশ্বমেধাদি ক্রিয়াকলাপদ্বারা পরিতৃপ্ত হইলে মৌখিক লজ্জাবশতঃ ভবৎসমীপে এতদ্বিষয়িকা প্রস্তাবনাই করিবেন না। বরঞ্চ উক্ত সুরবরেরা স্বয়ম্বরস্থলে সমাগত হউন আমি তথায় তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া তোমাকে পতিত্বে বরণ করিব, আর সুরগণ সর্ব্বদাই কৃপাপরতন্ত্র হইতেছেন, তাঁহারা দগ্ধ মদন ও তোমার ন্যায় কৃপাবিহীন নহেন। হে যুবরাজ! আমাদিগের এই সখী দময়ন্তী ক্ষিতিতলে লিখিত ভবদীয় কলেবর অবলোকন করিলে মনোজ ও লজ্জা উভয়ে মিলিত হইয়া ইহাকে মধুসারবাহিনী তরঙ্গিনীরূপে প্রকটিত

করাইতেছে, যেহেতু ইহাতে প্রতিশব্দোচ্চারণ সময়ে মৌনময় অন্তরীপ প্রকাশ পাইতেছে, ফলতঃ রাজনন্দিনী কখন কামবশে প্রমত্ত হইয়া মুখরতা প্রকাশ করিতেছেন, কখন বা লজ্জাভয়ে মৌনাবলম্বন করিতেছেন। যাহা হউক সাধুগণ বিষম কুসুমশরকে নির্দ্দয় চণ্ডালবোধে স্পর্শ বা দর্শনও করেন না, এবং তুমি উহাকে পরাভব করিয়াছ বলিয়াই ঐ পামর অমর ছিন্নাঙ্গুলি হইয়া অনঙ্গ বলিয়া প্রতীত হইতেছে, কিন্তু দুরাত্মা পরাজিত হইয়াও বসন্তের সহিত নিতান্ত মিত্রতা করিয়া বনে২ ভ্রমণ করত শরনিকরদ্বারা তোমার প্রিয়তমার প্রাণ হরণ করিতেছে, হে যশস্বিন! এক্ষণে সর্বাব্ধ নিবন্ধন কীর্ত্তিমণ্ডলদ্বারা দশ দিঙ্মণ্ডলকে পরিপূর্ণ কর। নলরাজা এইরূপ বচনরাজি শ্রবণে শ্রবণপূর্ব্বক লজ্জাভরে নতমৌলি হইলেন, এবং রাজদুহিতাকর্তৃক অভিহিত সুরসমাজের সহিত রাজসমাজ গমন অঙ্গীকার করিয়া তথায় গমন করিলেন। তখন নলিননয়না নলপ্রাণা পরদিনে নললাভে সমুৎসুকা হইয়া আনন্দ বাষ্পধারা কপোলদেশকে প্রবাহিত করিলেন, এবং যখন তিনি বিরহাকুল হইয়া চতুর্যামা যামিনীকে নির্যাপিত করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন বিধাতা কৃপাপরতন্ত্র হইয়া নিখিল যামিনীকে ত্রিযামা করিয়াছেন বলিয়াই অদ্যাপিও যামিনী ত্রিযামা নামে বিখ্যাত হইতেছে। অনন্তর বীরসেননন্দন বিদর্ভরাজনন্দিনীর সমাদিষ্ট বাক্য সেই সর্ব্বজ্ঞ বাসবপ্রভৃতিকে নিরানন্দ চিত্তে কহিয়া তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে রাজসভায় সমাগত হইলেন।

ইতি নবম সর্গ।

দশম সর্গ।

অনন্তর সৎকুল সম্ভূত রাজকুমারগণ স্বয়ম্বর স্থলীতে সমাগত হইলেন যাঁহারা শাস্ত্র ও শস্ত্রের পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদিগের শরীর শোভা কুসুমশরের শরীরনিকরের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, এবং

যাঁহারা তনুকান্তিদ্বারা যক্ষরাজকে পরাজয় করিয়াছেন। সেই সকল রাজব্রজ যুগপৎ সমাগত হইলে স্মর সায়কের অলক্ষ্য স্থলী এককালে অলক্ষ্য হইল, এবং স্বয়ম্বরস্থলে প্রস্থান করে নাই এমত কোন সৎকুল জাত রাজকুমারই ছিল না, অধিক কি বলিব পৃথিবীর এক কণাও পাদবী শূন্য ছিল না। তৎকালে দিক সকল নিজ শরীরমাত্রই অবশিষ্ট ছিল, যেহেতু কুলশীল সম্পন্ন নিখিল মহীপাল সকল বৈদর্ভী বিবাহার্থ কুল-শীল বিহীন বীরবরেরা বলপ্রকাশ করিয়া রাজতনয়া হরণার্থ, অপর ব্যক্তিগণ মহোৎসব দর্শনার্থ, এবং অন্য জনেরা তাহাদিগের অনুরোধাগ তথায় গমন করিয়াছিল। অশেষ দিক সম্ভূত প্রাণিগণ অবনিশ্রীস্বরূপ ভীমভূপতনয়ার লাভেচ্ছু হইয়া তথায় গমন করিলে নিখিল দিঙমণ্ডলী আত্মবর্ত্তি তত্তৎ প্রাণিগণের প্রগাঢ়াবস্থান নিমিত্ত সম্ভূত নিজ যন্ত্রণার বিশ্রাম লাভ করিলেন। রাজপথ রাজন্যগণের বহুল বলদ্বারা এমত বিরল হইয়াছিল যে, তদ্বর্ত্তি ভূতলে তিলকণারও অবকাশ স্থল রহিল না, যে রাজা অগ্রসর হইয়াছিলেন তিনিই বৈদর্ভীকে লব্ধের ন্যায় বোধ করিলেন। পৃষ্ঠদেশস্থ ভূপতিগণকর্ত্তৃক পুরঃসরীকৃত কোন মধ্যস্থল-বর্ত্তী ভূপতি পুরোবর্ত্তি নৃপতিগণকর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ নম্র হইয়া যন্ত্রস্থ সিদ্ধার্থ (শ্বেত সর্ষপ) পদের অভিষেক লাভ করিয়াও আপনাকে অসি-দ্ধার্থ (অকৃতকার্য্য) বোধ করিলেন, ফলতঃ ঐ রাজা উভয় রাজার মধ্য-বর্ত্তী হইয়া প্রাণরক্ষায় সংশয়াপন্ন হইলেন। তৎকালে যে মহীপাল-গণেরা আনুপূর্ব্বিক গমনপ্রযুক্ত বিলম্বাবলম্বন করিয়াছিলেন, বিদর্ভ পুরন্দরের পুরোবর্ত্তিনী পতাকাশ্রেণী নিজাঞ্চলরূপ কর সঞ্চালনদ্বারা তাঁহাদিগের আহ্বান সঙ্কেত করিয়াছিল। কুণ্ডিনগামী রাজগণের যে প্রশস্ত গতিশীল গৌর তুরঙ্গমকুল বিচিত্র কম্বলশালী করিবলকে আক-র্ষণ করিয়াছিল, অশ্বতরেরা (খচ্চর) তাহার অনুগমন করিল, ফলতঃ অশ্বগণ করিসৈন্যের অগ্রসর হইয়া থাকে, এবং বাসুকির যে কর্কোটক নামক ভুজঙ্গ কম্বল নামক ভুজঙ্গের সমভিব্যাহারে ভুজঙ্গসৈন্যকে সমা-কৃষ্ট করিলেন, অশ্বতর নামক ভুজঙ্গ তাহারই অনুগত হইল। জন সমাগমের বর্ণনা বর্ণদ্বারাও সুকঠিন, অধিক কি বলিব দিকরূপা অঙ্গনায়

মুখপ্রভা গমনশীল নিখিল মহীপালকুলের বল চরণোৎপন্ন ধূলিপটল-দ্বারা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যেন জনসমাজে পতিত্যাগ দশার অনুরূপ রূপ সুব্যক্ত রূপে প্রকটিত করিতেছে। তখন সুররাজ ধর্মরাজ সলিল-রাজ ও কৃশানু এই দিকপাল চতুষ্টয় ভীমতনয়াকর্তৃক সৌন্দর্য্যাদি গুণ রূপ নিবিড় গুণদ্বারা সমাকৃষ্ট হইয়া তদীয় পাণিপীড়নরূপ মহোৎসবে সমাগত হইলেন। আহা! বিদর্ভ পুরন্দরের পুরবর্ত্তিনী প্রতিকক্ষা পুরো-হিতকর্তৃক বদ্ধরক্ষা হইয়াছিল বলিয়াই রাক্ষসগণ তথায় প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় নাই, তাহাতে পুনরায় পরম শক্র ইন্দ্রাদি দিগীশবৃন্দেরা তন্মন্দির প্রবেশে সচেষ্ট হইতেছেন, সুতরাং জাতুধানগণের রাজভবনে প্রবেশের সম্ভাবনাও বিড়ম্বনাস্বরূপ হইল। এবং মৃগবাহন গন্ধবহ রাজতনয়ার নয়নসরোজকর্তৃক পরাজিত নিজ বাহন মৃগকে তদভিমুখীন করিতে না পারায় সুতরাং রাজসুতার করগ্রহণার্থ তথায় গমন করিতে শক্ত হইলেন না। আর কুসুমসায়ক একমাত্র সৌন্দর্য গুণে বিখ্যাত, জাতিতে কি ধনে কি গুণে বিখ্যাত নহে, সুতরাং তিনিও স্বয়ম্বর গমনে বিরত হইলেন। যক্ষরাজ কুবের (কুৎসিত শরীর) নিজ স্বচ্ছ কৈলাসপর্ব্বতে নিজ কুৎসিত কলেবর নিরীক্ষণ করায় রাজতনয়াকে লক্ষ্য করিয়া গমন করিলেন না। অধিক কি বলিব যেহেতু অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী গিরিবরনন্দিনী সদানন্দের বিদর্ভরাজনন্দিনার করগ্রহণ অসহ্য বোধে তদীয় কুণ্ডিনপুর গমনের প্রতিবন্ধিকা হইয়াছিলেন, এই হেতু তিনি তথায় গমন করিতে সমর্থ হইলেন না, ফলতঃ দ্বিধা বিভক্ত কলেবরের একতরের গমন বিরহে উভয়ই গতিশক্তি বিহীন হইয়া থাকেন। আহা! অধো দিগীশ্বর অহিবর অনন্ত এই সর্ব্বংসহা বসুন্ধরার ভার গ্রহণের যোগ্যপাত্র না পাইয়াই দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে সঙ্গত হইতে পারিলেন না। এবং ঊর্দ্ধ দিকপতি পিতামহ ব্রহ্মা অশেষ ধর্ম্মশাস্ত্র অবলোকন করিয়াছেন বলিয়াই ধর্ম্মবিরুদ্ধ প্রজা পাণিপীড়নে পরাঙ্মুখ হইলেন, অথবা পিতামহের সহিত পাণিপীড়ন কোন প্রদেশে দৃষ্ট বা শ্রুতও হয় নাই। অনন্তর সুরপতিপ্রভৃতি দিকপতি চতুষ্টয় নিজ দূতী প্রমুখাৎ দময়ন্তীকর্তৃক নিরাসিত আপনাদিগকে অবগত হইয়া নিজ

প্রফুল্ল মুখসরোজ ও মানসের মালিন্য বিস্তার করত রাজসভায় সমাগত হইলেন। আহা! সুরগণের দময়ন্তী প্রাপ্তি বিষয়িকা অশেষ প্রত্যাশা প্রায়ই নষ্ট হইয়া গেল, অবশিষ্ট দুরাশয় আশ্বাসিত হইয়া দময়ন্তী নল ভ্রমে বরণ করিবেন বলিয়া উঁহারা অলীক নলরূপ ধারণ করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা প্রসন্নাতিশয্য বিধান করিয়া নলরূপ হওত পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে ভ্রাতঃ! আমি অবিকল নলরূপ ধারণ করিয়াছি কি না? তাহাতে পরস্পর পরস্পরের কলেবর অবলোকন করত নূতনত্ব রূপ অদ্বৈত (অভেদ) সিদ্ধিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু স্বাভাবিক অপেক্ষা কৃত্রিম পদার্থ যে কোন অংশে প্রভিন্ন হইয়াই থাকে সুতরাং সুরগণেরা সম্যকরূপ নলরূপ হইতে পারিলেন না। আহা! দিকপালগণ নলাস্যের সাম্যলাভেচ্ছু হইয়া কখন পূর্ণ শশধরকে কখন বা প্রফুল্ল কমলকে আনন করিলেন বটে, কিন্তু মুকুরে প্রতিবিম্বিত নিজ বদন বারম্বার অবলোকন করিয়া মলিন হইলেন। কি আশ্চর্য্য! তাঁহারা নলাননদ্বারা নলানন শোভা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না ও তাঁহারা নহিমুখ (অনলানন) বলিয়া অনলাননত্বরূপ পুনরুক্তি দোষও খণ্ডন করিতে শক্ত হইলেন না। তথাপি সুররাজ প্রভৃতি দিকপতিগণ পরম সুন্দর পুরুরবা সুধাকর ও কুসুমশরের সার গ্রহণ করিয়া নলরূপ কল্পনা করিলেন। বোধ করি বিধাতা সকল ভূপালকুলকে আহ্বানপূর্ব্বক ইহাই কহিলেন যে, দেবগণের সহিত নলরাজার এত তারতম্য ইহা দময়ন্তী অবলোকন করুন, এই বলিয়া বলবান দিকপালগণকে আস্ফালনান্বিত করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা নলরাজার মহিমা ব্যক্ত করিলেন। অনন্তর যেমন পারিজাততরু শ্রীকৃষ্ণাঙ্গনা সত্যভামার ভবনাঙ্গনে সঙ্গত হইলে অমরভবন অপর অমরদ্রুম চতুষ্টয়দ্বারা পরিশোভিত হয় নাই, তদ্রূপ প্রকৃত নলবিহীন সেই সভাকুট্টিম দিব্যাভরণ বিভূষিত নলরূপধারী সুর চতুষ্টয়দ্বারা সুশোভিত হইল না। ইত্যবসরে যাহার কায়ের ভবানীপতির ভস্মরাশিদ্বারা গৌরবর্ণ হইয়াছে, যিনি ফণীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক প্রণিপত্যমান হইয়াছেন, যাহাকে অনুজীবিগণ প্রসন্ন হও এই বাক্য প্রয়োগ করিতেছে, সেই নাগরাজ বাসুকি তথায় আগমন করি

লেন। এইরূপে দ্বীপ ও উপদ্বীপহইতে নাকপাল ও মর্ত্তীপালগণেরা বিদর্ব্বরাজ ভবনে উপস্থিত হইলে বোধ হইল যেন তৎকালে সকল যুবাই কুসুমশরের শরপাকস্থ পবনের তুললীলাস্বরূপ হইল, অর্থাৎ যেমন প্রবল পবন লঘুভারাপন্ন তুলরাশিকে উড্ডীয়মান করিয়া স্থানান্তরে প্রেরণ করে, তদ্রূপ কামশর লঘুচেতা সকল মর্ত্তীপালকে তথায় সমানীত করিল। অনন্তর বিদর্ব্বরাজ রম্য, হর্ম্ম্য, সপর্য্যা, প্রিয়বাক্য দান ও নম্রতাদিদ্বারা ভূপালগণের তৃপ্তিসাধন করিলেন। তৎকালে নৃপমণ্ডলী সসৈন্য পরিবারগণে পরিবৃত হইয়া কুণ্ডিনপুরে সমাগত হইলে তাঁহাদিগের জলনিধি চতুষ্টয় পরিবেষ্টিত অবরোধ একত্র কান্তিরূপা প্রিয়দারা অনস্থিতি করিতে লাগিল, এবং উদারতা, দাক্ষিণ্য, দয়া ও ইন্দ্রিয় সংযম সেই পরিত্যক্ত পুরের রক্ষক হইল। কুণ্ডিন পুরের সভাকুট্টিমের পারিপাট্য বাক্য ও চিত্রদ্বারা প্রকটিত করা অসাধ্য, যে সভায় অভ্যাগত রাজমণ্ডলী বিদর্ব্বরাজের অপ্রত্যক্ষ জন সমূহও জ্ঞানেন্দ্র হইয়া কিঞ্চিন্মাত্র বিশেষ অবগত হইতে পারেন নাই। অধিক কি বলিব যেমন অগস্ত্যঋষির করতলে জলধি ও ভূত ভাবন ভগবান নারায়ণের জঠরস্থলে চতুর্দ্দশ ভুবন অবিরলে বসতি করিয়াছিল, তদ্রূপ জগতীমণ্ডলের রাজমণ্ডলী একত্র মিলিত হইয়াও কুণ্ডিনপতির সভামণ্ডলে অবিরলরূপে বসতি করিলেন। সেই স্বয়ম্বররূপ মহোৎসবে বিদর্ব্বনগরের নিখিল পুরপানবী এবং দ্বারসকল বিচিত্রীকৃত হইল, অধিক কি বলিব স্বয়ম্বরাগত মহীপালগণের আভরণ প্রভাদ্বারা তত্রস্থ নভোবিভাগও চিত্র বিচিত্র হইয়াছিল। আহা! নৃপতিগণের পরিচারকবর্গে রাজবৎ বিলাস বৈদগ্ধ্য এবং বিভূষণ বিদ্যমান থাকায় সভাস্থ মহিলা বালক ও বালিকা ইহার নায়ক জ্ঞানে সমুৎসুক হইয়া কোন জন নায়ক তাহা স্থির করিতে সমর্থ হইল না। তথায় নৃপমণ্ড চামর ব্যজনদ্বারা অস্বিন্ন কলেবর ও বিচিত্র বস্ত্র বিন্যাসে নেত্রাংশ নিমিত্ত নির্নিমেষ নেত্র হওয়ায় এবং বিপুল আতপত্রদ্বারা তদংশ মল্লীমালা অম্লান হওয়ায় সুতরাং অমরসমাজে ও রাজসমাজে পরস্পর প্রভেদ ভজনা করিলেন না। এবং অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ দ্রাবিড়

উড্রপ্রভৃতি নানা জনপদ সমাগত রাজগণ নিজ২ ভাষা পরিত্যাগপূর্ব্বক সকল সাধারণের বুদ্ধিগম্য সুললিত সংস্কৃতভাষা অবলম্বন করিয়া কথোপকথন করিলে সুতরাং তত্রত্য পুরবাসিগণ সুরগণ ও রাজগণে প্রভেদ করিতে সমর্থ হইল না। তদানীং নরবরগণ চিত্র লিখিত রাজকুমারীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবলোকন করত পরম সুখে কেবল দিনাতিপাত করিলেন এমত নহে, যামিনীতেও সেই কামিনীর লিখিত কলেবর স্বপ্নগোচর করত তৎসহ কেলিকলাপদ্বারা নিশাকালকে নিমেষের ন্যায় অতিবাহিত করিলেন। হায়! রাজনন্দিনী স্বয়ম্বরের পূর্ব্ব দিবানিশিতে প্রসুপ্ত রাজগণের হৃদয়মন্দিরে বিরাজমান হইয়া যেহেতু তাঁহাদিগকে নিজ অঙ্গ বিষয়ক বিভ্রম কটাক্ষাদি বিতরণ করিয়াছিলেন, অতএব তিনি সতী হইয়াও বদান্যতা প্রযুক্ত নৃপমণ্ডলের কামনা পূর্ণ করায় অধর্ম্ম সম্পন্ন হয়েন নাই। অনন্তর স্বয়ম্বর দিবসে শৃঙ্গারভঙ্গ নিপুণ বারাঙ্গনাগণ্য রাজকুমারগণ বিদর্ভরাজের নিদেশবর্ত্তিকন্যুক সমাহূত হইয়া স্বপ্রভায় ভুবনকে প্রভাসিত করিলেন।

তৎকালে বিবুধরাজ যে নিষধরাজকে নিরীক্ষণ করত সর্ব্বালঙ্কার ভূষিত কুসুমশরকেও সামান্য জ্ঞান করিয়াছিলেন, সেই নলরাজাও নিজ শরীর শোভাদ্বারা সভামণ্ডলকে পরিশোভিত করিলেন। আহা! অঙ্গরাগধারী নিষধরাজ চন্দ্র সভা কুমুদিনীকে চুম্বন করিলে শত্রুকুলরূপ নক্ষত্রকুলের কান্তি তত্রস্থ জনগণের নয়নপদবী উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক এককালে করাল কাল কবলে নিপতিত হইলে নক্ষত্রকুল বিপদাকুল হয়, তদ্রূপ রাজমণ্ডল নলরাজাকে অবলোকন করিয়া অভীষ্ট লাভের নিরোধে ব্যাকুল হইল। এবং তদীয় দৃষ্টিনিকর বিস্ময়বশতঃ উৎকণ্ঠিত হইয়া ও ভ্রুকুটিবদ্ধ কটাক্ষ নিতান্ত ক্রোধে কলুষিত হইয়া নিষধনাথে তৎক্ষণাৎ নিপতিত হইল। রাজমণ্ডলী স্তুতিচ্ছলে নলরাজাকে এই বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল যে হাঁ এই যে ভূমণ্ডলে চন্দ্রমণ্ডল উদয় পাইতেছে, অদ্বিতীয় রতিপতি কি ভূপতিরূপ ধারণ করিয়াছেন, অথবা অশ্বিনীকুমার এই রাজকুমাররূপে প্রকটিত হইতেছেন। তন্মধ্যে কতিপয় নিকৃষ্ট রাজগণ অলীক নলরূপধারী বিবুধ চতুষ্টয়কে দৃষ্ট করিয়া

পরস্পর কহিল যে, সভামণ্ডলীতে ঈদৃশ কত২ নলাবলি বিলোকিত হইতেছে, অতএব উহাকে লক্ষ্য করায় প্রয়োজন নাই. আহা। পরশ্রী কাতর জনেরা পরকর্ত্তৃক পরাভূত হইলে পরাজয়কর্ত্তাকে অপর হইতে নিকৃষ্টবোধে ঔদাস্য ধারণ করে। আর পরশ্রী কাতর জনগণের কি পাতক ভয়ও নাই? কেননা কোন মান্যজন অনির্ব্বচনীয় গুণগণদ্বারা জনসমাজে অগ্রগণ্য হইলে তাহাতে যে দোষান্তরারোপ করা তাহাকে খলতা বলিতে হইবেক. অতএব সভা সমুজ্জ্বলকারী ও দোষলেশ শূন্য নলরাজাকে নর বলিয়া দোষারোপ করিয়া সুরবর্গেরা কি পাতকী হইবেন না। অনন্তর সেই সত্য নল সমীপবর্ত্তি অলীক নলাভূত দিক্‌পালদিগকে লক্ষ্য করত কহিলেন. ইহারা কি ইলাগর্ভ-সম্ভূত পুরূরবা, কি কন্দর্প কিম্বা অশ্বিনীকুমার হইবেন। তখন ইন্দ্রাদি প্রভৃতি দিকপাল চতুষ্টয় নলবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন. হে তর্কবিদ্যা বিশারদ। আমাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিই ইলাগর্ভ সম্ভূত পুরূরবা বা কন্দর্প অথবা অশ্বিনীকুমার নহে। হে ধীমন! তোমাকর্ত্তৃক বিতর্কিত জনগণের অতিরিক্ত কাম পরাজয়কারী বলিয়া আমাদিগকে কল্পনা কর. আমরা এই জনসমাজে বৈদর্ভী ভ্রমণ করত যদ্যপি আমাদিগকে পতিরূপে বরণ করেন. এই আশায় আশ্বাসিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছি। হায়! আমরা এই জনসমাজে তদীয় রূপের অনুরূপ রূপ ধারণ করত বিমুগ্ধ হইতেছি, অতএব আমাদিগের আশাপতিত্ব (দিকপতিত্ব) এবং বিধুত্বকে ধিক থাকুক, ফলতঃ আশ্বাস পতিত জনে ধিক থাকাই সমুচিত। অনন্তর নলরাজা সুরবরদিগের তাদৃশ বচন বিন্যাস শ্রবণপূর্ব্বক তাহাতে অবহেলন করিলেন, যেহেতু প্রারব্ধ লাভে সমুৎসুক জনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই বিবেচনা থাকে না। অথবা নলরাজার দেববাক্যে অবজ্ঞা করাই বিধেয়, কারণ যিনি যাহার সহিত স্পর্দ্ধা করত নিজ ঔৎকর্ষ বাসনা করেন, তিনি সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর উন্নতিসাধকই হয়েন, কেননা নিজাননদ্বারা নিজ পরাজয় ব্যক্তকারীকে কোন ব্যক্তিই বা বহুল অবহেলন না করিয়া থাকে, ফলতঃ যখন সুরগণ সেই নরবর নলের অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়াছেন, তখনই তাঁহারা নল নিকটে পরাভূত

হইয়াছেন। ইত্যবসরে যাঁহার প্রশস্ত কীর্ত্তি বীণাপাণি বাণী সঙ্গীত করিতেছেন, যাঁহার পীতাম্বর অম্বরবর্ত্তী সবিদ্যুৎ শ্যামল মেঘের শোভা ধারণ করিতেছে, সেই পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণ অম্বরস্থ হইয়া স্বয়ং সভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যিনি লিঙ্গরূপী স্ফুট ভগবান ভগবান ভবানীপতিকে দৃষ্ট না করিয়াও কেতকীপুষ্পকে কূটসাক্ষী করিয়াছিলেন, সেই চতুর্ম্মুখ বিধাতা বিদর্ভসভা দর্শনেচ্ছু হইয়া অষ্ট দিকে অষ্ট দৃষ্টি প্রেরিত করিলেন। অতঃপর দ্বাদশাত্মা দিবাকর এক আত্মাকে উদয়াচলে নিক্ষেপপূর্ব্বক দ্বিতীয় আত্মাকে ভগবান নারায়ণের দক্ষিণনেত্রে নিক্ষেপ করত অবশিষ্ট দশাত্মা দ্বারা লোকপূর্ণ দশ দিক অবলোকন করিলেন। তখন যামিনীকান্ত হরভবন সুমেরুকে অনবরত পরিভ্রমণ করত শ্রীকৃষ্ণের বাম দৃষ্টিরূপ মহিমায় সভা দৃষ্ট করায় সুতরাং সভার স্বয়ং দর্শন জন্য সন্তাপিত হইলেন না, অর্থাৎ পাঠকের শ্রীকৃষ্ণ অম্বরস্থ হইয়া সভা দর্শন করিতেছেন বলিয়াই তাঁহার বামনয়নরূপী চন্দ্রের সভা দর্শন সুসিদ্ধ হইতেছে। তৎকালে অপ্সরাকুল রসে সমাকুল হইয়া রসবিলাসী নরকুলের সম্মুখে অবলোকন করত সেই জনতাসমুদ্রে নিজাননরূপ পদ্মকানন বিস্তার করিল। সভায় জন সমাগমের কথা কি বলিব, সেই সভা লক্ষ যক্ষগণ কি অক্ষি লক্ষ্য করেন নাই, সিদ্ধগণ কি তথায় অবস্থিতি করেন নাই, কিন্নরেরা অনুরাগবশতঃ তাহাতে কি বিরাজমান হয়েন নাই, কিম্বা মহর্ষিগণ সহর্ষে তাহা কি সন্দর্শন করেন নাই, অর্থাৎ সকলেই পরমানন্দ চিত্তে বিদর্ভরাজ সভায় বিরাজমান হইয়াছিলেন। অধিক কি বলিব যাঁহার অনেক শাখাসম্পন্ন বেদরূপ শাখিসমূহশালী কণ্ঠপথদ্বারা দৈবীবাণী দেবভবনহইতে ক্রমতঃ অনায়াসে মর্ত্যলোকে সমাগত হইয়াছেন, সেই মহর্ষি বাল্মীকি বিদর্ভরাজ সভাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিকীর্ত্তন করিয়াছেন। এবং যাঁহার রসনা বীণাপাণি বাণীর বসতিস্থলী হইয়াছে, সেই চার্ব্বাকতা ([illegible]কতা) দ্বারা সর্ব্ব বিদূষক সুরগুরু বৃহস্পতিও উক্ত চার্ব্বীসভাকে প্রশংসা করিয়াছেন। যিনি অসুরগণের নীতিমার্গ প্রদর্শক হইয়াছেন, সেই মহাকবি কাব্য সুশ্রাব্য কাব্যরসদ্বারা সেই সভাকে এইরূপ বর্ণনা

করিয়াছেন যে, ভীমভূপতি এই সকল নৃপমণ্ডলকে একত্র মিলিত করিতে পারিতেন না, এবং দময়ন্তীও সৌন্দর্য্যাদি গুণরূপ গুণদ্বারা এই অশেষ গুণাকর রাজন্যবর্গকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না বোধ করি বিধাতাই নিখিল ভূপালকুলকে একত্র মিলিত করিয়া নিজ শিল্প সর্ব্বস্ব সাধারণকে অবলোকন করাইয়াছেন। অথবা বিবেচনা হয় পুরাকালে ত্রিপুরারি পঞ্চশরকে একাকি পাইয়া পঞ্চত্ব পাওয়াইয়াছিলেন বলিয়াই সেই পঞ্চশর ভূতভাবন ভবানীপতির ভয়ে সমাকুল হইয়া মানবদেহধারী এই নৃপতিকুলরূপে প্রকাশমান হইতেছেন। কিম্বা বোধ হয় বিধাতা প্রতিমাসে অখণ্ড চন্দ্রমণ্ডলকে খণ্ড২ করিয়া যে সংস্থাপন করেন, সেই বহুলকাল সংস্থাপিত ইন্দুখণ্ডদ্বারা শিল্প বিশারদ বিধাতা এই বিবিধ ধরাপতিমণ্ডলের অসামান্য রূপ লাবণ্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আহা। এই নৃপতিগণ নিজ মস্তকে অকারণ রত্ন ধারণ করিতেছেন, যেহেতু উঁহারাই স্বয়ং রত্নভূত হইয়াছেন, ফলতঃ যেমন পরম তত্ত্বজ্ঞান ভাগ্যবশতঃ স্বতঃ প্রকাশিত হইলে প্রবোধ বাক্য প্রায়ে জনশূন্য হয়, তদ্রূপ মনুজরত্ন মনুজপতিবর্গের রত্ন ধারণ নিষ্প্রয়োজন হইতেছে। অধিক কি বলিব যদ্যপি অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রমোদযুক্ত হইয়া এই সুন্দরবৃন্দে প্রবেশ করেন, তথাপি বর্ষ সহস্রেও ইহাদিগে পরস্পর লক্ষ্য করিতে শক্ত হয়েন না। যাহা হউক যেকালে এ অগণ্য বিদগ্ধ রাজন্যগণ বিদ্যমান রহিয়াছেন, তখন দুর্বিদগ্ধ মদন দগ্ধ হইলেই বা জগতীমণ্ডলের কি হানি আছে? কেননা পরিপূর্ণ পয়োনিধির এক বিন্দু সলিল ক্ষয় হইলে কোন ব্যক্তি তাহাকে শোষণ নিমিত্তক দোষে কলুষিত করিয়া থাকে। এইরূপ স্তব তৎপর অমরগুঞ্জন বাক্যে গন্ধর্ব্ববর্গ সঙ্গীতকালেই হুঙ্কার স্বরদ্বারা এবং মহর্ষিগণ বেদপাঠকালে ওঁকারোচ্চারদ্বারা* সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

এমত সময়ে বিদর্ভরাজ সভাগত রাজসিংহদিগকে রাজসিংহাসনে উপবেশন করাইলে যেমন সুমেরুশৃঙ্গে অধ্যাসীন সুরগণ দেদীপ্যমান হয়েন, তদ্রূপ ঐ রাজসিংহেরা সিংহাসনস্থ হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগি

* ওঁঙ্কার শব্দে অঙ্গীকারকে কহে।

লেন। অনন্তর বিদর্ভ পুরন্দর নানা ভুবন সমাগত অবনিপালবর্গকে অবলোকন করিয়া মনেং চিন্তা করিলেন যে, দময়ন্তী সমীপে ইহাদিগের গোত্র ও চরিত্র কোন মর্ত্যলোক ব্যক্ত করিতে সক্ষম হইবে। ভীমরাজ এইরূপ চিন্তায় নিতান্ত বিপদাকুল হইয়া নিজ কুলদেবতা কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে অনন্যমনে ক্ষণকাল স্মরণপদের পথিক করিলেন। তখন শ্রদ্ধালু জনের সঙ্কল্পিত কল্পনার কল্পদ্রুমস্বরূপ, দয়াসিন্ধু দীনবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ ভীম ভূপতির স্মরণানন্তরই সরস্বতীকে মধুর বচনে কহিলেন, হে বাণী। ভীমনন্দিনীর স্বয়ম্বরে তোমাকে নৃপগণের গোত্র চরিত্র ও নাম পরিবর্ত্তনে অনুমতি করিলাম। যেহেতু ত্রিভুবনত্রয় সমাগত এই যুবক রাজগণের কুল শীল ও বল সকলই অবগত হইতেছ, অতএব তুমি সত্বর রাজসভায় নিজ বক্তৃতা প্রকাশ কর। তোমার মৌনাবলম্বন করিবার সময় নহে। হে বাগ্দেবি, তথায় সঙ্গত হইয়া রাজমণ্ডলীর গুণ কীর্ত্তনচ্ছলে নিজ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া পাণ্ডিতমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত কর। তখন বাবদূকা বাণী শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া তদীয় অনুজ্ঞারূপ প্রসাদকে নিজ মস্তকোপরি সমাদরে ধারণপূর্ব্বক শ্রীচরণ হইতে সুরগণের কিরীট দৃষ্টার্শিষ্টধূলি ধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি বালিকারূপ ধারণ করিয়া বিদর্ভ রাজসভায় অবতীর্ণ হইলেন, তাঁহার অনুপম রূপ লাকপালকে অতিক্রম করিয়াছে। গান্ধর্ব্ববিদ্যা (সঙ্গীতবিদ্যা) তাঁহার কণ্ঠদেশ, বেদত্রয় ত্রিবলি ও সামবেদোক্ত লক্ষ্মীবালি নয়ন তরঙ্গ হইয়াছে। ত্রিবলিরূপ বেদত্রয় হইতে বিনিঃসৃত ও অভিচার কর্ম্ম নিবন্ধন অসিতবর্ণ অথর্ব্ববেদ, তদীয় উদরবর্ত্তিনী রোম রেখারূপে প্রকটিত হইতেছে। সাক্ষাৎ শিক্ষা (বেদাঙ্গ) আচার, কল্পশ্রী আভরণ ও নিরুক্তিবিদ্যা বচনভঙ্গি হইয়াছে। জ্যোতিঃ ও বৃত্তদ্বারা প্রভেদযুক্ত ছন্দ সকল তাঁহার ভুজদ্বন্দ্ব ও শ্লোকার্দ্ধ বিশ্রাম স্থান (দাঁড়ি) করপার্শ্বের সন্ধিস্থল হইয়াছে। শব্দ পরম্পরার বিধানকর্ত্রী গুণ দৈর্ঘ্যদ্বারা লম্বমানা ব্যাকরণরূপ কাঞ্চী যাহাতে দোদুল্যমান হইতেছে। যাঁহার কণ্ঠদেশে জ্যোতির্ম্ময়ী হারলতা দেদীপ্যমান হইতেছে, এবং বাদী ও প্রতিবাদী নিজং পক্ষানুরাগপ্রযুক্ত বিবক্ষমান

পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষরূপ শাস্ত্রদ্বয় যাঁহার ওষ্ঠাধররূপে প্রকাশিত হইতেছে। বিধাতা অধ্যাত্মশাস্ত্র ও স্মৃতিপ্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বারা নিজ দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া মীমাংসাদ্বারা যাঁহার পরাচ্ছাদন নিপুণ (উৎকৃষ্ট বসন প্রাবৃত) ঊরুযুগলকে সৃজন করিয়াছেন। উদ্দেশপর্ব্ব ও লক্ষণদ্বারা দ্বিগুণিত ষোড়শ পদার্থ অর্থাৎ প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, সচ্ছল, জাতি ও নিগ্রহ এই ষোড়শ পদার্থ উহার স্বরূপ প্রকাশক ষোড়শ লক্ষণ এই দ্বাত্রিংশৎ আন্বিক্ষিকীবিদ্যা যাঁহার দ্বাত্রিংশৎ দন্তপংক্তিরূপে প্রকটিত হইতেছে। উক্ত পদার্থ মধ্যে তর্কনাম পদার্থ ঐ বদনের কতিপয় প্রধান দন্ত হইতেছে, ইহার অন্যথা ভাব হইলে ঐ বদনের গুণিগণের পরাভবকারিতা শক্তি অসম্ভাবনীয়, অর্থাৎ তর্কব্যতীত পরাভবকারিতা শক্তি কোনমতেই সম্ভব হয় না, ব্যাস ও পরাশরকর্ত্তৃক পল্লবিত ও মৎস্যপাদ্মপ্রভৃতি অভিধানে প্রথিত পুরাণ সকল যাঁহার পাণিযুগল হইয়াছে। এবং প্রলয়কালেও যাহার লয় না, যাহা শ্রুতিমূলক, যিনি প্রাণিগণের কণ্ঠাবলম্বী হইয়া আনন্দ সম্পাদন করেন, সেই ধর্ম্মশাস্ত্র সকল যাঁহার উত্তমাঙ্গ হইয়াছে। বিধাতা প্রণব দলযুগলদ্বারা যাঁহার ভ্রূযুগল, প্রণব বিন্দুদ্বারা কপাল তিলক ও প্রণবীয় অর্দ্ধচন্দ্র রেখাদ্বারা বীণাবাদন যন্ত্র সৃজন করিয়াছেন। এবং শরীর সৃষ্টি পরিসীমাসূচক কুণ্ডলাকৃতি লিপির সারদ্বারা যাঁহার বর্ণকুণ্ডল, কাঞ্চনময়ী লেখনীর সারদ্বারা অঙ্গুলাঙ্গুলি, মসীর সার দ্বারা কেশকলাপ ও কঠিনী সারদ্বারা হাস্য সৃষ্টি করিয়াছেন, সোম সিদ্ধান্তময় যাঁহার বদন, নাস্তিকতা বার্ত্তা উদর, অন্তঃকরণ বিজ্ঞানশাস্ত্র ও অখিল কলেবর সাকার প্রকাশক শাস্ত্র হইয়াছেন। তখন এতাদৃশ লাবণ্যশালিনী বীণাপাণি বাণী রাজসভায় প্রবেশ করত বিদর্ভরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! তোমার হর্ষের সময় বিষাদ প্রকাশ করা বিধেয় নহে, আমি এই জগতীমণ্ডলহইতে সমাগত জগতী-পতিদিগের গোত্র চরিত্র ও বিচিত্র কর্ম্মাদি সভামধ্যে ব্যক্ত করিব। হে বিদর্ভ পুরন্দর! যাঁহার বাম চরণারবিন্দে মহেশ রমণী ত্রিপথগামিনী

মকরন্দলীলা লাভ করিতেছেন, আমি সেই হৃষীকেশের অনুমতিবশতঃ নিখিল নৃপতিমণ্ডলীর গোত্র চরিত্রাদি বর্ণনার্থ এখানে অবতীর্ণ হইতেছি। তখন বিদর্ভরাজ রাজগণের সমক্ষে দৈবীবাণাদ্বারা সেই বালাকে পরম বিশ্বস্তরূপে অবগত হইয়া তদীয়া সমুচিত সপর্য্যা প্রদান করণার্থ নিদেশকারিদিগকে সমাদেশ করিলেন। এবং তিনি নানা দিক সমাগত ক্ষিতিপতিদিগের আকর্ষণ বিদ্যারূপা নিজ তনয়াকে রাজমণ্ডলী মধ্যে আহ্বান করিলেন। আহা! রাজদুহিতার লাবণ্যতরঙ্গ জলধি তরঙ্গকেও অতিক্রম করিয়াছে, অধিক কি বলিব যিনি দর্শকগণের বিস্ময়রস বারিধিকে উচ্ছলিত করিতেছেন, যাঁহার অংশুক শোভা (জলগর্ভতা নিতান্ত রক্তত্বা ত্রাসজনকতা বিন্দুতা ও রেখাময়তা) এই পঞ্চদোষ-বিহীন মণি অপেক্ষাও দেদীপ্যমান হইতেছে, এবং যাহার শরীরছায়া আভরণ মণির প্রভারূপ সলিলে নিমগ্ন হইয়া তদ্রূপা আলিকুল হইতেছে। মদনদূত মধুব্রতসমূহ যাহার কর্ণকুহরে অঙ্গরাগ ও কর্ণোৎপল সৌরভভরে সঙ্গত হইয়া গুণ২ স্বরে যেন রহস্য বিজ্ঞাপন করিতেছে। যিনি নিজ বিলাসপ্রযুক্ত কুসুমশরের ভ্রাম্যমান শরাসনরূপ ভ্রূযুগল ধারণ করিতেছেন, যিনি নানাবর্ণ ভূষণপ্রস্তরের কিরণমালা পরস্পর মিলিত হওয়ায় মল্লযুদ্ধ দর্শন কৌতুহল বিস্তার করিতেছেন। যাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সৌরভশালী কুসুমময় শরদ্বারা সৌরভশালী ও আলিকুল সুকোমল অঙ্গুলির অগ্রভাগে বিকাশমান বলিয়া কম্পমহীরুহরূপ মহীপালগণ যাহাকে বসন্ত-লক্ষ্মীরূপে অভিলাষ করিতেছেন। যাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গবর্ত্তী পীতবর্ণ মণিকিরণ গোরোচনাকে শুভ্রবর্ণ মণি কিরণ চন্দনকে অরুণবর্ণ মণিকিরণ কুঙ্কুমকে ও নীলবর্ণ মণিকিরণ মৃগনাভিকে পৌনরুক্তি দোষে কলুষিত করিতেছে। অধিক কি বলিব যুবকবৃন্দের নয়নশ্রেণী প্রথমতঃ তদীয় ভূষণে, অনন্তর বসনে, তদনন্তর মণিকিরণে*নিপতিত হওয়ায় রাজনন্দিনীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবলোকনে সমর্থ হইল না। যাহার কলেবর অমরগণকৃত পুষ্প বর্ষণে সমাচ্ছন্ন ও তদুপরি দ্বিরেফকুল সমাকুলিত স্বয়ং ভ্রমরভয়ে অধোমুখী হওয়ায় রাজগণের নয়নগোচর হইল না, আহা! বিবেচনা করি তাঁহাদিগের

নিকৃষ্ট অদৃষ্টই তদ্দর্শনের প্রতিবন্ধক হইল। যিনি নিজ বয়স্যাগণের প্রতি কর্পূর মৃগমদ তরঙ্গ সম্বলিত সচঞ্চল কটাক্ষ বিক্ষেপ করিলে মহীপালগণ বরং ইহার সখী হওয়া ভাল এই বলিয়া তদীয় সখীমুখে নিজং মনোরথকে অভিনিবিষ্ট করিল, ফলতঃ তাঁহার নয়নতারা কস্তূরীকার ন্যায় শ্যামলবর্ণ ও পার্শ্বস্থল কর্পূরবৎ শুভ্রবর্ণ হইতেছে। যিনি আনন্দ হাস্যবশতঃ কিঞ্চিৎ প্রকাশীকৃত বদন পার্থিবগণের মুখারবিন্দদ্বারা কৌমুদীর হর্ষ খণ্ডন করিতেছেন। যাহার ভূষণমণি প্রতিবিম্বছলে দর্শকগণের নয়নরাজি মগ্ন হইয়া তরঙ্গবিহীন হইতেছে, যাহার হারাবলীর অগ্রে জাগ্রৎ মরকত মণির কিরণমালাদ্বারা নাভিকূপবর্ত্তী অন্ধকার প্রগাঢ়তর হইতেছে, ফলতঃ হারবর্ত্তী মরকত মণির কৃষ্ণবর্ণ কিরণদ্বারা স্বাভাবিক তমিস্র মিশ্রিত নাভিকূপ সমধিক অন্ধকারাক্রান্ত হইতেছে। এবং শশধর তাঁহার গৌরসার স্মিতদ্বারা বিস্ময়াপন্ন হইয়া যে মস্তক কম্পন করিয়াছিলেন, বোধ করি সেই কম্পনশোভা লাভেচ্ছু হইয়া পাণ্ডুবর্ণ ও সুবর্ণমণ্ডিত চামররাজিরূপ মরালরাজি লাঙ্গুললাছলে তাহাই অভ্যাস করিতেছে। আহা! যিনি নিজ লাবণ্যের অর্দ্ধাংশ গুণগায়িনী অপ্সরাগণের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া নিজ অনঙ্গভূষণ ত্রপাকে পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন, ফলতঃ অপ্সরাগণ তদীয় সৌন্দর্য্য গানে অক্ষম হইয়া স্বয়ং লজ্জাসম্পন্ন হইল। অধিক কি বলিব যিনি রদনপ্রভাদ্বারা নক্ষত্রাবলি, বদনপ্রভাদ্বারা সুধাকর ও কেশপ্রভাদ্বারা শ্যামল আকাশমণ্ডল পরাভব করিয়াছেন, যিনি নিখিল ভূপালগণের লোচনযুগলকে মধুপানে পরিতৃপ্ত করাইয়াছেন, ফলতঃ সেই নেত্রললাম ভূতা রাজতনয়াকে নয়নাতিথি করিয়া সকল রাজাই অমৃত পানের ন্যায় পরিতৃপ্ত হইলেন। যাহার অলঙ্কৃত কলেবর অলোকাও কেবল কলেবর বিস্ময় সম্পাদক হইতেছে যাহার শোভা বর্ণনাতীত, সেই কিনারোহিণী যুবজন মনোহারিণী ভীমনন্দিনী সভাকুটিমে প্রবিষ্ট হইলে নিখিল মহীপালগণ তাঁহাকে অপাঙ্গদ্বারা [illegible] করিলেন। তৎকালে তত্রস্থ এমত কোন রাজাই ছিলেন না যে, তদীয় অদ্ভুত লাবণ্য অবলোকনপূর্ব্বক কুসুমশরের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া [illegible]

কিন্তু কলেবর হয়েন নাই। এবং ভৈমীকে অবলোকন করিয়া সকল যুবকবৃন্দই প্রমোদবশতঃ অঙ্গুলিস্ফোটন করিয়াছিল, অর্থাৎ তুড়ি দিয়াছিল। আহা! সেই রাজসমাজে খঞ্জননয়না নলপ্রাণা রাজবালাকে নিরীক্ষণ করিয়া কোনজন বিচলিত মস্তক হইয়া ভ্রূবিক্ষেপ না করিয়াছিল, অর্থাৎ সকল ব্যক্তিই তৎপাক্ষে কটাক্ষ বিক্ষেপ করিল। অধিক কি বলিব নৃপবরেরা স্বয়ম্বরের অঙ্গনগত সেই অঙ্গনাকে অবলোকনপূর্ব্বক মনেং চিন্তা করত নিতান্ত উৎকলিকাকুল হইয়া সগদগদ বাক্যে কহিল, হায়! এক্ষণে মানবগণ রম্ভাপ্রভৃতি অপ্সরা লালসায় কঠোর তপস্যানুষ্ঠানে পরাঙমুখ হইতেছে. যেহেতু নিখিল অপ্সরাকুলের লাবণ্য পরাভবকারিণী এই ভীমনন্দিনা স্বীয় যবাঙ্গ কৌলীবর্ত্তিনী অবজ্ঞাকে বিলোপিত করিতেছে, ফলতঃ অমরগণেরাও স্বর্গসুখ পরিহার করিয়া ধরামণ্ডলে আবির্ভূত হওয়ার মনুষ্যগণ স্বর্গ প্রার্থনায় যত্নবিহীন হইতেছে। আমরা লোকমুখাৎ ইহার সদ্রূপ রূপ শ্রবণ করিয়া দশ দিক্‌হইতে সমাগত হইলাম, ইহাকে দৃষ্ট করিয়া তদপেক্ষা সমধিক বোধ হইতেছে। বিবেচনা করি সুপ্রসিদ্ধ শৃঙ্গাররসের বিপুল বারিধি কোথাও থাকিবেক, নচেৎ কোন জলধিহইতে এই অসামান্য লাবণ্যনিধি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী সমুদ্ভূত হইয়াছেন। হায়! ইহার আননই সাক্ষাৎ (মুখ্য) সুধাকর হইয়াছেন, স্বর্গমণ্ডলে লাক্ষণিক (অপ্রধান) ক্ষপানাথ প্রকাশ পাইতেছে, ইহার ভ্রূযুগলই কুসুমশরের মুখ্য শরাসন কুসুমশরের কুসুমময় শরাসন গৌণ (অপ্রধান) হইয়াছে, ফলতঃ এই যুবতীর বদন সুধাকর হইতে ও ভ্রূযুগল মদনধনুহইতে সমধিক উৎকৃষ্টতম হইয়াছে। বোধ হয় এই সুদতী কুণ্ডলাকৃতি নিজ তাডঙ্কযুগ্মকে মদনরূপ ধনুর্দ্ধারীর লক্ষীভূত করিয়াছেন যেহেতু দশাঙ্গুলিছলে এই কামিনীর উভয় করের তাডঙ্কগর্ত্তহইতে পঞ্চশরের বাম ও দক্ষিণকর বিমুক্ত দ্বিগুণিত পঞ্চশর প্রকটিত হইতেছে। আহা! এই ইন্দীবরনয়না কর্ণপূরবর্ত্তী ইন্দীবর যুগলকে কুসুমশরের অর্কীর্ত্তিরূপে প্রপঞ্চিত করিতেছেন বলিয়াই যুবকগণ এতদায় কুণ্ডলাকৃতি শ্রবণযুগলে ইন্দীবর কুসুমবাণ নিক্ষেপ করায় কুসুমশরকে অপরার্দ্ধ বলিয়া বিগান করিতেছে। বিবেচনা করি মনো-

ভব ষটপদ কীটকর্ত্তৃক নিষ্কোষিত ও রজোযুক্ত নিজ পুষ্পময় পুরাতন শরাসন পরিহার করিয়া এই রাজবালার ভ্রূযুগলরূপ শরাসনকে সমাদরে ধারণ করিতেছেন বলিয়াই ঐ শরাসনের মধ্যভাগে মুষ্টিগ্রহণ চিহ্ন পরিদৃশ্যমান হইতেছে। আর বিধাতা হিমকালে কমল ও বর্ষাকালে খঞ্জনপক্ষীকে কোন প্রদেশে সংস্থাপন করিয়া থাকেন বলিয়াই প্রতি বর্ষ সংস্থাপিত উক্ত বস্তুদ্বয়ের সারাংশদ্বারা এই রাজবালার দৃষ্টিসরোজের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার নয়নযুগল ও কমলের বিশেষ প্রভেদ জানিতে বাসনা করিলে পদ্মগুণজ্ঞ ভৃঙ্গকে জিজ্ঞাসা করাই বিধেয়, বোধ হয় বিধাতা এই নিমিত্তই এই প্রমদার নেত্রদ্বয়বর্ত্তী তারকারূপ অলিমিথুনকে মধ্যস্থরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। জ্ঞান হয় বিধাতা রতি ও তৎপতির বাসার্থ এই কামিনীর হৃদয়রূপ সৌধমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যেহেতু ঐ হৃদয়মন্দিরের অগ্রভাগে কুচযুগলরূপ স্বর্ণময় কলসদ্বয় বিকাশমান হইতেছে, ফলতঃ অট্টালিকার উপরিপ্রদেশে শোভাসূচক কলসচিহ্ন প্রকাশিত হইয়াই থাকে।

হায়! ইহার করযুগল আত্মকর্ত্তৃক পরাজিত মৃণালদণ্ডহইতে কর স্বরূপ তদীয় কুসুম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই সকল ব্যক্তিই ইহাকে লক্ষ্মীর নিকেতন বলিয়া নিরীক্ষণ করিতেছে, এবং উহাকে কর বলিয়া পরিকীর্ত্তন করিতেছে। হায়! কমলিনীর জলজ কমল ছলস্বরূপ এই কামিনীর করকমলই কমলিনীর প্রকৃত কমল হইয়াছে, যেহেতু কণ্টকিত মৃণালদণ্ড অপেক্ষাও ইহার কর তীক্ষ্ণশিখ নখরদ্বারা কণ্টকিত হইতেছে, বোধ করি কারণের গুণ কার্য্যে থাকে বলিয়াই কারণীভূত কণ্টকিত মৃণালীহইতে কার্য্যস্বরূপ এতদীয় করযুগলের কণ্টকশালিতা সমুদ্ভূত হইয়াছে। তখন তত্রত্য জনগণ পরস্পর কহিতে লাগিল যে, এই দময়ন্তীর অনুরূপা রূপবতী যুবতি স্বর্গমণ্ডলে, ভূমণ্ডলে বা রসাতলে বিদ্যমান নাই, অতএব আমাদিগের তুমি কোথাহইতে সমাগত হইয়াছ এই লোকবাদ হইতে পারে না। যাহা হউক হায়! আমরা বিধাতার সেই করযুগলকে নমস্কার করি, যেহেতু এই অঙ্গনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বুদ্ধিদ্বারাও স্পর্শ করা অসাধ্য তদীয় করযুগল সৃজনকালে স্পর্শ করিয়াছে, এবঞ্চ

বিধাতার স্পর্শ অপেক্ষাও সমধিক শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে, কেননা বিধাতা এই অঙ্গনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনঙ্গের অঙ্গদ্বারা শিল্পন করিয়াছেন বলিয়াই এই অঙ্গনা এতাদৃশ মঙ্গলতম হইয়াছে। বোধ করি বিধাতা করদ্বারা এই সৌকুমার্য্যশালিনী রাজবালাকে স্বজন করেন নাই, কেননা তাঁহার করযুগল বহুতর বস্তুর স্বষ্টি করিয়া কর্কশ ভাবাপন্ন হইয়াছে, কিন্তু নির্ম্মল ও স্নিগ্ধ মানসদ্বারা ইহার নিখিল কলেবর স্বষ্টি করিয়াছেন। আহা! বোধ হয় বিধাতার করকমল উল্লাসিত হইয়া এই নিতম্বিনীর নিতম্ব ও কুচযুগের গৌরব তুলিত করিয়াছে বলিয়াই ঐ করাঙ্গুলীর অন্তরালহইতে ইহার মাংসল কটিভাগবর্ত্তী মাংস সমুত্থিত হইয়া ত্রিবলিরেখারূপে এই বিলাসিনীতে বিলাস পাইতেছে। বিবেচনা হয় সুধাকর নিজ সুধা সমুদ্ভূত নবনীতদ্বারা এই অঙ্গনার পীতবর্ণ অঙ্গ স্বজন করিয়া রজনী সঙ্কোচিত পঙ্কজদ্বারা আনন স্বজন বিধেয় নহে, এই বিবেচনায় নিজ পূর্ণ খণ্ডদ্বারা এই অখণ্ড মহিলার গর্ব্বখণ্ডিনীর বদনখণ্ড স্বজন করিয়াছেন। বোধ হয় সেই প্রধান শিল্পী মনোহর বসন্তঋতু মলয় সমীরণদ্বারা ইহার নিশ্বাস, কুসুমরাশিদ্বারা কলেবর, এবং পিকবধূর পঞ্চম শরদ্বারা ভারতী স্বষ্টি করিয়াছেন। আহা! এই কামিনী কামকর্তৃকই স্বষ্ট হইয়াছেন বিধাতার স্বষ্ট নহে, যেহেতু বিধাতার শিল্পকার্য্য অপর শিল্পীরা পরাভব করিতে সক্ষম হয়েন না, কিন্তু এইরূপে শিল্পীকে মদনাধীপ যৌবন পরাজয় করিতেছে, অর্থাৎ এই প্রমদার আবির্ভাব কালাপেক্ষা ক্রমশঃ যৌবনকালে অসামান্য লাবণ্য হওয়ায় সুতরাং প্রথম স্বষ্টিকর্ত্তাকে যৌবন পরাজয় করিয়াছে। যাহা হউক অসাধারণ বচনবিন্যাস নিপুণ সুরগুরুও ইহার রূপ বর্ণনে সমর্থ হয়েন না, বোধ হয় মনোভব মুক্তজনেরও অনুতাপার্থ পরম যত্ন সহকারে এই কামিনীকে স্বজন করিয়াছেন। তখন সুররাজ ভৈমী নির্ভর নিমগ্ন নয়ন রাজগণের মধ্যে লোচন সহস্র নিপীত দময়ন্তীকে ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত বচনসুধা শ্লিষ্ট কলাবিলাসদ্বারা নিজ মুখ সুধাকরকে অলঙ্কৃত করিয়া কহিতে লাগিলেন। হায়! স্মিতদ্বারা গৌরী* (গৌরবর্ণা)

*ফলতঃ গৌরী হরিণী বীণাবতী ও হেমা এই অপসরাগণ সুরবরের মনোহরণ করিয়াই থাকেন।

নয়নদ্বারা, হরিণী কণ্ঠস্বরদ্বারা, বীণাবতী এবং শরীরপ্রভাদ্বারা, হেমা (হেমবর্ণা) এই কামিনী মদীয় মনোহরণ করিয়াছে, এইরূপ স্তুতিকারা দেবরাজকে নিষধরাজ সচঞ্চল নেত্রে ও সভীতান্তঃকরণে নিরীক্ষণ নিরীক্ষণ করিলে দেবরাজ মনুষ্যোচিত বাক্যে সেই মনুজপতি নলের শঙ্কাপনোদন করিলেন। আহা! সুররাজ কি নির্লজ্জ, যেহেতু স্বকার্য্য সাধনার্থ লোক বিগর্হিত অলীক নলরূপ ধারণ করিয়াছেন, তৎকালে সকলেই এই বলিয়া সুররাজকে নিন্দা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে তত্রস্থ যুবকবৃন্দ ভৈমীকে অবলোকন করত কহিল যে, কি আশ্চর্য্য। এই সর্ব্বালঙ্কার ভূষিত উর্ব্বশী কি উর্ব্বীমধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন? এই রূপে জনগণ সানন্দচেতা হইয়া যথার্থ ভৈমীকে অলীক করিয়া বর্ণন করিলে নলরাজার কর্ণকুহরে তাহা অসহ্য বোধ হইল।

ইতি দশম সর্গ।

একাদশ সর্গ।

অনন্তর যেমন প্রাণিগণ অভিলষিত বর লালসায় সুপ্রসন্ন অভীষ্ট দেবতাকে ভজনা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ভীমনন্দিনী দময়ন্তী চিরাভিলষিত নৃপবর নলের সমাগম বাসনায় সুপ্রসন্না সভামণ্ডলীকে অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করত ভজনা করিলেন। তৎকালে সেই ললনার নির্ম্মল কলেবরে যুবকবৃন্দের কেবল দৃষ্টি ও মন নিমগ্ন হইয়াছিল এমত নহে, কিন্তু রাজনন্দিনীর নির্ম্মল কলেবররূপ ভিত্তিতে ও তদ্বর্ত্তি ভূষণ রত্নে প্রতিবিম্বিত নিজ কলেবরচ্ছলে তাঁহাদিগের সকল কলেবরই তদীয় অঙ্গে নিমগ্ন হইয়া গেল। সেই সভার তাৎকালিক শোভার কথা কি বলিব যদ্যপি বিশ্বামিত্রঋষি স্বর্গমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অন্তরালবর্ত্তী অপর অমরভবন নির্ম্মাণ করেন, এবং সেই কল্পিত স্বর্গ যাদৃক মনোহর হইবেন, সভা দর্শনার্থ সমাগত সুরগণের বিমানদ্বারা তত্রস্থ নভোমণ্ডল তাদৃক মনোহর হইল। আর অধিবাস নৃপাবলি ভূপাল-

চক্রোদ্য চামর সমীরণ সংযুক্ত সৌরভদ্বারা মহোৎসব দর্শনার্থ আকাশগামী সুরগণের পূজাবিধি সম্পাদন করিল। উৎসবের কথা কি বলিব তথায় সৌগন্ধ্য কনকগিরের প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রমররাজি যুবরাজরাজির চন্দন ও কর্পূর বিলেপনের গন্ধময় গন্ধবহ প্রবাহকে শ্রেণীদ্বারা রোধপূর্ব্বক সৌরভে অবগাহন করিল। তত্রত্য তুমুল মৃদঙ্গধ্বনি শ্রবণ ও চঞ্চল পতাকা দর্শন করিয়া বোধ হয় যেন সৌধপরম্পরা উত্তুঙ্গমাঙ্গল্য মৃদঙ্গ নিনাদ ও চঞ্চল পতাকাদ্বারা রাজসমাজে নিজ তাণ্ডবপাণ্ডিত্য প্রকটিত করিতেছে। এইরূপ সভামণ্ডলী আনন্দ-সাগর প্রবাহে নিমগ্ন হইলে চতুর্দ্দশ ভুবনমণ্ডলের নমস্যা ভগবতী বাণী সভামণ্ডলে বিনয়নত ভীমতনয়ার দক্ষিণপার্শ্ব অবলম্বন করত যথাযোগ্য সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন। হে দময়ন্তি! এই দিগ্দিগন্তর হইতে কোটিং অমরগণ অভ্যাগত হইয়াছেন, পৃথকরূপে ইহাদিগের নামানুকীর্ত্তন করা শতবর্ষেও অসাধ্য, অতএব ইহার মধ্যে যাহাতে তোমার চিত্ত সঙ্গত হয়, বিবেচনাপূর্ব্বক তাঁহাকেই পতিরূপে বরণ কর। হে কল্যাণি! এই সুরগণের স্বাভাবিক নিমেষশূন্যতা ও তোমার দর্শনানুরাগবশতঃ যে নিমেষশূন্যতা হইতেছে, এক্ষণে উভয়ে মিলিত হইয়া তোমার মুখচন্দ্র ও অধরোপভোগ দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত হউক, ফলতঃ এক নির্নিমেষ তোমার মুখে দ্বিতীয় অধরে নিপতিত হউক। এই সুরগণ সুমেরুকে বৎস কল্পনা করত করদ্বারা সুরভিরূপা বসুন্ধরাকে দোহন করিয়াছিলেন বলিয়াই এতদীয় করযুগল পয়োবিন্দুরূপ মুক্তাফলে সম্বলিত হইয়া উক্ত পর্ব্বতের নিখিল রত্নশালি মহীরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ভগবতী বাণী এইরূপ কহিলে রাজবালা নিজ মুখচন্দ্রের সম্পর্কবশতঃ নিমীলিত নলিনীদলযুগলের ভ্রম সম্পাদক করাঞ্জলি মৌলিপ্রদেশে সংস্থাপনপূর্ব্বক অপরাধ ভয়ে চঞ্চল নয়নে দেবগণকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, সুরগণেরাও তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন অবলোকনপূর্ব্বক কৃপাপরতন্ত্র হইয়া স্থানান্তর গমনে অনুমতি প্রদান করিলেন। তৎকালে শিবিকাবাহকগণ শিবিকার অধোবর্ত্তী হওয়ায় দময়ন্তীর মুখ বৈরাগ্যের অণুমাত্রও অবগত হইতে সক্ষম হইল না, কিন্তু নিকটাগত নারকগণের বিষণ্ণ মুখ অবলোকন করি

য়া অনুমানদ্বারা উঁহার মুখবৈরাগ্য অনায়াসেই জানিতে পারিল। এবং উহারা রাক্ষস সন্নিধানে নিজ জীবনরক্ষার কঠিনতা, বিদ্যাধরগণে ভীমনন্দিনীর অপ্রতিবন্দিত্ব ও গন্ধর্ব্বগণ তদীয় কণ্ঠস্বরের লেশশূন্যতা বিতর্কণা করিয়া উক্ত সঁকল্পে পরাঙমুখ হইল। আহা! অকিঞ্চনবর্গ বর্ত্তমান থাকিতেও ধন বিতরণ কাতর লক্ষ২ যক্ষগণ সলজ্জ হইয়া দময়ন্তীকে নিজ মুখ দর্শন করাইতে সক্ষম হইল না, যেহেতু উহারা ভীম তনয়াকে ক্ষিতিমণ্ডলে অবতীর্ণ কল্পবৃক্ষ বনিতারূপা কল্পলতা বলিয়া জানিতেছে, ফলতঃ বদান্য জনহইতে কৃপণ জনের লজ্জা সহজে সমুৎ পন্না হইয়াই থাকে। অনন্তর যেমন নবীন জলধরমণ্ডলী নিখিল সলিল রাশিহইতে মরালমণ্ডলীকে মানস-সরোবরে সমানীত করে, তদ্রূপ যান বাহকগণ সুরগণহইতে নাগরাজ অনন্তসমীপে লোহিতবর্ণ পদতলা-ধরশালিনী ভীমনন্দিনীকে সমানীত করিল। ইত্যবসরে যাহার অধিপতি কমলযোনির অখিল বাঙময়কে মুনিগণ বেদ বলিয়া পরিকীর্ত্তন করেন, সেই নিরন্তর প্রাগল্ভ্যশালিনী বীণাপাণি বাণী অর্দ্ধচন্দ্রাকার মে লিশালিনী রাজবালাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন। হে দময়ন্তি! যিনি গিরিরাজতনয়ার সংশ্লেষলগ্ন কুচকুঙ্কুমদ্বারা লোহিতবর্ণ যজ্ঞোপবীত রূপে শঙ্করের হৃদয়ে শোভা পাইতেছেন, যিনি স্বাভাবিক শুভ্রবর্ণ ও শিবসেবায় পরম পরিতৃপ্ত হইতেছেন, যিনি ভূতভাবন ভবানীপতির করকঙ্কণত্ব ভজনা করিতেছেন, এবং যাহার কলেবর মনোহর মণিদ্বারা সাতিশয় রমণীয় হইয়াছে, যিনি সদাশিবের জটাজুট বন্ধনার্থ গুণীভূত হইয়াছেন, সেই এই ফণিরাজ বাসুকিকে ভজনা কর। এই অনন্ত এক্ষণে এক রসনাদ্বারা শূলপাণির মৌলিবিলম্বি কলানিধির সুধা ধারণ ও দ্বিতীয় রসনাদ্বারা তোমার কল্পিত অধরসুধা ধারণ করিতেছেন বলিয়াই জনসমাজে দ্বিজিহ্ব বলিয়া প্রতীত হইতেছেন, আর বোধ করি অহিরাজ এক্ষণে তোমার অধররস ও চান্দ্রীসুধা যুগপৎ আস্বাদন করত উভয়ের প্রভেদ করিতে সমর্থ হইবেন। হে বৈদর্ভি! এই ভীষণ আশী-বিষ তদীয় রদনছদে বিষময় রদন দংশন করিবেন বলিয়া প্রাণভয়ে ভীত হইওনা, যেহেতু আশীবিষ সুধাসার ঘটিত ভবদীয় রদনছদের

মি এই রাজার জনপদকে স্বর্গরাজ্য করিয়া শচীর ন্যায় বিলাসলক্ষ্মী লাভ কর। হে মুগ্ধে তুমি এই ন্যগ্রোধ দ্বীপের অধিপতিকে পতিরূপে বরণ করিলে যে ন্যগ্রোধ দ্বীপের ন্যগ্রোধমূলতলে দেবদেব মহাদেব স্বয়ং বসতি করিতেছেন, তিনি অনন্যকল্প নিজ শিল্পসর্বস্ব তোমাকে অবলোকন করিয়া নিখিল শিল্পিগণ মধ্যে করসঞ্চালন করত দর্প প্রকাশ করিবেন। হে স্মিতাননে! ঐ ন্যগ্রোধ দ্বীপবর্ত্তী বটবৃক্ষ নভোমণ্ডল পতিত আতপের ন্যক্কারপূর্ব্বক রোধ করে বলিয়াই ন্যগ্রোধনামে বিখ্যাত হইতেছে, এবঞ্চ উহার পরিপাক ফল ও নীলদল প্রভাবে। ঐ দ্বীপের ময়ূরপিচ্ছময় আতপত্র দর্শন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইবা। কে ভূপাল বালে! এই রাজহংসের (রাজশ্রেষ্ঠের) প্রিয়তমা কীর্ত্তি দশ-মণ্ডল মহিমণ্ডল ও পাতালমণ্ডলে কি শুভ্রবর্ণতা বিস্তার করিতেছে না, অর্থাৎ এই রাজার কীর্ত্তিমণ্ডলীদ্বারা ভুবনমণ্ডলী ধবলিত হইতেছে কিন্তু এই রাজহংসের কীর্ত্তিরূপ প্রিয়তমা যেক্ষীর ও সলিলকে পরস্পর পৃথক ভাবাপন্ন করিতেছে না ইহাই নিতান্ত বিস্ময়াবহ হইতেছে। সরস্বতী এইরূপ প্রশংসা করিলেও দময়ন্তী বীরবর পণ্ডিতমণ্ডলীর অগ্রগণ্য শৃঙ্গারভঙ্গি নিপুণ এবং চতুঃষষ্টি কামকলার আকরীভূত সেই প্রসংসিত ভূপালের উচ্চারণ সুখ নলনাম থাকিলে ও তন্নামের অযোগ্য নিমিত্ত দোষ বিধান করিলেন। এবং সেই সুচতুরা কটাক্ষভঙ্গি ও অপাঙ্গভঙ্গি বিশেষদ্বারা কথিত নৃপতিতে অবহেলন চিহ্ন প্রকাশ করিলেন, নৃপতি ও তদীয় অবহেলন নিবন্ধন ধূম্রবৎ মলিন কলেবর হইয়া ভীমতনয়ার অনাভিজ্ঞ সন্তাপানল চিহ্নধারণ করিলেন। অনন্তর যান বাহকগণ ভৈমীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহাকে রাজন্য সন্নিধানে সমানিত করিল, আহা! বিবেচনা করি চতুর পরিচারক বিদ্যমান থাকিলে অধিপের বাঙনিষ্পত্তি করিতে হয় না। ইত্যবসরে ভগবতী বাণী অশ্বিনীকুমারের পরাভবকারী অপর সুদৃশ্য নৃপতিকে অঙ্গুলি নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাজবালাকে কহিলেন, হে দময়ন্তি! ত্রপাভরে অবনত নিজানন উত্তোলনপূর্ব্বক এই কুলশীলশালি মহীপালকে অবলোকন কর। এই রাজার পুরে রতি স্তুতিপাঠক বন্দিবৃন্দের রাগস্বরদ্বারা অশ্ব

সগুল অবকাশ শূন্য হইলে শব্দান্তর উহাতে স্থানলাভে সমর্থ হয় না। হে বৈদর্ভি! এই রাজা হব্যনামে বিশ্রুত ও শাকদ্বীপের শাসনকর্ত্তা। অতএব ইহাতে তোমার অন্তঃকরণ কি অনুরাগ হইতেছে না? হে কল্যাণি! যাহার দলাবলী শুকপক্ষি পক্ষের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং যাহার পল্লবসমূহের প্রভাদ্বারা দিক সকল রঞ্জিত বলিয়া হরিৎ আখ্যায় বিখ্যাত হইতেছে, সেই শাকদ্বীপবর্ত্তী মহীরুহচয় ভবদীয় মনোহরণ করিবেন। হে তন্বি! সেই শাকতরুর পত্রসম্পৃক্ত সমীরণ তোমার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বিধান করিবে, অতএব তুমি কৌতুকাক্রান্ত হইয়া উক্ত দ্বীপে পরাশরমুনির পবিত্র কথায় সাতিশয় শ্রদ্ধান্বিত হও। হে চঞ্চলাক্ষি! তদ্দেশস্থ ক্ষীরনীরধি বেলা বনিবর্ত্তিনী বিপিনরাজির প্রতিবিম্বশালী নানাবিধ তরঙ্গ সঙ্কুলের মনোজ্ঞতা ও চপলতাদ্বারা তোমার চঞ্চল কটাক্ষ কান্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হউক। হে সুন্দরি! তত্রস্থ উদয়াচল শিলাসকল দিনমণির অভিনব আতপদ্বারা কৃত্রিক গৌরিক ধারণ করিতেছে, এক্ষণে উহারা তোমার সালক্তক পদাঙ্গুলি হইতে বিভ্রমবশতঃ ভ্রমণ নিমিত্ত যে সকল শ্রমসলিল বিনিঃসৃত হইবে, তন্মিশ্রিত অলক্তরাক্তমাদ্বারা সত্য গৌরিকত্ব ভজনা করুক। হে মঞ্জুলভঞ্জে! কুঙ্কুম লেপন মঞ্জুল ভবদীয় বদন সেই উদয়াচল শিখরাবলম্বি হৃষ্ট মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক দৃশ্যমান হইয়া সমুদিত মৃগাঙ্ক শঙ্কা সৃজন করুন। হে চারুহাসিনি! এই হব্যনামক মহীপতি ভবদীয় বিরহ হুতাশন প্রাপ্ত হইয়া নিজ নামানুরূপ অন্বয় (সম্বন্ধ) অনুভব করিতেছেন, এক্ষণে তুমি যদ্যপি ইহাকে পতিরূপে অঙ্গীকার কর তবেই এই মহীপতি তদীয় পুত্র পৌত্রাদিদ্বারা নিজ অন্বয় (বংশ) বিস্তার করেন। এবং ইহার ভুজযুগ সংরূঢ়ে লক্ষ্মীরূপা বল্লী অবলম্বিনী হইতেছে ইহার মনোহর মুখকমল ভগবতী বাগদেবীর নিকেতন হইয়াছে, অতএব তুমি ইহাকে বরণ করিয়া চরিতার্থ কর। সরস্বতী এইরূপ কহিলেও দময়ন্তী এতাদৃশ গুণসম্পন্ন ক্ষিতিপতিকে একমাত্র দোষ গণনা করিলেন যে, দেবরাজ এই রাজাকে প্রার্থনা করিতেছেন, ফলতঃ তাঁহার জীবনাবশেষ বিবেচনায় তাহাকে পরিহার করিলেন। অনন্তর যেমন গন্ধবহ পুষ্প হইতে সৌগন্ধ্য

কে স্থানান্তরিত করে, তদ্রূপ বিমানবাহকগণ কমলার নিকেতনীভূত ও ভূমণ্ডলে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উক্ত রাজশ্রেষ্ঠ হইতে রাজনন্দিনীকে স্থানান্তরে সমানীত করিল। পুনরপি সেই অখিল বাঙ্ময়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভগবতী বাণী সুবর্ণবর্ণা ভৈমীকে কহিলেন হে কুন্দদন্তি! এই রাজা নিজ ভুজযুগলদ্বারা শত্রুকুলকে অজস্র নিবারণ করিয়াছেন, অতএব ইহাতে চিত্তসঙ্গত কর। হে মধুরবচনে! যাহারা অধিকৃত ধরামণ্ডলে পাণ্ডুবর্ণ দধিসমুদ্র প্রবাহ মণ্ডলাকারে অবস্থিতি করত দেদীপ্যমান হইতেছে, সেই এই প্রভামণ্ডিত ক্রৌঞ্চদ্বীপের প্রভুকে তুমি চঞ্চল নেত্রাঞ্চল বিলাসদ্বারা অবলোকন কর। হে রাজনন্দিনি! যিনি হংসসমূহের কলরব প্রতিধ্বনিকারী কার্ত্তিকেয় শরনিকর বিবরদ্বারা ভবদীয় গুণগ্রামের প্রকাশ কামনায় সমুৎসুক হইয়া থাকেন, ক্রৌঞ্চদ্বীপবর্তী সেই ক্রৌঞ্চাভিধান ধরাধর তোমার চরণবন্দনাসে অভিলাষ করত তোরাজসভায় অবস্থিতি করিতেছেন। হে বৈদর্ভি! প্রাণিগণ যাঁহাকে দত্তদলদ্বারা পূজা করিলে পুনরায় জননীগর্ভে প্রবিষ্ট হয়েন না, এবং যিনি সকল প্রাণিগণের একমাত্র অভীষ্ট দেবতা হইয়াছেন, তথায় তুমি সেই মৃগাঙ্কমৌলি শূলপাণির অর্চ্চনা রচনায় তৎপর হও। হে সুবর্ণবর্ণে! যখন তুমি বাল কলানিধিশেখর হরের উক্ত ধরাধরে স্বর্ণময় কলস ধারণ করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবে, তখন যেমন উদয় মহীধর চূড়া প্রবলম্বী বাল দিবাকরদ্বারা শোভাশালী হয়েন, তদ্রূপ উক্ত মহীধর শোভা ধারণ করিবেন। হে তরুণে! যেমন মণিকারক গবাক্ষে কর প্রবেশ করাইয়া মণিহরণ করে, তদ্রূপ ক্রৌঞ্চদ্বীপবর্ত্তী ক্রৌঞ্চপর্ব্বতে দধি মহোদধির প্রবাহবর্ত্তী চঞ্চল কল্লোলরূপ চামরের সমীরণ তোমার স্মরকেলিকালে সমুৎ স্বেদবিন্দুময় মৌক্তিক ভূষণকে হরণ করিবেন, ফলতঃ তুমি তথায় সুশীতল সমীরণ সেবন করিয়া কামকেলিকালে ক্লেশলেশও ভোগ করিবে না।

আহা হে সুন্দরি! বোধ হয় এই ভূপতির অভিনব কীর্ত্তিকণা হংস বেশ ধারণ করত বেশমু ক্ষুদ্র সরোবরে সন্তরণচ্ছলে অনায়াসে সন্তরণ ও দশদিক গমনাথ অভ্যাস করিতেছে। হায়! ভগবতী

পতী এইরূপ কহিলেও তন্বী বিদর্ভরাজনন্দিনী অগণ্য গুণগ্রামসম্পন্ন সেই ভূপতিতে চিত্তাভিনিবেশ করিলেন না বোধহয় দেব প্রতিকূল হইলে প্রায় সমাধ্য পুরুষকারও কার্য্যসম্পাদক হয়েন না, ফলতঃ উক্ত মান্যবর নৃপবরের অসামান্য অগণ্য গুণ থাকিলেও তিনি নিকৃষ্ট অদৃষ্ট বশতঃ দময়ন্তীর দৃষ্টিযোগ্য হইলেন না। অনন্তর যেমন অমরগণের অনুকারিগণ জলনিধি হইতে কমলানিধিরেখাকে, শূলপাণির উত্তমাঙ্গে সংস্থাপিত করিয়াছিল তদ্রূপ নিজ অংশের (স্কন্ধ); অবতংসস্বরূপা শিবিকাবাহকগণ উক্ত মহীপতি হইতে অপর মহীপতি সমীপে ভীম তনয়াকে সংস্থাপিত করিল। যখন দময়ন্তী দোষলেশ শূন্য ও অদ্ভুত গুণসম্পন্ন একো মহীপালকে পরিহারপূর্ব্বক অপর সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকেও পরিহার করিলেন, তখন সেই ত্রিলোক পূজ্যা সরস্বতী যেমন পরস্পর পরিহারশীলা নারায়ণ ভুজগতু বনিতা কমলাকে কহেন, তদ্রূপ ক্রমশঃ রাজবৃন্দ পরিহারশীলা রাজবালাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন। অয়ি! কমলপাণি! এই কুশদ্বীপাধিপতি যদি তোমার অভিমত হয়েন, তবে তুমি নিবিড় বিপিনশালী ঘৃত সমুদ্রের কূলে এই তেজস্বী মহীপতির সহিত চিত্তানন্দ অনুভব কর। হে বৈদর্ভি! যে কুশময় স্তম্বের দল মণ্ডলাগ্রভাগ অম্বর চুম্বন করিতেছে এবং ঘৃতসিন্ধুর তরঙ্গ সঙ্গ প্রযুক্ত চঞ্চল হইয়া অবনতভাবে ভেদ করতঃ তদবিনিসৃত সলিলে অভিষিক্ত হইতেছে সেই কুশস্তম্ব তোমার নয়নগোচর হইয়া কি বিস্ময়জনক হইবে না। হে ইন্দুমুখি! যাহার শিলাসকল সিন্ধু মন্থন সময়ে সমুত্থিতা সিন্ধুপুত্রীর পাদপঙ্কজ সঞ্চারদ্বারা পবিত্র হইয়াছে, তুমি সেই বিন্ধ্যর ধরাধরের কন্দর প্রদেশে কান্ত সমভিব্যাহারে বিহার করত আনন্দ অনুভব কর। হে কনক কেতকগাত্রি! যাহাতে সিন্ধুমন্থন সময়ে ভুজঙ্গরাজ বাসকির বেষ্টনপূর্ব্বক ঘর্ষণজনিত সোপানবৎ শোভাশালিনী ত্রিবলিচ্ছটা দীপ্তি পাইতেছে, সেই এই মন্দরমহীধর তদীয় আরো হণার্থ সজ্জীভূত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। হে বালে! এই মন্দরাচল তোমার কুচকুম্ভ অবলোকন করতঃ করিবর মস্তককে করযুগল অবলোকন করত কল্পমহীরুহের পল্লবচয়কে এবং

আস্ত অগ্নলোকন করত রত্নাকর গম্ভুক্ত সুধাকরকে স্মরণ করুন। ভগব তী ভারতী এতাদৃশী ভারতী কহিলে ও যেমন মীমাংসা। অদ্বয়বাদিনী বেদ প্রতিপাদ্য কীর্ত্তি ও অকারণ পরোপকার তৎপর কৃত্তিবাসে সম্ম তি ভজনা করেন না, তদ্রূপ দময়ন্তী ও উক্তরূপ মহীপতিতে সম্মতি করিলেন না। অনন্তর যেমন যাচকবর্গ ধনহীন জনহইতে যাচঞাকে নিবৃত্ত করাইয়া ধনসম্পন্নের সন্নিধানে প্রাপিত করেন তদ্রূপ যানবাহ কগণ উক্ত নরপতিহইতে ভীমভূপপুত্রীকে অপর নৃপতি সমীপে সমা নিত করিল। তখন যিনি কমলাপতির বামভাগকে অবস্থিতিদ্বারা প বিত্র করিতেছেন, সেই বাক্যাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী পবিনাতিরাম্য বামলো চনা দময়ন্তীকে কহিলেন, হে কল্যাণি! তুমি অরিনির্দ্দয় ও কৃপাণপাণি এই অবনিপতির পাণিগ্রহণ করিয়া গুণগ্রাম গ্রহণ কর। হে তিলকুসুম নাসিকে! এই নৃপবর সুরা সাগর বলয়িত, শাল্মলিদ্বীপের অধিপতি হইয়াছেন, আহা! এই গুণ সাগর নৃপবরে তুমি যে অনুরক্ত হইতেছ না ইহা কি বিস্ময়া বহ নহে? যাহা হউক হে গুণগ্রাহিণি! ভূদেবাগ্রগ ণ্য অগস্ত্য ঋষি একমাত্র সলিল নিধিকে পান করিলে পঞ্চ বারিধি ভয় ব্যাকুল হইলে ও যে সুরাসাগর ব্রাহ্মণের অপেয় নিমিত্ত অণুমাত্র ও ভী ত হয়েন নাই, সেই সুরাসাগরে এই মহীপাল ও নিজ কুলের স ভিব্যাহারে সুমধুর মধুপান কেলী বিধান কর। হে নয়নানন্দদায়িনি যিনি ওষধি দীপ্তিদ্বারা শাল্মলদ্বীপের প্রদীপস্বরূপ হইয়াছেন এবং শি খরালম্বী জলদজালরূপ কজ্জলদ্বারা সুদর্শনীয় হইয়াছেন, শাল্মলদ্বীপ বর্ত্তী সেই দ্রোণাভিধান মহীধর ভাগ্যলভ্য জনক কার্ম্মণ বশ্য বশীকরণ মূল দ্রব্য) তোমাকে উপহার প্রদান করিবেন। হে সরস সারসাক্ষি মলে শাল্মলদ্বীপের যে ক্ষৌণিতল পবন প্রেরিত শাল্মলি তুলপটলদ্বারা সু কোমল হইয়াছে, তথায় লীলাবিহারকালে সেই ক্ষিতিতল চরণবিন্যা সের যোগ্য হইবে সরস্বতী এইরূপ কহিলে ও যখন দময়ন্তী নয়নস ঙ্কোচদ্বারা উক্ত মহীপতিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন, তখন সুতরাং বাহকগণ তাঁহাকে অপর নৃপবর সমীপে সমানীত করিল। অনন্তর ভগ বতী ভীমতনয়াকে পুনরায় কহিলেন, হে পঙ্কজাক্ষি! প্রজাগণের অনু

রাগ এই রাজশিরাদে কুঙ্কুমলেপছলে এবং ইহার ভুজযুগলে দিগ্বিজয় কীর্ত্তিমণ্ডলী শ্রীখণ্ড বিলেপনছলে ইহার ভুজযুগলে প্রকাশ হইতেছে অতএব এতাদৃশ গুণসাগর নৃপবরে চিত্ত সঙ্গতি কর। হে গজেন্দ্রগমনে! যেমন কমলালয়া সমস্তার্জ্জনারি শ্রীহরির বক্ষস্থলে বিরাজমান হইতেছেন, তদ্রূপ তুমি সখিত্ব বিধান করত এই প্লক্ষদ্বীপাধিপতি মেদিনীপতির বক্ষস্থলে বিরাজমান হও। হে ভৈমি! প্লক্ষদ্বীপবর্ত্তী যে প্লক্ষবৃক্ষ ক্ষিতিমণ্ডলীর বলয়াকার আতপত্রস্বরূপ হইয়াছে, এবং তত্রত্য জনসমূহ যাহার শাখা অবলম্বন করত দোলনক্রিয়ায় অনুরক্ত হইয়া থাকে, সেই শাখায় দোলনার্থ তোমার ও অভিলাষ হইবে। হে চকিত চকোরাক্ষি! সেই এই দ্বীপাধিপ বসুধা সুধাংশু তোমার অধরসুধা পান করিয়া তদ্বীপের পরিবেশস্বরূপ ইক্ষুবারিধির সুমধুর রসকে ও শ্লাঘা না করুন। হে সুধাংশুবদনে! যেমন সূর্য্যোপাসকগণ সূর্য্যদর্শন না করিয়া জলগ্রহণে বিরত রয়েন তদ্রূপ উক্ত দ্বীপবর্ত্তী চন্দ্রোপাসক প্রাণিগণ চন্দ্রাবলোকন না করিয়া জলগ্রহণ করেন না, কিন্তু তুমি এই ভূপতিকে পতিরূপে বরণ করিলে তোমার সুধাকর সমধিক বদন নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগের অমাবস্যাতে ও উক্ত ব্রত ভঙ্গ হইবে না। হে তরঙ্গিতলোচনে! যে তরঙ্গিনী প্লক্ষদ্বীপের অঙ্কবর্ত্তিনী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, সেই বিপাশানাম্নী তরঙ্গিনীজাত অভিনব পঙ্কজরাজি তোমার নয়নরাজির নিরাজনার্থ হউক, অতএব এই বিরাজমান রাজবরে অনুরক্ত হও। হে সুন্দরি! এই নৃপতির কীর্ত্তিমণ্ডলীদ্বারা অখিল সলিলরাশি দুগ্ধীভূত হওয়ায় হংসমণ্ডলী দুগ্ধ ও জলের পরস্পর প্রভেদ করিতে মুগ্ধ হইতেছে, অতএব মুনিগণ নানার্থকোষে পয়ঃ ও ক্ষীর শব্দের জল ও দুগ্ধ বা চকারাব্যাপ উভয়ার্থ যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অদ্য তাহা ও অলীক প্রয়োগ হইতেছে। হে রাজনন্দিনি? এই রাজার অপর আর কি বলিব ইনি নিষধাপতি নলনৃপতিকে ও যুদ্ধার্থ আহ্বানেচ্ছু হইয়া নিজ কীর্ত্তিমণ্ডলীকে দ্বীপসীমাবর্ত্তী সরিৎপতির পরপার গমনে অনুমতি করিয়া থাকেন, অতএব ইহাতে চিত্ত সঙ্গত কর।

তখন যেমন ত্রিলোচন কষায়িত লোচনে মদনকে অবলোকন করিয়া

যায় না, যেহেতু কাশিবাস স্বর্গবাস সদৃশ হইয়াছে, এবং তাহাতে মুক্ত কলেবর প্রাণিগণ, সুতরাং মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, যেহেতু জীব দশায় স্বর্গসম্ভোগকারিদিগের নিধনাবস্থায় মুক্তিনাতীত দ্বিতীয় সম্ভ হইতে পারে না। হে ভীমতনয়ে। যেমন অস্থিধাতু প্রত্যয় বিশেষ প্রাপ্ত হইয়া ভূধাতুর সারূপ্য লাভ করে তদ্রূপ ভবনদীর জলজন্তু স্বরূপ প্রাণিগণ কাশীনগরী প্রাপ্ত হইয়া ভূতভাবন ভবের সারূপ্য লাভ করেন। হে ধর্ম্মজ্ঞে প্রাণিগণ ইচ্ছানুরূপ কাশিনিবাস সম্ভূত সুখনিকর সম্ভোগ করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে পরম সুখতারঙ্গশালি শূলপাণির একভাব লাভ করেন অর্থাৎ শিবস্বরূপ হয়েন। হে ভ্রুকুটিশালিনী তুমি জ্ঞানপ্রবীণা হইতেছ, অত এব পরম কাশীধাম সঙ্গত হইয়া সুকৃত রাশি সঞ্চয় কর, কাশী বিষয়িকা অপর ভারতীতে প্রয়োজন নাই যে কাশীনগরীতে দক্ষরূপ যজ্ঞ নিখল যাচকগণকে মৃত্যুভয় হইতে সাক্ষ অভয় প্রদান করেন, অর্থাৎ মোক্ষ প্রার্থকদিগের জাতি কুল ও অজ্ঞানাদি অনুসন্ধান না করিয়াই নিজ পদ প্রদান করেন হে মৃগাক্ষি এতদৃশ ভ্রমরাশিশালিনী কাশিধামে তুমি মূর্ত্তিমতী রতিরূপে এই নৃপের অঙ্ক বিলাসিনী হও আর এই রাজাও মূর্ত্তিমান মদনস্বরূপ হয়েন। উভয়ে রতি ও রতিপতির ন্যায় শোভা পাইতেছ অতএব উক্ত উক্ত ধামে অবতীর্ণ হওত আশুতোষকে আরাধনা কর হে কামিনি রাজার করকমল কোপশালিনী গিরিবরনন্দিনীর চরণ কুঙ্কুমরাগ খচিত শঙ্কর শশাঙ্কের সদৃশীভূত হইতেছে, এবং যিনি মনসিজের শত শাসন অধ্যয়ন করিতেছেন, সেই এই কাশীরাজ করকমলদ্বারা তোমার স্তনদ্বয়কে অর্চনা করুন। হে ভূপালবালে, এই ভূপতির প্রতাপরাশি সংগ্রাম সঙ্গত বিরোধিবর্গের শিরোভিদ্গের খণ্ডনশীল ক্ষুরপ্র অস্ত্র হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে এবং ইহার কীর্ত্তিচয় শুভ্র চামররূপে প্রকটিত হইতেছে, সুতরাং তোমার অনুরূপ এই নৃপ, আলিঙ্গন করত মদীয় অনঙ্গসন্তাপ অপনোদন করুন। হে মনোহারিণি ; এই রাজার যে বক্ষস্থল শক্রকুল ক্ষিপ্ত অস্ত্রজালকে কুণ্ঠিত করায় কুলিশের ন্যায় উপমান হইয়াছিল, আহা এক্ষণে সেই বক্ষস্থল তোমার বির